কবিকঙ্কণ ও চণ্ডীকাব্য।

এক্ষণে আমরা কবির সুপ্রসিদ্ধ 'চণ্ডীকাব্য' সম্বন্ধে কিছু বলিব। প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে অনেকেরই সম্বন্ধে দৈবানুগ্রহের কথা শুনিতে পাওয়া যায়; কেহ কেহ স্পষ্টাক্ষরে সাধারণ-সমক্ষে আপন গ্রন্থমধ্যে আপনাকে দেবানুগৃহীত বলিয়া পরিচয় দিয়াও গিয়াছেন। আমাদিগের এই দৈবাধীন দেশে, যাহা কিছু অসাধারণ, তাহাতেই যে দৈবের দোহাই আছেই আছে, ইহা একপ্রকার নিশ্চিত। ইংরাজীতেও কবিত্ব যে ব্যক্তিবিশেষের অসাধারণ শক্তি, একথা শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের কবিকঙ্কণও আপন গ্রন্থমধ্যে স্পষ্টাক্ষরে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ—এমন কি তিনি নিজেও বৈষ্ণবাচারী ছিলেন;* তাহার পর যখন তিনি দামুন্যা ছাড়িয়া দেশান্তরে পলায়ন করিতেছিলেন, তখন মেদিনীপুরের অন্তর্গত গোথড়া-গ্রামে নিদ্রিতাবস্থায় চণ্ডীর প্রত্যাদেশ লাভ করেন। শুনা যায়, দেবী তাঁহাকে শক্তিমন্ত্র প্রদান করিয়া তাহাই যপ করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন। কবি আপনার কুলদেবতা ও কুলমন্ত্র পরিত্যাগে হিন্দুধর্ম্মানুসারে দুরদৃষ্টের আশঙ্কা জানাইলে, তিনি প্রত্যাদেশ করেন যে—কালী কৃষ্ণ অভিন্ন, ইহা তিনি প্রত্যক্ষ করি[illegible] মূর্ত্তি ছিল, তাহার পার্শ্বদেশ হইতে সিংহবাহিনী মূর্ত্তি সংলগ্ন দেখিয়া তিনি পুলকিত হইলেন। উভয় মূর্ত্তিই অষ্টধাতুবিনির্ম্মিত এবং অদ্যাপি উহা ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের কুলদেবতারূপে সম্পূজিত। দেবী চণ্ডিকা তাঁহাকে যে বীজমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কোন তন্ত্রেই উক্ত নাই। একথা তাঁহার বংশধরদিগের মুখেও শুনা যায় এবং কবি নিজেও তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

"পড়েছি অনেক তন্ত্র, নাহি জানি কোন মন্ত্র,
আজ্ঞা দিলা যপি নিত্য নিত্য।"

দেবী দয়া করিয়া তাঁহাকে আপন মহিমা-বর্ণনে আজ্ঞা করেন, তদনুসারেই আরড়া-ব্রাহ্মণভূমিতে তাঁহার রচনা আরম্ভ করেন। যথা,—

"দেবী চণ্ডী মহামায়া, দিলেন চরণ-ছায়া,
আজ্ঞা দিলা রচিতে সঙ্গীত।"

সেকালের রাজাগণ বড়ই কাব্যামোদী ছিলেন, কবির যথেষ্ট সমাদর ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন-চিন্তা দূর করিতেন; কবি নিশ্চিন্তমনে কাব্যসুধা বিতরণে প্রতিপালকের চিত্তভুষ্টি ও তৎসহ ভাষার পুষ্টিসাধন করিতেন। এরূপ না হইলে, বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে অনেককেই ইংরেজ-কবি 'গ্রের' উক্ত নীরব কবির দলে নীরবে মিশিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতে হইত।†

---

*কয়ার অনুজ জাত, মহামিশ্র জগন্নাথ,
একভাবে পূজিল গোপাল;
বিনয়ে মাগিল বর, মন্ত্র যপি নিরন্তর,
মীনমাংস ত্যজি বহুকাল।"

† Some mute inglorious Milton here may rest.

কবিকঙ্কণ চণ্ডী রচনা করিতে লাগিলেন, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে রাগরাগিণীতে তাল-মান সুসঙ্গত করিয়া তাহা গীত হইতে থাকিল। কবি নিজে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না, অথচ তাঁহার স্বহস্তলিখিত গ্রন্থে প্রত্যেক কবিতারই উপরে কোন্ রাগ বা রাগিণীতে তাহা গাহিতে হইবে তাহা লিখিত আছে। ব্রাহ্মণভূমির রাজসভায় গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামে একজন সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ গায়ক ছিলেন; তিনিই তাহা গান করিতেন। গোপালের বাস "পাথরকুচা" নামক গ্রামে ছিল। কবি যে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না, তাহা নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন,—

"লিখি পড়ি নানা গ্রন্থ, নাহি সঙ্গীতের পন্থ,
কৃপা করি দিলা গুরুভার।
অনভিজ্ঞ তালমানে, কেমনে শিখাব আনে,
দোষগুণ সকলি তোমার।"

অন্যত্র,—

"নিত্য দেন অনুমতি রঘুনাথ নরপতি,
গায়নেরে দিলেন ভূষণ।"

চণ্ডীকাব্য গ্রন্থকারের রচনা-গুণে এরূপ সুশ্রাব্য ও চিত্তস্পর্শী হইয়াছিল যে, অল্পদিন মধ্যেই গায়কদিগের দ্বারা উহা সর্ব্বজনসমাদৃত হইয়া উঠে; দেবী-পরিতোষের জন্য শক্তি-উপাসকমাত্রেই ক্রমশঃ পূজাপর্ব্ব-উপলক্ষে চণ্ডীর গান গাওয়ান অবশ্য-কর্ত্তব্যের মধ্যে জ্ঞান করিতে থাকেন; এমন কি, অনেকে উহা রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায় সংকল্প করিয়া শ্রবণ করিতেন। আজিকালিও উক্ত প্রথা পল্লিগ্রামে একবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

গায়কদিগের মধ্যে, বিশেষতঃ সেকালে, অনেকেই মত্ত-জ্ঞানশূন্য ছিল। এজন্য, উহার এতাধিক পাঠান্তর ঘটিয়াছে যে, মূল চণ্ডী যাহা এ পর্য্যন্তও দামুন্যা-গ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের বাটীতে আছে তাহার সহিত আজিকালিকার মুদ্রিত পুস্তক সকল মিলাইলে স্থানে স্থানে বোধ হয় না যে উহা এক ব্যক্তির লিখিত। এজন, উহার বিলক্ষণ রচনা-পারিপাট্য ও সৌন্দর্য্যের হানি হইয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় কবির লিখিত গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ নাই। প্রবাদ এইরূপ যে, কবির বংশধরগণের জ্ঞাতিবিরোধ-প্রযুক্ত উহা দুই সমান অংশে বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়। প্রথমাংশটুকু পূর্ব্বোক্ত সিংহ-বাহিনী দেবীমূর্ত্তির সহিত এখনও একত্র আছে; অবশিষ্টাংশ কোথায় কিরূপে নষ্ট হইয়াছে, তাহা জানিবারও উপায় নাই। এখন যে অংশটুকু আছে, তাহাতে "খুল্লনার সাগরজল" পর্য্যন্ত আছে। "কলিঙ্গ ভূপতি কর্তৃক ভগবতীর স্তব" পর্য্যন্ত পাঠ, আমরা স্বদৃষ্টে সংশোধিত, করিয়া লইয়াছি। তাহার পর, মধ্যে মধ্যে বহুদিনের লিখিত অক্ষরের বিলোপ-হেতু, উদ্ধার করিতে অসমর্থ হই। এই অংশটুকুর মধ্যে ভগবতী, রাম, লক্ষ্মী ও মহাদেবের বন্দনা যেরূপ আছে, বাবু অক্ষয়চরণ সরকার সম্পাদিত—কি বটতলার মুদ্রিত চণ্ডী, উভয়বিধ চণ্ডী হইতে তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন; পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য, আমরা নিম্নেই কয়টী অংশ উদ্ধৃত করিলাম,—

(১)

ভগবতী-বন্দনা।

পূরবী।

কৃপা কর নারায়ণী, কামদাত্রী কাত্যায়নী
কলিকাল-কলুষনাশিনী।
অমরনগরনারী, সুচারু সুবিদ্যাধরী,
সুবাদিত তনু বিলাসিনী।

যাঁহার মহিমা গাণা, বীণা-বিরাজিত ধ্বনি,
সরস্বতী গান নিরন্তর।
বিরিঞ্চির মুখপদ্ম, যাঁহার মানস-সদ্ম,
বেদরূপে রচন বিস্তর॥
বন্দো মহতের মাতা, হিমালয় প্রিয়সুতা,
মেনকার জঠরবাসিনী।
মুখর নূপুর-স্বনে, হংসরাজ রব জিনে,
দিতিসুত-ত্রাস-বিনাশিনী॥
পট্টাম্বর-পরিধানা, মায়াপি ভীষণাননা,
ঈশানগৃহিণী গুহমাতা।
দৈত্যরণে ঘোর স্বনা, বিহর চঞ্চলমনা,
সুরবর নাগনর নতা॥ *
দুর্জয় সিংহের স্কন্ধে, দক্ষিণ পদারবিন্দে,
বামপদ মহিষ-আসনে।
অসুরের বক্ষস্থলে, বিন্ধিলেন মহাশূলে,
করে ধরি কুন্তল-বন্ধনে॥
আপাদলম্বিত মালা, শত শত সঙ্গে বালা,
স্তুতি করে বিধিবিপ্র যারে।
অতুলনা রূপসীমা ত্রিভুবনে নিরুপমা,
শত কোটী প্রণাম তোমারে॥
অসুযুগ অবতার, তব ত্রিভুবন সার,
বসুমতী ভারাবহরণে।
তুমি পুরাণের পরে, দ্বিজ কবি কঙ্কণেরে,
দেহ নিজ চরণ-শরণে॥

(২)

শ্রীরাম-বন্দনা।

দশরথ-সুত খ্যাত, রামনাম সুবিখ্যাত,
দেব দেব কৌশল্যানন্দন
অযোধ্যার অধিপতি, সঙ্গে শোভে সীতাসতী,
শিরে ছত্র ধরেন লক্ষ্মণ॥
বন্দো রাম কমললোচন।
তনু দূর্ব্বাদল শ্যাম, করেতে কোদণ্ড বাণ,
দেবঋষি করয়ে স্তবন॥
অঙ্গে আভরণ বহু, আজানুলম্বিত বাহু,
অনুপম চারু বিলোচন।
গমনে তুলনাহীন, আর চারু মধ্য ক্ষীণ,
শিরে চারু মুকুট ভূষণ॥
কুঞ্চিত কুঞ্চিত কেশ, মদন নিন্দিয়া বেশ,
জিনি মুখ কত সুধাকর।
কনককুণ্ডল শ্রুতি, পরিধান দিব্যদ্যুতি,
নখদেশে ভাসে সুধাকর॥
সুপণ্ডিত দয়াবান, প্রিয় দ্বিজে দেন দান,
মনুধর ধর্ম্ম অবতার।
রিপুজনে যেন যম, প্রজার পালনে ক্ষম,
হনুমান সহচর যাঁর॥
বশিষ্ঠ পুরোহিত, গুহক চণ্ডাল মিত,
মন্ত্রী সে ভল্লুক জাম্ববান।
দেবাসুর কপি আদি, নিশাচর নানাবিধি,
সর্ব্ব-সেনা রামের পরাণ॥
শ্রীরাম গুণের নিধি, হেলে বান্ধি মহোদধি,
ভুজবলে বধিলা রাবণ।
রত্নময় লঙ্কাপুরী, বিভীষণে রাজা করি,
দিলা ধনজন-সিংহাসন॥
শুনরে সকল লোক, খণ্ডিয়া দুর্গতি-শোক,
রামনাম-রস সুখতরি।
যে রামনামের গুণে, অন্তে চলে জগজনে,
বাস করে বৈকুণ্ঠনগরী॥
হৃদয়মিশ্রের সুত, সঙ্গীত কলায় রত,
বিচারিয়া অনেক পুরাণ
রামপদযুগাম্বুজ, মত্তমধু অলি দ্বিজ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস-গান॥

(৩)

লক্ষ্মীর বন্দনা।

মল্লার।

ত্যজিত বসন্তা দেবী ব্রহ্মার জননী।
তোমার চরণ বন্দি যুড়ি দুই পানি॥

* "সীতা" ও পড়া যাইতে পারে।

যখন প্রলয়ে হরি অনন্ত শয়ন।
তাঁহার উদরে গো আছিলা ত্রিভুবন॥
জন্ম জরা নাশ তব নাহি কোন কালে।
তখন কেবল ছিলা হরি পদতলে॥
অনল গরল আদি কুম্ভীর মকর।
কত কত নাহি আছে সমুদ্র ভিতর॥
তুমি গো পরম রত্ন সকল সংসারে।
তোমা কন্যা হৈতে রত্নাকর বলি তারে॥
ধনজন যৌবন নগর নিকেতন।
পদাতি বারণ বাজী রথ সিংহাসন॥
তার অহঙ্কার গো তাবৎ শোভা করে।
কৃপাময়ী কমলা যাবৎ থাক ঘরে
তোমারে চঞ্চলা লক্ষ্মী বলে যেই জনে।
তোমার মহিমা তারা কিছুই না জানে॥
ছাড়হ যেজনে মাতা তার দোষ দেখি।
অদোষী জনেরে লক্ষ্মী চিরকাল সুখী॥
কাব্যকোষ অলঙ্কার ভারত পুরাণ।
নাটক নাটিকা জানে কাব্যের বিধান॥
যদি দয়া না হৈয়া তোমার হেন জনে।
বসিতে না জানে সে লোকের বিদ্যমানে॥
কুল বিদ্যা রূপ গুণ সুবুদ্ধি সুধীর।
যাহার মন্দিরে লক্ষ্মী তুমি আছ স্থির॥
তুমি গো বল্লভা দয়া নাহি কর যারে।
আছুক অন্যের কথা দারা নিন্দে তারে॥
তুমি সে ছাড়িলে গো অমর-জনে মরে।
দুর্ব্বাসার শাপেতে রাখিলা পুরন্দরে॥
তোমা ভক্তিহীন তরে বিফল জীবন।
কৃপা কর নরায়ণী লইনু শরণ॥
লক্ষ্মীগুণ-গাথা কবি শ্রীমুকুন্দ গায়।
ভকত জনেরে লক্ষ্মী হবে বরদায়॥

(৪)

শিববন্দনা।

পূরবী।

ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান, শোভেন বৃষভ-যান,
বন্দ ত্রিলোচন ত্রিপুরারি
জটায় জাহ্নবী স্থিতি, ভালে শোভে বসুমতী
বাসুকী-ভূষণ শূলধারী॥
শিঙ্গা সে ডমরুধারী, জিনি তনু রৌপ্যগিরি,
প্রসন্নবদন পদ্মাসন।
সুরাসুর আদি নর, যক্ষ রক্ষ নিশাচর,
সবে শিবে করয়ে পূজন॥
গলে দোলে অস্থিমাল, করে শোভে নৃ-কপাল,
সর্ব্ব-অঙ্গে বিভূতি ভূষণ।
কৃত্তাঙ্গ বার-বসনে, চিতায় পিশাচগণে,
সঙ্গে সহচর যক্ষগণ
সঙ্গেতে প্রমথগণ, নৃত্যগীত অনুক্ষণ,
অমঙ্গল শিবমহাশয়।
বর দেন যেই জনে, সেই ত্রিভুবন জিনে,
শিববরে থাকয়ে নির্ভয়॥
সমুদ্র-মন্থন-কালে, দহে বিষকালানলে,
ত্রিভুবন হয় বিনাশন
দেবতা করিলা স্তুতি, বিষ পিলা পশুপতি,
তবে রক্ষা পায় ত্রিভুবন॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

সাহিত্য ও সমালোচনা।

সাহিত্যিক সমালোচন দেশে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেকে ইহা আশাপ্রদ ও জ্ঞানপ্রদ মনে করেন। বঙ্কিম বাবুকে হেম বাবু "সাহিত্যরাজ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এই সাহিত্যরাজ 'প্রচার' প্রকাশের ভূমিকায় এবম্বিধ সাময়িক সাহিত্যের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। রমেশ বাবু 'বঙ্গবিজেতা' প্রকাশের পূর্ব্বে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশের কল্পনা করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন বাবুর যাহা বলিবার, তাহা 'বান্ধবেই' বলা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট সময় ও অর্থ থাকা সত্ত্বেও ইহার মোহিনী শক্তির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ হয় নাই। নবীন বাবুর বুঝি একখান বৃহৎ কাব্যই বা মাসিকে বাহির হয়। একদা মাসে মাসে কবিতাই বাহির হইতে লাগিল ; রাজকৃষ্ণ বাবুর "বীণা" বোধ হয় এখনও অনেকের স্মৃতিপথে থাকিবেক। এতদ্ভিন্ন, আরও কত সমালোচন-পত্র পতঙ্গবৎ উড়িয়া ফিরিয়া পুড়িয়া মরিয়াছে।

আধুনিক সাহিত্য-সংসারে এ জিনিসকে উপস্থিত করিল? কাহার মস্তিষ্ক সাধারণের এরূপ হিতের চিন্তায় আদৌ ব্যাপৃত হইয়াছিল? 'অনুসন্ধানে' ইহার একটু অনুসন্ধান কি প্রীতিপ্রদ হইবে না?

১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে চিন্তা-প্রসূতি ফ্রান্সভূমিতে সমালোচন-পত্রের জন্ম। প্যারী-পার্লেমেন্টের কাউন্সিলর 'ডেনিস্ ডি স্যাল্লো' (Denis De Sallo) সমালোচন-পত্রের পিতামহ। তাঁহার 'জর্ণাল ডেস্ স্কাভানস্' (Journal des Scavans) প্রথম সমালোচন পত্র। ইহা প্রকাশের পূর্ব্বে সম্পাদকের যে বড় বলবতী আশা ছিল, এরূপ বোধ হয় না। ইহা তাঁহার চাকরের নামেই প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু এক বৎসর অতীত না হইতেই, ইহার এমন আদর হইল যে, সমস্ত ইউরোপে অনুকরণ আরম্ভ হইল এবং অনেক ইউরোপীয় ভাষায় ইহা অনুবাদিত হইল। যেমন আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্র খ্যাত সমালোচক, তেমনি 'স্যাল্লো' (Sallo) ফ্রান্সে যশস্বী সমালোচক হইয়াছিলেন। তাঁহার সমালোচনায় তীব্র বিদ্রূপ নিহিত থাকিত। এজন্য অচিরে তাঁহাকে অনেকের কোপানলে পতিত হইতে হইল। অনেক আইন-প্রণেতা স্যাল্লোর সমালোচনায় অসন্তুষ্ট হইয়া এক দীর্ঘ প্রস্তাবে প্রমাণ করিতে বসিলেন যে, আইন-ব্যবসায়ীর আইন-ব্যবসায়ীকে নিন্দা করা অবিধি। যাঁহাদিগকে উকীলের বিরুদ্ধে এদেশে মোকদ্দমা করিতে হইয়াছে, তাঁহারা বোধ হয় উকীল-নিয়োগের সময় এতাদৃশ আপত্তির রসাস্বাদন করিয়া থাকিবেন। আবার কেহ কেহ বলিলেন, সমস্ত গ্রন্থকারের উপর এইরূপ একজন অত্যাচারীর সিংহাসন স্থাপিত করিয়া দেওয়া নির্দ্দয়তার একশেষ হইয়াছে। এইপ্রকার মক্ষিকাদংশনে বিরক্ত হইয়া, ফ্রান্সের বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনার সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পত্র তিন খণ্ড (volume) ভিন্ন আর বাহির হইল না।

'স্যাল্লোর' উত্তরাধিকারী 'আব্বে গোল্লোইস' (Abbe Gollois); তৎপরে খ্যাতনামা 'বেল' এবং 'লে-ক্লার্ক' (Bayle and Le-clerk) ফ্রান্সে

এই ক্ষেত্রে যশস্বী হইয়াছেন। গ্যাস্লোইস্ ১০, বেল ৩৬ এবং লে-ক্লার্ক ৮২ খণ্ড সাহিত্যিক সমালোচন রাখিয়া গিয়াছেন। ইতিবেত্তা গিবন (Gibbon), লে ক্লার্কের সমালোচন শিক্ষাপ্রদ ও প্রীতিপদ বলিয়া মনে করিতেন। বেলও অতি দক্ষতার সহিত স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। বেলের সমালোচন কিঞ্চিৎ বিদ্রূপাত্মক।

জর্ম্মানীতে এবং ইংলণ্ডেও সমালোচন-পত্রের আদি-সম্পাদক ফরাসী জাতি। 'বিবলিওথিকিউ জারমানিকিউ' এবং 'বিব্লিওথিকিউ ব্রিটানিকিউ' (Bibliotheque Germanique and Bibliotheque Britannique) উভয় সমালোচন-পত্রই ফরাসী পণ্ডিত দ্বারা পরিচালিত। ১৭২০ হইতে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫০ খণ্ডে উহার প্রথমখানি এবং ১৭৩৩ হইতে ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৮ খণ্ডে দ্বিতীয়খানি সম্পূর্ণ হইয়াছিল। লণ্ডনের 'জর্ণাল বিটানিকিউ' (Journal Britannique) নামক আর একখানি খ্যাত প্রাচীন সমালোচন-পত্রও জনৈক লণ্ডনবাসী বিদেশী চিকিৎসক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। তাঁহার নাম ডাক্তার মাটী (Dr. Maty) ইতিবেত্তা গিবন ইহাঁর নিকট অনেকাংশে ঋণী। ইংরেজ-লিখিত প্রথম ইংরেজী-পত্র 'মন্থলি রিভিউ' (Monthly Review) ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রথমে বাহির হয়।

২২৯ বৎসরে পৃথিবীতে এই সকল পত্র দ্বারা সাহিত্যক্ষেত্রে কি যুগান্তরই উপস্থিত হইয়াছে! ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি সকলই ইহার আলোচনার অধীন হইয়াছে। লেখক ও পাঠক উভয়ে কৌতূহলের সহিত ইহার সেবায় রত। অল্পব্যয়ে ও অনায়াসে উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ হইতেছে। বর্ত্তমান যুগের সমালোচন-পত্র এক বিশেষত্ব।

বঙ্গদেশে যে সকল সমালোচন-পত্র বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব নবজীবন ও প্রচার সুখ্যাতির সহিত পরিচালিত হইয়াছিল; কিন্তু একখানিও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ইহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া, কেহ কেহ পাঠকবর্গের দোষ-ঘোষণা করিয়াছেন। পাঠকেরা অনেকে কাগজ লইয়া মূল্য প্রেরণ করেন নাই—এই অপবাদ সর্ব্বত্র শুনিতে পাই। এ অপবাদ হইতে যে বঙ্গদেশের পাঠক সকলেই মুক্ত, এ কথা বলিতেছি না। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উপরোক্ত খ্যাত সমালোচন-পত্রগুলি উঠিয়া যাওয়ার অন্যতম কারণও আছে। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হস্তে ভারতী, নব্যভারত ও অনুসন্ধান দীর্ঘায়ুর পরিচয় দিতেছে। এস্থলে লর্ড বিকন্সফিল্ডের পিতা আইজাক ডিস্‌রেলীর উপদেশ-বাক্য বোধ হয় একটু উপকারজনক হইতে পারে। তিনি বলেন,—

"It is impossible to form a literary journal in a manner such as might be wished, it must be the work of many of different tempers and talents. An individual, however versatile and extensive his genius, would soon be exhausted. * * A prospect always extending as we proceed, the frequent novelty of the matter the pride of considering oneself as the arbiter of literature animate a journalist at the commencement of his career; but the literary Hercules becomes fatigued; and to supply his craving pages he gives copies extracts till the journal becomes tedious or fails in variety."—Curiosities of literature, Vol. I., page 16.

"কিরূপে চালাইলে একখানি সাহিত্যিক পত্র অভীপ্সিতরূপে চলিবে, নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন; তবে ইহা ভিন্ন ভিন্ন রুচির ও ভিন্ন ভিন্ন শক্তিশালী ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হওয়া আবশ্যক, ইহা নিশ্চিত। প্রতিভা যতই কেন সর্ব্বতোমুখী হউক না, অচিরেই শ্রান্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। * * *। প্রথমে কার্য্যক্ষেত্রের প্রসারের আশা, বিষয়ের নূতনত্ব এবং সাহিত্য-জগতে একাধিপত্য করিব বলিয়া মনের অহঙ্কার ইত্যাদি বিষয়ই কার্য্যারম্ভের সময় সম্পাদককে উত্তেজিত করে। কিন্তু ক্রমেই তাঁহাকে অবসন্ন হইতে হয় এবং শেষে যেন-তেন প্রকারে কাগজ চালাইতে হয়। ইহাতে লোকের বিরক্তি না হইবে কেন?"

আমরা যে সকল বঙ্গীয় পত্রের নাম করিলাম, তাহার অনেকই যে এই কারণে গতায়ু, এবিষয় কি সন্দেহ আছে? কেন 'বঙ্গদর্শন,' কেন 'নবজীবন,' কেন 'প্রচারের' প্রচার বন্ধ হইল? 'বান্ধব' কেন উঠিয়া গেল? ইহাদের সম্পাদকেরা ত সাহিত্য-ক্ষেত্রের হরকুলীশ!

সমালোচন-পত্রের সম্পাদক কিরূপ হইলে চলিতে পারে, তদ্বিষয়ও একটী উপদেশ-বাক্য এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম ;—

"He (a perfect journalist) must be tolerably acquanited with the subjects on: no *common* acquirement! He must possess the *literary history of his own times*, a science which Fontenelle observes is almost distinct from any other. It is the result of an actue curiosity which takes a timely interest in the tastes and pursuits of the age while it saves the journalist from some ridiculous blunders.

"মাসিক পত্রের সম্পাদকের লিখিতব্য বিষয়ে অন্ততঃ মধ্যমরকমেরও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এ বড় সহজ কথা নহে। তাঁহার সমসাময়িক সাহিত্যের ইতিহাস থাকা আবশ্যক। ফণ্টেনেলের মতে সাহিত্যিক বিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞান হইতে পৃথক। ইহার বলে সময়ের রুচি ও প্রবৃত্তির গতি কৌতূহলের সহিত অবধারিত হয় এবং হাস্যজনক ভ্রমপ্রমাদ হইতে সম্পাদক মুক্ত হইয়া থাকেন।'

এক্ষণে পাঠকেরা অনুমান করুন, আমাদের কোন্ মাসিকখানি দীর্ঘজীবী হইবেক? বোধ হয় অনেকে ইহা স্বীকার করিতে পারেন যে, বিষয়ের বহুত্বে ও নূতনত্বে "নব্যভারত' ও "অনুসন্ধান" কাহারও নিকট হীন নহে। ইহাতে অনেক নূতন নূতন লেখকেরও নাম পাওয়া যাইতেছে। ইহাও নূতনত্ব রক্ষার এক উপায়। ডিস্‌রেলী সাহেব এতাদৃশ পত্রের দীর্ঘজীবনের জন্য প্রবন্ধ লেখকগণের পরিবর্ত্তনের প্রস্তাবও করিয়াছেন। কোন এক নির্দ্দিষ্ট মত সমর্থন করিতে যে কাগজের জন্ম, বর্ণভেদ-প্রধান দেশে তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অধিক আশা নাই।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

হিন্দুর জ্যোতিষ।

পূর্ব্ব প্রস্তাবের শেষভাগে যে অধিমাস শব্দের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহারই বিষয় একটু বিশদ করিয়া বলা যাইতেছে। পঞ্জিকায় দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, প্রত্যেক সৌরমাসের মধ্যে সেই নামের একটি চান্দ্রমাস আরম্ভ হইয়া তাহার পর মাসে শেষ হয়। উহাই মুখ্য চান্দ্র নামে খ্যাত। উহা অমাবস্যার শেষ হইলেই আরম্ভ হইয়া পর অমাবস্যায় শেষ হয়। পূর্ণিমার শেষ হইতে অর্থাৎ কৃষ্ণা-প্রতিপদ হইতে তৎপর পূর্ণিমা পর্য্যন্তও আর একবিধ চান্দ্রমাস গণনা করা হয়। উহা গৌণচান্দ্র নামে খ্যাত।

ত্রিশ তিথিতেই এক চান্দ্রমাস। সুতরাং ত্রিশ চান্দ্রদিন উহার পরিমাণ হইলেও, উহার পরিমাণ যে যথার্থ ত্রিশ দিন নহে, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক দেখা যায় না।

যদি কখনও ঘটে যে কোন মাসের মধ্যে একটি চান্দ্রমাস আরব্ধ হইয়া সেইটি শেষ হয় ও আবার আর এক চান্দ্রমাস আরব্ধ হয়, তাহাহইলে যেটি আরব্ধ হইয়া শেষ হইবে, সেইটি মলমাস বা অধিমাস নামে কথিত হইয়া থাকে। ঐ অধিমাসের পর আবার সেই নামেই এক চান্দ্রমাস আরম্ভ করা হইয়া থাকে।

উদাহরণ। কোন বৎসর (সন ১৩০০ সালে) ১লা আষাঢ় বেলা ১১টা ৪৬ মিনিট ৩৬ সেকেণ্ডের সময় মুখ্য চান্দ্রজ্যৈষ্ঠ শেষ হইয়া মুখ্য চান্দ্র আষাঢ় আরম্ভ হইল। ঐ চান্দ্র আষাঢ় যদি শ্রাবণ মাসে অত্যল্প কালও থাকিত, তাহা হইলে ঐ মাস মলমাস হইত না। কিন্তু তাহা না হইয়া ৩০এ আষাঢ় রাত্রি ৬টা ৫৫ মিনিট ৪৭ সেকেণ্ড সময়ে সমাপ্ত হইয়াছে। কাজেই উহা মলমাস বা অধিমাস নামে গণিত হইয়া ঐ ৬টা ৫৫মিনিট ৪৭সেকেণ্ডের পর হইতে আবার শুদ্ধ মুখ্য চান্দ্র আষাঢ়ই গণিত হইতে আরম্ভ হইল। এরূপ না করিয়া যদি ঐ সময় হইতে মুখ্য চান্দ্রশ্রাবণ গণিত হইত, তাহা হইলে যে সকল পর্ব্বাহ চান্দ্রমাস অনুসারে সম্পন্ন করা হয়, তাহা মহরম প্রভৃতি পর্ব্বের মত প্রতি বৎসর এক এক মাস অগ্রসর হইত। অধিক কি, দুর্গোৎসব ১৩০১ সালের ২০এ আশ্বিন আরম্ভ না হইয়া ২১এ ভাদ্র আরম্ভ হইত। এইজন্যই অধিমাসের প্রয়োজন

"সাবনাহানি চান্দ্রেভ্যো
দ্যুভ্যোঃ প্রোজ্ঝ্য তিথিক্ষয়াঃ।
উদয়াদুদয়ং ভানোঃ
ভূমিসাবনবাসরাঃ ॥ ৩৬ ॥"

সাবনদিন হইতে চান্দ্রদিন সংখ্যা বাদ দিলে তিথি ক্ষয় পাওয়া যায়। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যে কাল, তাহাকে ভৌমসাবন দিন* কহে ॥৩৬॥

* সাধারণতঃ সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সাবন দিন গণিত হইলেও, অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্তই গণিবার রীতি শাস্ত্রে আছে। সে বিষয় স্থানান্তরে লিখিত হইবে।

বসুদ্ব্যষ্টাদ্রিরূপাঙ্ক-
সপ্তাদ্রিতিথয়ো যুগে
চান্দ্রাঃ খাষ্টখখব্যোম-
খাগিখর্ত্তুনিশাকরাঃ ॥৩৭॥

এক মহাযুগে ১৫৭৭৯১৭৮২৮ সাবনদিন এবং ১৬০৩০০০০৮০ চান্দ্রদিন হইয়া থাকে ॥৩৭॥

ষড়্‌বহ্নিত্রিহুতাশাঙ্ক-
তিথয়শ্চাধিমাসকাঃ।
তিথিক্ষয়া যমার্থাশ্বি-
দ্ব্যষ্ট ব্যোমশরাশ্বিনঃ ॥৩৮॥

এবং ১৫৯৩৩৩৬ অধিমাস ও ২৫০৮২২৫২ তিথিক্ষয় হইয়া থাকে ॥৩৮॥

প্রথমতঃ অঙ্ক কসিবার সঙ্কেত নির্দ্দেশ করিয়া তাহার ফলগুলিও শ্লোকবদ্ধ করিয়া দিবার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ সকল শ্লোক কণ্ঠস্থ থাকিলে অনেক স্থলে গণনার সুবিধা হয়।

খচতুষ্কসমুদ্রাষ্ট-
কুপঞ্চরবিমাসকাঃ।
ভবন্তি ভোদয়া ভানু
ভগণৈরূনিতাঃ কুহাঃ ॥৩৯॥

এক মহাযুগে সৌরমাস সংখ্যা ৫১৮৪০০০০ পূর্ব্বকথিত নাক্ষত্রদিন হইতে সূর্য্যের ভগণ বাদ দিলে ভৌমদিন পাওয়া যায়।

অধিমাসোনরাত্রার্ক্ষ-
চান্দ্রসাবনবাসরাঃ।
এতে সহস্রগুণিতাঃ
কল্পে স্যুর্ভগণাদয়ঃ ॥৪০॥

এক মহাযুগের অধিমাসাদির পরিমাণকে সহস্র গুণিত করিলে এক কল্পের অধিমাসাদি হইয়া থাকে ॥৪০॥

প্রাগগতেঃ সূর্য্যমন্দস্য
কল্পে সপ্তাষ্ট বহ্নয়ঃ।
কৌজস্য বেদখযমা
বৌধস্যাষ্টর্ত্ত বহ্নয়ঃ ॥৪১॥
খখরন্ধ্রাণি জৈবস্য
শৌক্রস্যার্থ গুণেষবঃ।
গোহগ্নয়ঃ শনিমন্দস্য
পাতানামথ বামতঃ ॥৪২॥
মনুদস্রাস্তু কৌজস্য
বৌধস্যাষ্টাষ্টসাগরাঃ।
কৃতাদ্রি চন্দ্রা জৈবস্য
ত্রিখাঙ্কাশ্চ ভৃগোস্তথা ॥৪৩॥
শনিপাতস্য ভগণাঃ
কল্পে যমরসর্ত্তবঃ।
ভগণাঃ পূর্ব্বমেবাত্র
প্রোক্তাশ্চান্দ্রোচ্চ পাতয়োঃ ॥৪৪॥

এককল্পে সূর্য্যের মন্দোচ্চ ভগণ ৩৮৭, মঙ্গলের ২০৪, বুধের ৩৬৮, গুরুর ৯০০, শুক্রের ৫৩৫, শনির ৩৯, মঙ্গলের পাতভগণ ২১৪, বুধের ৪৮৮, গুরুর ১৭৪, শুক্রের ৯০৩, শনির ৬৬২ বুঝিতে হইবে। চন্দ্রের উচ্চ ও পাতের ভগণ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এই পাতের ভগণ পশ্চিম গতি বা বক্র ॥৪১-৪৪॥

নিরুপমা।

অষ্টম অধ্যায়।

মালতীপুর গ্রামের মধ্যে শাদা ধপ্‌ধপে একটা বাড়ী; সেই বাটীর মধ্যে একটী প্রকোষ্ঠ অতি সুসজ্জিত। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইয়াছে; মালতীপুরে আর জনমানবের সাড়া নাই, কেবল মাঝে মাঝে চৌকীদারের হৈ-হৈ শব্দ শুনা যাইতেছে। ব্যোমকেশ সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ মধ্যে একখানি পর্য্যঙ্কের উপর শয়ন করিয়া; আর তাহার নিকটে সম্পূর্ণ-যৌবনা একটা স্ত্রীলোক—মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

ব্যোমকেশ যেদিন প্রথম মালতীপুর আইসে, সেইদিন অশ্বত্থমূলে বসিয়া যে যুবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল, এ পাপীষ্ঠা সেই—নাম মদনমঞ্জরী। ব্যোমকেশ যেমন রূপের ভিখারী, এও তেমনি সৌন্দর্য্যভিখারিণী। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে হতভাগিনী আপনার অন্তরের অদম্য পাপস্পৃহা পূর্ণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেছিল; সেদিন যেমন ব্যোমকেশের মনোমোহন মূর্ত্তিটী চক্ষুর উপর পড়িয়াছিল, অমনি পাপীয়সী আপনার মনোপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল, ব্যোমকেশও তাহাকে আপনার হৃদয়-সিংহাসনে স্থান দিয়াছিল; বিধাতার জোটা-জোট, এখন সেই মণিকাঞ্চন শুভ-সংযোগ হইয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশকে যদি মালতীপুর ছাড়িয়া অন্যস্থানে যাইতে হইত, তাহা হইলে বোধ হয় এ মিলন হইত না। দেওয়ানজীর অনুকম্পায় প্রথম চাকরীতে নিযুক্ত হইয়া সে আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল; তাহার সচ্চরিত্রতা এবং কর্ম্মদক্ষতা-বিষয়ে যথেষ্ট প্রশংসা হইতে লাগিল; ম্যানেজার সাহেব তাহার কাজ-কর্ম্ম দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া নূতন এক সহকারী দেওয়ানের পদ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে সেই কাজে নিযুক্ত করিলেন। মদনমঞ্জরীকে প্রথম যেদিন দেখিয়াছিল, তাহার পরদিনই সে তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছিল; প্রথম বৎসর কার্য্যের উৎসাহে তাহার হৃদয়ে অন্য কোন চিন্তাই স্থান পায় নাই।

দ্বিতীয় বর্ষে তাহার এমনি কতকগুলি কুসঙ্গ জুটিল যে, সংসর্গে ও উত্তেজনায় আপনার চরিত্র বজায় রাখিতে পারিল না। একে যৌবনের প্রবল উচ্ছ্বাস, তাহার উপর কুসংসর্গ উপস্থিত হইয়া তাহাকে বিপথে চালিত করিল। এদিকে মদনমঞ্জরীও ব্যোমকেশকে মালতীপুরে অবস্থান করিতে দেখিয়া অবধি, তাহার ভালবাসা লাভ করিবার জন্য উগ্রকাঙ্ক্ষায় হইয়া উঠিল; কত প্রেমলিপি, কত প্রেম-উপহার, পাপ-পথের সাহায্যকারিণী পাপীষ্ঠা দূতীদিগের দ্বারা, ব্যোমকেশের নিকট পাঠাইতে লাগিল। একে ব্যোমকেশ ভালবাসা ও সৌন্দর্য্যের জন্য লালায়িত ছিল, তাহার উপর সঙ্গদোষ-হেতু তাহার অন্তঃকরণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। আর সে বিধবা, সুরসিকা, সুন্দরী এবং অভিভাবকহীনা মদনমঞ্জরীকে উপেক্ষা করিতে পারিল না; ভবিষ্যৎ ভুলিয়া, আপনার প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া,

নিরুপমার অশ্রুঅভিষিক্ত মুখখানি ভুলিয়া, মদনমুঞ্জরীর সেই কলুষিত রূপ সাগরে ঝাঁপ দিল— পাপীয়সীও আপন নারীধর্ম্ম চরণে দলিত করিয়া জীবনপ্লাবিনী পাপস্রোতে গা ঢালিয়া দিল।

প্রথম প্রথম লোকলজ্জা ও কলঙ্ক-ভয়ে দেখা-সাক্ষাৎ অতি সংগোপনেই হইত। কিন্তু পাপ কখন গোপন থাকে না, ক্রমে এই কথা লইয়া লোকে কানাকানি করিতে লাগিল। কথাটা যখন একটু উচ্চ হইল, তখন মদনমুঞ্জরীর দুই-একজন আত্মীয় তাহাকে শাসন করিবার নানা-প্রকার চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না। ব্যোমকেশেরও পাপ ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া পড়িল; লজ্জার গ্রন্থী ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িতে লাগিল; চক্ষুর আবরণ ক্রমে সরিয়া পড়িতে লাগিল। এখন আর কিছুমাত্র আবরণ নাই, ব্যোমকেশ অবাধে এখন তাহার বাটীতে যাতায়াত করিতেছে, অকুণ্ঠিত-চিত্তে স্ত্রীপুরুষের ন্যায় সেই পাপীষ্ঠা-সংসর্গে কালাতিপাত করিতেছে। ব্যোম-কেশ যে প্রতিজ্ঞা করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিল, সে প্রতিজ্ঞা এখন প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। অর্থ যথেষ্ট উপার্জ্জন করি-তেছে, কিন্তু সমুদায়ই সেই মদনমুঞ্জরীর কর-তলগত হইতেছে। এখনও তাহার সে অভিমান, সাহস, দম্ভ, সহৃদয়তা সকলই বিদ্য-মান রহিয়াছে; কেবল রূপের কাঙ্গাল, সৌন্দর্য্য পাইয়া নিরুপমার সে অশ্রু-অভিষিক্ত মুখখানি ভুলিয়া গিয়াছে।

নিশীথ সময়ে সেই প্রকোষ্ঠ-মধ্যে দুই জনে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। মদনমুঞ্জরীর প্রতি কথাতেই সোহাগ-ভালবাসা যেন গড়া-ইয়া পড়িতেছিল, আর ভ্রান্ত ব্যোমকেশ ভাবি-তেছিল—জগতে বুঝি আর কাহারও এমন ভালবাসা নাই, এমন নিঃস্বার্থ প্রেম বুঝি পৃথিবী খুঁজিলে মিলে না।

মদনমুঞ্জরী বলিল,—"বল দেখি, কেন তোমাকে এত ভালবাসি?"

ব্যোমকেশ।—কেমন ক'রে ব'লবো? তোমার মন বোধ হয় কেবল ভালবাসাময়, তাই ভালবাস।

মদনমুঞ্জরী।—না, কেবল তা নয়। তোমার এই হাসিটুকু দেখে কেবল ভালবাসি। এই হাসিটুকুর জন্য আমি সব ছেড়েছি।

ব্যোমকেশ।—আর আমি কি তোমাকে ভালবাসি না?

মদনমুঞ্জরী।—তা আমি ব'লছি না; তুমি ভালবাস আর না বাস, আমি তোমাকে ভাল বাস্‌বো; তুমি আমাকে দূর ক'রে দাও, একশ-বার লাথি মার, আমি দেশে দেশে ভিক্ষা ক'রে বেড়াব, আর তোমাকে ভালবাস্‌বো।

ব্যোমকেশ।—আমিও এই বিধুমুখখানি জীবনে-মরণে প্রাণে-প্রাণে গেঁথে রাখবো।

মদনমুঞ্জরী।—ঈঃ—তা আর হ'তেহয় না! জানি, তোমার মন যেমন; তোমরা ত ভোমরা, হতভাগিনীরাই কেবল কেঁদে কেঁদে মরে; তোমরা কি চেয়ে দেখ?

ব্যোমকেশ।—তবে তুমি আমাকে অবি-শ্বাস কর।

মদনমুঞ্জরী।—তোমাকে অবিশ্বাস করি না; তোমাদের পুরুষ-জা'তকে করি। মনে ক'রে দেখ দেখি—সেই প্রথম দিন! তুমি গাছতলায় শুয়ে, আমি তোমাকে দে'খ্‌লাম আর মন-প্রাণ সঁপে দিলাম! তুমি কি তা পার্‌লে? তুমি আমার পানে কতবার চেয়ে দেখ্‌লে; শেষে বুঝি ভাল লাগ্‌ল না, তাই উঠে চ'লে গেলে।

ব্যোমকেশ।—না মদন! তুমি সেটা ভুল

বুঝেছ; আমিও তখনই তোমাকে আমার যা-কিছু সমর্পণ ক'রেছি। উঠে গিয়েছিলাম বটে; কিন্তু সে যে কত কষ্টে, তা আর কি বলবো? সেইদিন থেকে আমি তোমার জন্য যেন পাগলের মত হ'য়েছিলাম।

মদনমুঞ্জরী।—আচ্ছা, তার পর যদি আর দেখা না হ'ত?

ব্যোমকেশ।—তা হ'লে চিরকাল তোমাকে মনে ক'রে কাঁদতে হ'ত।

মদনমুঞ্জরী।—নাও—আর এত ভালবাসায় কাজ নাই। তোমার মন আমি বেশ বুঝেছি। আমার প্রতি যদি এতই ভালবাসা, তবে গিন্নী আনতে আবার নৌকা পাঠালে কেন?

ব্যোমকেশ।—ওঃ! তুমি এটাও ভুল বুঝেছ, এর মধ্যে অনেক কথা আছে।

মদনমুঞ্জরী।—তা ব'লতে হবে কেন? আমি সে কথা বুঝেছি।

ব্যোমকেশ।—না—না, রাগ কর না; বলি শোননা, শুনলেই বুঝতে পারবে এখন। প্রথম, ভাত রাঁধবার জন্য একটা বামুনকে অকারণে মাসে মাসে পাঁচ টাকা ক'রে দিতে হ'চ্ছে; দ্বিতীয়তঃ—এখানে আসি ব'লে দেওয়ানজী আমার উপর বড় চ'টে আছেন; শুনলাম, সাহেবকেও নাকি একথা ব'লেছেন; তাই পরিবার নিয়ে এসে মধ্যে একটা বাঁধ দেওয়া।

মদনমুঞ্জরী।—আচ্ছা, তা না হয় হ'ল, একটা কথা সত্যি করে বল দেখি, সে এলে আমার কাছে আসবে ত?—না সে চাঁদমুখ দেখে সব ভুলে যাবে?

ব্যোমকেশ।— দে'খতেই পাবে। এখন মুখে বলা—সেটা কেবল বেশীর ভাগ। আমি ত তাঁকে দুইচক্ষে দেখতে পারিনে।

মদনমুঞ্জরী।—তা দেখতেই পাব। হাঁ—হাঁ, ভাল একটা কথা মনে হ'ল; সেই যে অনন্তের কথা ব'লেছিলে, তার কি ক'রলে?

ব্যোমকেশ।—সে'ত গড়াতে দিয়ে রেখেছি, দুপাঁচ দিনের মধ্যেই হবে। নূতন অনন্ত এলে ও পুরাণ যোড়াটা কি করবে?

মদনমুঞ্জরী।—কেন? তুলে রা'খবো। দু যোড়া কি থাকতে নাই?

ব্যোমকেশ।—তা আর থাকবে না কেন?

মদনমুঞ্জরী।—তবে আর তা জিজ্ঞেসা কেন? আর আমার বেগুনফুলের যে নীলাম্বরী কিনে দেব ব'লেছিলে, তার কি হ'ল?

ব্যোমকেশ।—ঐ যা! ওটা ত মনেই ছিল না! আচ্ছা, কালসকালেই এনে দেব।

মদনমুঞ্জরী।—শুধু বেগুনফুলকে দিলে হবে না; তার বোনের একটী মেয়ে আছে, তাকেও একখানা দিতে হবে।

ব্যোমকেশ।—সত্যি নাকি! তবে ত দেখছি, অনেক টাকার কাজ।

মদনমুঞ্জরী।—এই নাও; আমি একটা কিছু বললেই যদি অনেক টাকার কাজ হ'য়ে দাঁড়ায় মনে কর, তবে দিও না।

ব্যোমকেশ।—ছি ছি, রাগ কর কেন? আমি কি দেবনা ব'লছি, ? কা'ল সকালে এনে দিলেই ত হ'ল।

মদনমুঞ্জরী।—আচ্ছা, তাই দিও—দিও। কেবল কাপড় দিলে ত হবে না, তার সঙ্গে গঙ্গেশও দুটাকার দিতে হবে।

ব্যোমকেশ।—আচ্ছা, তাও দেওয়া যাবে।

মদনমুঞ্জরী।—আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এইবার বেশ বুঝে-শুঝে উত্তর দিও।

ব্যোমকেশ।—কি, বল?

মদনমুঞ্জরী।—আমি যদি মরি?

ব্যোমকেশ।—উঃ—ও কথা ব'ল না, ব'ল না; তাহলে আমার বুক ফেটে যাবে।

মদনমুঞ্জরী অমনি ব্যোমকেশের বুকের উপর মুখখানি লুকাইল। ব্যোমকেশ ত্রিভুবন খুঁজিল; মদনমুঞ্জরীর তুলনা পাইল না।

নবম অধ্যায়।

নিরুপমা যখন নৌকায় চড়িয়া মালতীপুর আসিতেছিল, তখন সে ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিল—"সেখানে গিয়া পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিব—আর আমাকে নয়নের অন্তর করিও না।" কিন্তু মালতীপুর আসিয়া, স্বামীর মুখপানে চাহিয়া আহ্লাদে সে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে; অনেক দিনান্তে দেখা-সাক্ষাতের পর প্রথম যে লজ্জা—সে লজ্জা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে, সেইজন্য সে তাহার মনের কথাটি প্রকাশ করিতে পারে নাই।

নিরুপমা আজ ছয় মাস মালতীপুর আসিয়াছে; কিন্তু কৈ, তাহার একটী আশাও ত পূর্ণ হয় নাই! জুড়াইবার জন্য যাঁহার কাছে আসিয়াছে কৈ, তাঁর সোহাগ তো পায় নাই? সাধ্বী-প্রাণ স্বামীর কাছে যাহা চায়, নিরুপমাও তো তাহা চায়; তবে সে তাহা পায় না কেন? সে স্বামীর সুখের জন্য প্রাণ দিতে পারে; সে মরিলে ব্যোমকেশ যদি সুখী হয়, তবে তাহার হৃদয় চিরিয়া প্রাণটুকু বাহির করিয়া লয়-না কেন?

ব্যোমকেশ বাহিরে অমায়িক, বন্ধুপ্রেমিক, পরোপকারী, দয়ালু; কিন্তু নিরুপমার কাছে আসিলেই তত কঠোর হয় কেন? পরের দুঃখ দেখিলে ব্যোমকেশের হৃদয় ব্যথিত হয়, কিন্তু নিরুপমার দুঃখ সে বুঝে না কেন? নিরুপমাও তো পর অপেক্ষা পর, তবে তাহার নয়ন-জলে ব্যোমকেশের কঠিন হৃদয় আর্দ্র হয় না কেন?

ব্যোমকেশ মদনমুঞ্জরীর নিকট বলিয়াছিল যে, কেবল ভাত রাঁধিবার জন্য আর দেওয়ানজীর মন রাখিবার জন্য নিরুপমাকে লইয়া আসিতেছে। সেটা কিন্তু তাহার মনোগত অভিপ্রায় নহে; সেও কেবল মন-রাখা কথা মাত্র; কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যোমকেশ ধর্ম্মপত্নী প্রতিপালন কর্ত্তব্য বলিয়াই নিরুপমাকে আনিতে পাঠাইয়াছিল। যখন আনিতে পাঠাইয়াছিল, তখন তাহারও মনে আশা ছিল,—এইবার আনিয়া সুখে দুইজনে গৃহস্থালী পাতাইব; কিন্তু চিরদুঃখিনী নিরুপমার কপালে সে সুখ ঘটিবে কেন?

নিরুপমা যেদিন মালতীপুর আসে, সেদিন শয্যাপার্শ্বে স্বামীকে দেখিয়া আপনাকে পৃথিবীর অধীশ্বরী অপেক্ষাও সুখী মনে করিয়াছিল। কিন্তু সে তো মদনমুঞ্জরী নহে সে তেমন হাবভাব কোথায় পাইবে? তেমন সুচিকন চাহনী, সে মনভুলান হাসি, কোথায় পাইবে? দেবতার দেবতা যে স্বামী, তাহাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিবে, তাহাই ভাবিয়া সে আকুল! সে মদনমুঞ্জরীর মত কপট ভালবাসার কথা কোথায় পাইবে? ব্যোমকেশ সেই সকলই চায়; রূপে যে অন্ধ সে কি প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে? ব্যোমকেশ নিরুপমার পার্শ্বে গিয়া সে সুখ পায় নাই। নিরুপমা তাহার জীবনের জীবনে চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়াছে; তেমনি সঙ্কুচিতভাবে, তেমনি সুন্দর অন্তরে, তেমনি সলজ্জনয়নে, স্বামীপার্শ্বে দাঁড়াইয়া অতুল সুখ অনুভব করিয়াছে, ব্যোমকেশ যে দুই-একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে, অতি মৃদুভাবে তাহার সরল উত্তর দিয়াছে। ব্যোমকেশ সেইসকল দেখিয়া শুনিয়া স্থির করিয়াছে, নিরুপমা মদনমুঞ্জরীর দাসীর যোগ্যা নয়! সে তেমন ভালবাসা কোথায় পাইবে?

সেই প্রথম সাক্ষাতের দিন নিরুপমা যে দুই একটা মৃদু কথা শুনিয়াছিল, তাহার পর আর তাহার ভাগ্যে সে সুখ ঘটে নাই। শয্যাপার্শ্বে স্বামীকে প্রায় প্রতিদিনই দেখিতে পায়, কিন্তু কথাবার্ত্তা বড়-একটা হয় না, অধিকাংশ দিনই দুইজনে শয্যার দুইপার্শ্বে শয়ন করিয়া সমস্ত রজনী যাপন করে। ব্যথার ব্যথী কে আছে, নিরুপমা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে—কেন এমন হয়?

এত কষ্ট—তবু নিরুপমা একটী দিনের জন্যও স্বামীর দোষ ইহা মনে করিতে পারে না; সে ভাবে—আমি হয় তো কোন দোষ করিয়াছি, তাই স্বামী দেখিতে পারেন না। কিন্তু কি যে দোষ, তাহা সে খুঁজিয়া পায় না। কত জনের মুখে মদনমঞ্জরীর নাম শুনিতে পায়, তাহার বুক ফাটিয়া যায়, কিন্তু ভয়ে কখন সে নিজে সে কথা উচ্চারণ করে না।

এখন ব্যোমকেশ যখনই বাসায় আসে, তখনই যেন অপ্রসন্ন, রাগান্বিত! আবার বাহির হইলেই হাস্যবদন, প্রসন্নচিত্ত! নিরুপমা কত যত্নে রন্ধন করে, মনে কতখানা ভাবিতে ভাবিতে স্বামীর সম্মুখে অন্নব্যঞ্জনের থালা দিয়া আসে; একটু যদি মন্দ হয়, ব্যোমকেশের ক্রোধের পরিসীমা থাকে না, সে অন্নব্যঞ্জনের থালা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ক্রোধভরে বাহির হইয়া যায়; হয় ত আর সমস্ত দিন ফিরিয়া আসে না, কি করিবে—সুশীলা সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়।

স্বামীর কাছে অবলার যেটুকু স্বাধীনতা, নিরুপমার সে স্বাধীনতা নাই। স্বামীর স্বভাবের দিকে লক্ষ্য করিয়া করিয়া এখন তাহার হৃদয়ের এমনি একটা ভাব দাঁড়াইয়াছে, যে, সে নিজের ইচ্ছায় কিছুই করিতে পারে না; পরের বাড়ীতে, পরের কাছে, অতি-পর যেমন-ভাবে থাকে, নিরুপমাকেও ঠিক্ তেমনিভাবে থাকিতে হইয়াছে। তবে প্রথম প্রথম আসিয়া তাহার যতটা কষ্ট হইত, এখন আর ততটা হয় না, সহিয়া সহিয়া হৃদয় খাতসহ হইয়াছে।

বর্ষাকালে একদিন বড়ই দুর্য্যোগ আরম্ভ হইয়াছে। সমস্ত আকাশ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন। সন্ধ্যাকাল হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, চারিদিক নিবিড় অন্ধকার। থাকিয়া থাকিয়া নিবিড় বিদ্যুল্লতা প্রকাশ পাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ মেঘগর্জ্জন শ্রুত হইতেছে, ক্রমে রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর নিরুপমা একাকিনী আপনার বাসায় রন্ধনঘরে বসিয়া রহিয়াছে—তাহার রন্ধন-কার্য্য অনেকক্ষণ শেষ হইয়াছে, কেবল ব্যোমকেশ এখন পর্য্যন্ত আসে নাই বলিয়া তাহাকে জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইয়াছে; নিকটে কেহ নাই, মনুষ্যের শব্দমাত্রও নাই, কেবল অন্ধকারের ভিতর বৃষ্টিপতনের ঝমঝম্ শব্দ। গৃহের মধ্যে প্রদীপ জ্বলিতেছে; সে সেই প্রদীপের নিকট বসিয়া আপনার শৈশবের সুখের কথাগুলি একটী একটী করিয়া মনে করিতেছে। সে যখন ছোটবেলায় মায়ের কাছে থাকিত, তখন এক একদিন এমনি বর্ষা হইত, বর্ষার সময় সে কত কি ফুলের গাছ আনিয়া বাটীর ভিতর লাগাইয়া দিত; একবার তাহার লাগান গাছে ফুল ফুটিয়াছিল, সে সেই ফুল দিয়া 'পুণ্যিপুকুর' পূজা করিয়াছিল। আর একবার এমনি বর্ষা হইয়াছিল, সেইবার সে একদিন সন্ধ্যার সময় তাহার 'গঙ্গাজলদের' বাটী বেড়াইতে গিয়াছিল, তাহাদের বাটীর কাছে তালের গাছ, সেই গাছ হইতে তাল পড়িলে তাহারা দুইজনে অন্ধকারে খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাল কুড়াইয়া আনিয়াছিল; তাহার পর কত রাত্রি হইল, অন্ধকারে আর বাড়ী যাইতে

পারে না, অনেক রাত্রিতে তাহার পিতা আসিয়া তবে বাটী লইয়া গেলেন। শৈশবের এমনি কত কি সুখস্মৃতি তাহার মনোমধ্যে উদিত হইতেছে ; এক একটী সুখের চিন্তা ফুরাইয়া যাইতেছে, অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটী দীর্ঘনিশ্বাস প'ড়তেছে ; এক একবার বাহিরে যখন বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, তখন সত্রাস-দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিতেছে, গাঢ় অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু দেখিতে না পাইয়া তাহার বড় ভয় লাগিতেছে। নিদ্রা তাহার নয়নে আর বড় আসে না, সে এখন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া থাকিতে পারে।

সহসা খট্ করিয়া বহির্দ্বারে শব্দ হইল। নিরুপমা বুঝিল—তাহার স্বামী আসিয়াছে, অমনি শশব্যস্তে উঠিয়া প্রদীপ-হস্তে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্যোমকেশ সেদিক-পানে ফিরিয়াও চাহিল না, নীরবে আপনার শয়নগৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। নিরুপমা ভাবিল—বোধ হয় কোন কাজ আছে; আরও সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল, কিন্তু ব্যোমকেশ আসিল না। তখন, কারণ জানিবার জন্য, অতি ভয়ে ভয়ে, সেও গিয়া শয়নগৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল, দেখিল—ব্যোমকেশ শয্যার উপর শয়ন করিয়াছে। 'বুঝি কোন অসুখ হইয়াছে'—এই ভাবিয়া, তাহার আরও একটু ভয় হইল, অতি ধীরে ধীরে ব্যোমকেশের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। ব্যোমকেশ একবার মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া আবার মুখ ফিরাইয়া বলিল—"এখনও যে তুমি জেগে রয়েছ, শোও নাই?"

মৃদুস্বরে নিরুপমা বলিল,—"রান্নাঘরে ভাত-থাড়া রয়েছে, ফেলে আস্‌তে পারি নাই।"

ব্যোমকেশ।—আমি ত ভাত খাব না।

নিরুপমা।—কেন?

ব্যোমকেশ।—এত কৈফিয়তে কাজ কি? খাবনা সেই ভাল।

নিরুপমা।—কোন অসুখ করেছে নাকি?

ব্যোমকেশ।—অসুখ ত প্রতিদিনই ; যেদিন থেকে বিয়ে ক'রেছি, সেইদিন হ'তেই অসুখ।

নিরুপমা।—আর ত কোন অসুখ নয়?

ব্যোমকেশ।—এর চাইতেও অসুখ চাও নাকি?

নিরুপমা।—আমি কি তোমার অসুখ চাই? তুমি ভিন্ন আমার আর কে আছে? তোমার অসুখ হ'লে—

ব্যোমকেশ।—আচ্ছা যাস্, আর ও প্যান্-প্যানানিতে কাজ নাই, খাবে ত খেয়ে এসে শোও।

নিরুপমা।—আমি খা'ব না, আমার ক্ষিদে নাই ; সত্যি ক'রে বল, তুমি কেন খাবে না?

ব্যোমকেশ।—এ শেষরাত্রিতে খেয়ে কি মরবো?

নিরুপমা।—তা বটে? রাত আর বেশী নাই; এখন খেলে যদি অসুখ হয়, তবে খে'ও না; কাল থেকে সকাল ক'রে রাঁধবো।

ব্যোমকেশ।—কেন জেগে থাক্‌লে কষ্ট হয় নাকি?

নিরুপমা।—আমার আর কষ্ট কি? তোমার কষ্ট হয় ব'লেই ব'লছি।

ব্যোমকেশ।—আমার কষ্ট হবে, তাতে তোমার ক্ষতি কি?

নিরুপমা।—তোমার কষ্ট হ'লে আমার ক্ষতি হয় ব'লেই ব'লছি।

ব্যোমকেশ।—তাই যদি হবে, তবে তুমি আমার মান-অপমানের দিকে দৃষ্টি রাখনা কেন?

নিরুপমা।—আমি এমন কি কাজ ক'রেছি, যাতে তোমার অপমান হ'য়েছে?

ব্যোমকেশ।—না ক'র্‌লে বলবো কেন?

কাল কোন ভদ্রমহিলা তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে এসেছিল ?

নিরুপমা।—কৈ ? ভদ্রমহিলা তো কেউ আসে নাই, মদনমুঞ্জরী ব'লে একটা মন্দ-মানুষ এসেছিল।

ব্যোমকেশ।—সে ভাল হ'ক কি মন্দ হ'ক, সেকথা আমি বল্‌ছিনে; সে এলে তুমি তাকে একটী কথাও বল নাই, আদর কর নাই, বস্‌তে বল নাই ; সে চার দণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে অপ্রতিভ হয়ে চলে গেছে।

নিরুপমা।—তাতে যদি আমার কোন দোষ হয়ে থাকে, তা ক্ষমা কর। সে যেভাবে এসে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে দেখেই আমার মনে ঘৃণা হ'য়েছিল।

ব্যোমকেশ।—তা হবে বৈ কি ! আমার সঙ্গে আ[illegible]তা ক'রে কেউ দেখা ক'র্ত্তে আসবে,আর তুমি এমনি ব্যবহার ক'রবে যে, সে একেবারে হাড়ে-হাড়ে চ'টে যাবে।

নিরুপমা।—এবার আমি বুঝ্‌তে পারিনি, আর কখনও এমন কাজ ক'র্ব্বনা ; তুমি কি তারই জন্য রাগ ক'রে ভাত খাবেনা ?

ব্যোমকেশ।—ভাত খাওয়া-না-খাওয়ার সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ আছে ! একবার ব'লেছি খাবনা,সেই যথেষ্ট; কেন খাবে না,কিসের জন্য খাবে না, অত কথায় কাজ কি ? আচ্ছা, তার নাম যে মদনমুঞ্জরী, তা তোমাকে কে ব'ল্লে ?

নিরুপমা।—সে গেলে, দেওয়ানজীর বাড়ীর ঝি এসেছিল—তাকেই জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম—সেই ব'লেছিল।

ব্যোমকেশ।—তা বেশ, যেই বলুক, এক কথা হ'চ্ছে কি, তোমার এখানে আর থাকা হ'চ্ছে না।

নিরুপমা।—কেন ?

ব্যোমকেশ।—এখানে ত অনেকদিন থাক্‌লে, এখন মালঞ্চ কি গোকুলনগরে গিয়ে কিছুদিন থাকগে।

নিরুপমা।—তোমার কাছ থেকে গিয়ে সেখানে আমার কি সুখ ?

ব্যোমকেশ।—সুখ অসুখ আবার কি ? যেখানে সেখানে এক-যায়গায় থাক্‌লেই হ'ল।

নিরুপমা।—সেখানে যেতে এখন আমার ইচ্ছা নাই।

ব্যোমকেশ।—ইচ্ছা নাই বল্‌লে,হবে কেন? সে হ'ল আপন দেশ, সেখানেও ত একটা গৃহস্থালী চাই !

নিরুপমা।—তা চাই বটে, কিন্তু এখনও ত নূতন বাড়ী তৈয়ারী হয় নাই—যখন হবে তখন যাব।

ব্যোমকেশ।—না — তা হবে না, শীঘ্রই তোমাকে যেতে হবে।

নিরুপমা।—নিতান্তই যদি বল, তবে যাব বৈ আর কি ক'রবো ?

ব্যোমকেশ।—আর অভিমানে কাজ নাই, এ কিছু অভিমানের কথা নয়।

নিরুপমা।—আমি কি অভিমান ক'রছি ! আমি তোমার দাসী, যা ব'ল্‌বে তাই ক'রবো।

ব্যোমকেশ।—তা হলে ত বাঁচতাম।

নিরুপমা।—কেন ? অন্যভাব কি দেখ্‌লে?

ব্যোমকেশ।—যাও—যাও,আর গোল ক'র না, একটু ঘুমুতে দাও।

টস্‌টস্ করিয়া নিরুপমার চক্ষুজল ঝরিয়া পড়িল ; আর সেখানে দাঁড়াইল না, রন্ধনগৃহের কার্য্য শেষ করিবার জন্য সেখান হইতে বহির্গত হইল ; সে রাত্রিতে তাহারও আর আহার হইল না। যেটুকু রাত্রি ছিল, সেটকুর মধ্যে সে আর চক্ষুর পাতা বুজিতে পারিল না।

ইহার তিন দিন পরে মহানন্দা-তীরবাসী অনেকে দেখিয়াছিলযে, একখানি ছোট নৌকা

তীরবৎ বেগে ছুটিতেছে ; তাহার ভিতর একটী যুবতী কপোলে হাত দিয়া বসিয়া আছে, তাহার গণ্ডস্থল অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেছে ; নিকটে একটী প্রাচীনা রমণী প্রবোধ দিতেছে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

চক্ষু থাকিতে অন্ধ!

'চক্ষু থাকিতে অন্ধ' একথা শুনিয়া অনেকেই বলিবেন—এ আবার কেমন কথা, চক্ষু থাকিতে মানুষ কিরূপে অন্ধ হইতে পারে? আমাদের দুরদৃষ্টের ফলে ও কালের প্রভাবে অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়া আমাদের দেশের একশ্রেণীর শিক্ষিত লোক চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। ইহঁাদের বহির্দৃষ্টিশক্তি আছে সত্য—তাহাও অনেকের আবার চশমা দ্বারা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে—কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিশক্তি একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছে। এসম্বন্ধে আমরা আমাদের নিজেদের কোন কথাই এস্থলে উল্লেখ করিব না; তাঁহাদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, এভিন্ন বক্তৃতা, পুস্তক, প্রবন্ধ ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া থাকি যে, তাঁহাদের চক্ষের অন্তর্দৃষ্টিশক্তি, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতায়, একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমরা সংক্ষেপে তাঁহাদের কয়েকটা কথা বা মন্তব্য এস্থলে উল্লেখ করিব।

ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও ধর্ম্মসম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদিগের মত ও আমাদের শিক্ষিত-শ্রেণীর মত প্রথমতঃ আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করিব। বিলাতী-পণ্ডিত মোক্ষমুলর মহোদয় ভারতের ধর্ম্ম ও সভ্যতা-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"ভারতের সভ্যতা জগতের এক অপূর্ব্ব এক অতুলনীয় পদার্থ। ভারতের সমস্ত জাতি আত্মার উন্নতি-কামনা করে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য লালায়িত হয়। ভারত ভিন্ন এ দৃশ্য আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের এবং আত্মতত্ত্বের অন্বেষণে, ভারত ভিন্ন এতাদৃশ উন্নতি আর কোথাও নাই। ধর্ম্মের জন্যই হিন্দুর জীবন। হিন্দুর নিদ্রায় ধর্ম্ম, পানে ধর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্ম ভিন্ন হিন্দুর আর কিছুই নাই। যদিচ অনেকস্থলে ধর্ম্মের আচরণে বাহ্য আবরণমাত্র—তুষমাত্র, কিন্তু এই আবরণের তলে তলে প্রকৃত ধর্ম্ম-শস্য সর্ব্বত্রই নিহিত আছে। হিন্দু জীবিত আছে—হিন্দুর ধর্ম্ম-জীবন পুনর্জ্জীবিত হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই, হিন্দু এখনও জগতে জীবিত আছে। কেননা, ভারতের ন্যায় জগতের আর কুত্রাপি ধর্ম্মপ্রবণতার সমধিক সুবিধা নাই, অর্থাৎ ভারতই অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ধর্ম্মের প্রকৃত কর্ম্মভূমি।"

ভারতের প্রাচীন সভ্যতার তেজ কণামাত্র দেখিয়া, মোক্ষমুলর সাহেব এই কথা বলিয়াছেন। আর আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত-নামধারী মহাত্মারা বলিয়া থাকেন,—"পাশ্চাত্য

দেশবাসীদের নিকট আমরা সভ্যতা, ধর্ম্ম, সুনীতি ও শিক্ষা লাভ করিয়া জ্ঞানী হইতেছি। হিন্দুর ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, প্রায় সমস্তই কুসংস্কার পরিপূর্ণ। জাতিভেদ-প্রথায় ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে; পৌত্তলিকতায় ও জন্মান্তরে বিশ্বাস করিয়া দেশ উৎসন্ন প্রায় ইত্যাদি মন্তব্য শিক্ষিত ব্যক্তিরা তাঁহাদে বক্তৃতায়, পুস্তকে ও সংবাদপত্রাদি প্রকাশ করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন, হিন্দুগ হিন্দুশাস্ত্রে উন্নত সুনীতি-সম্বন্ধে উপদেশ প্রাপ্ত না হইয়া, তাঁহারা পাশ্চাত্য দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সুনীতি-সংগ্রহ করিয়া নীতিপরায়ণ হইতেছেন। চক্ষের অন্তর্দৃষ্টি শক্তিহীন না হইলে, মানুষ কখনই নিজের ঘরের কহিনুর উপেক্ষা করিয়া ভগ্ন কাচ-খণ্ডের জন্য লালায়িত হইতে পারে না।

ভারতের শিল্পবাণিজ্য-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-দেশের বহুতর মহাত্মারা বলিয়াছেন এবং এখনও বলিয়া থাকেন,—“ভারতের শিল্পের তুলনা নাই।” এই যে দেশীয় শিল্পের এত অবনতি হইয়াছে, কিন্তু এখনও এমন অনেক শিল্প ও কারুকার্য্য ভারতে বিদ্যমান আছে, যাহা দেখিয়া পাশ্চাত্য-দেশবাসিগণ স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকেন। এদেশবাসী শিক্ষিত-শ্রেণীর লোকের যত্ন ও উৎসাহ অভাবে এদেশের শিল্প-বাণিজ্যের যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে। বিলাতী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এদেশের শিল্পবাণিজ্যের বিশেষ তত ক্ষতি হইতে পারিত না, যদি দেশের শিক্ষিত-শ্রেণীর লোকের দেশের দ্রব্যাদির প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি থাকিত এবং ইহার উন্নতির জন্য তাঁহারা প্রাণপণে যত্ন-চেষ্টা করিতেন। এই সকল শিক্ষিত লোকের আদর্শ দেখিয়া, দেশের অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকেরাও দেশীয় দ্রব্যাদির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীস্থ অর্দ্ধশিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের মুখে অনেক দিন হইতেই শুনিতে পাইতেছি, এবং এখনও শুনিতে পাইয়া থাকি যে,—“জাতিভেদ প্রথার দোষে এই দেশে বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারিতেছে না।” কত অসংখ্য লোক তো জাতি খোয়াইয়া বিদেশে যাইয়া কত প্রকারের উপাধি ও উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিয়া আসিলেন; কিন্তু কৈ, এক জন লোকের দ্বারাও ত এদেশের পুরাতন শিল্প-বাণিজ্যের একটুও উন্নতি হইল না! বরং তাঁহাদের দ্বারা দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের বহুতর প্রকারে অবনতি হইয়াছে ও হইতেছে। ফলতঃ এদেশের শিক্ষিত-শ্রেণীর লোকদের যদি দৃষ্টিশক্তি থাকিত ও স্বদেশের প্রকৃত উন্নতি করাই যদি তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য হইত, তবে কেবল বাক্যাড়ম্বর ও ফাঁকা সভা-সমিতি করিয়া কখনই তাঁহাদের শক্তি, সামর্থ্য ও সময় বৃথাকার্য্যে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারিতেন না। যে দেশের শিক্ষিত লোক দেশীয় দ্রব্যাদিকে ঘৃণা ও উপেক্ষা করে, যে দেশের লোক উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি লাভ করিয়া বিদেশ হইতে একটি কপর্দ্দকও বাণিজ্য দ্বারা নিজগৃহে আনিতে সক্ষম নহে, সে দেশের লোক কি বলিয়া স্বদেশহিতৈষী “ভারত-মাতার সুসন্তান” প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হন, ইহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না!

ভারতের আয়ুর্ব্বেদসম্বন্ধে বহুতর বিজ্ঞ ও বহুদর্শী বিলাতি ডাক্তার বলিয়া থাকেন যে,—“চিকিৎসা-শাস্ত্র ভারত হইতে পাশ্চাত্য-দেশসমূহে বিস্তার পাইয়াছে।” এ ভিন্ন, আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের প্রাধান্য ও প্রশংসা, সর্ব্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়। সেদিনও সিকাগো মহা-মেলায় আয়ুর্ব্বেদের যথেষ্ট প্রশংসা, আমরা

শুনিয়াছি। আর আমাদের দেশের শিক্ষিত মহাত্মারা আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রকে "অবৈজ্ঞানিক" বলিয়া ঘৃণা ও উপেক্ষা করেন। এ দেশ হইতে বিদেশে যাইয়া এবং এদেশে থাকিয়াও বহুতর ব্যক্তি সেই নকলের নকল চিকিৎসা-শাস্ত্র পাঠ করিয়া বড় বড় ডাক্তার হইয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত একজন বড় ডাক্তারকে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের প্রকৃত উন্নতির জন্য চেষ্টা ও যত্ন করিতে কেহ দেখিয়াছেন কি? পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে আনীত ঔষধ এদেশে প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইতেছে এবং এদেশের অসংখ্য অর্থ বিদেশবাসিগণ লুটিয়া লইতেছেন। যদি এদেশবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিদের চক্ষু সজীব থাকিত, তবে কি বিদেশীয়েরা, ছাইভস্ম বিক্রয় করিয়া, তাঁহাদের চক্ষের উপর হইতে এত লক্ষ লক্ষ টাকা এদেশ হইতে লুটিয়া লইতে পারিতেন? ভারতের পথে, ঘাটে, মাঠে, যেখানে-সেখানে, অসংখ্য শ্রেণীর অত্যাশ্চর্য্য, প্রত্যক্ষ ও আশুফলপ্রদ ঔষধ ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের শিক্ষিত-শ্রেণীর লোকদের মধ্যে এই সকল অত্যাশ্চর্য্য ঔষধের প্রকৃত উন্নতির জন্য বিন্দুমাত্রও যত্ন-চেষ্টা দেখিতে পাই না। এই যে অসংখ্য তরুলতা প্রভৃতি ঔষধ এদেশে ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন, এগুলি কি কেবল প্রকৃতির শোভা-বর্দ্ধন জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল? ইহাদের কি কোন গুণই নাই? এই সকল ঔষধ বিদেশে প্রচার ও বিক্রয় করিয়া একটি পয়সাও কি বিদেশ হইতে এদেশে আনা যাইতে পারে না?

কিন্তু এদেশের প্রকৃত উন্নতির জন্য কে চেষ্টা করিবে? যাহারা রক্ষক, তাঁহারাই ভক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। যাঁহাদের যত্ন ও চেষ্টায় এ সমস্তের প্রকৃত উন্নতি হইবে, তাঁহারা প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য-শিক্ষা ও সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়া একেবারে অন্ধ হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা পারেন কেবল—ফাঁকা বক্তৃতা করিতে, আর লম্বা লম্বা চাঁদা তুলিয়া সভাসমিতি করিতে। দেশের প্রকৃত উন্নতি যাহাতে হইবে—দেশের ধনবৃদ্ধি যাহাতে হইবে—দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকের দুঃখকষ্ট ও আর্থিক অভাব যাহাতে বিদূরিত হইবে—এইরূপ কার্য্যে যত্ন-চেষ্টা করিতে তাঁহাদের কাহাকেও প্রায় দেখা যায় না।

এইরূপ জাতীয় সাহিত্য বলুন, আর যে কোন সম্বন্ধে বলুন না কেন, প্রত্যেক বিষয়েই আমরা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইতেছি যে, বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত ব্যক্তিদের দেশের প্রকৃত উন্নতির প্রতি দৃষ্টি না থাকাতেই, ভারতের এই শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছে। পৃথিবীর যে কোন দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিনা কেন, সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই সেই দেশের উচ্চশ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত ও ক্ষমতাশালী মহাত্মারাই প্রতিনিয়ত স্বদেশের উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন—স্বদেশের দ্রব্যাদিতে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকেন—স্ব স্ব ধর্ম্ম-শাস্ত্রের উন্নতির জন্য প্রাণপণে যত্ন করেন—স্বদেশের ঔষধ ব্যবহার করিয়া রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন—এককথায়, স্বদেশের যাহা কিছু আছে, সমস্তেরই উন্নতির জন্য প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করেন। আর আমাদের দেশে ইহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ও বিপরীত দেখিতে পাইয়া থাকি। এ দেশের শিক্ষিত লোকের স্বদেশের কিছুর প্রতিই শ্রদ্ধাভক্তি নাই। তাঁহাদের দেখাদেখি অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকেরাও দেশীয় সমস্তের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই একমাত্র কারণেই, এদেশের ধর্ম্মের, সাহিত্যের,

বাণিজ্যের ও শিল্পের দিন দিন এত অবনতি হইতেছে। শিক্ষিত মহাত্মারা যে সমস্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া স্বদেশ-উদ্ধারের জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন, সে সমস্ত প্রণালী দ্বারা এদেশের প্রকৃত যে উন্নতি হইবে, এমত আশা আমাদের নাই। দেশের সমস্ত অমূল্য ধনরত্ন সাগরের অতল জলে নিক্ষেপ করিয়া, কোন যুগে, কোন সময় সেখানে চড়া পড়িবে, আর সেই চড়া হইতে পুনরায় ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়া আনিব, এরূপ আশা চক্ষুষ্মান ব্যক্তির কখনই করা কর্ত্তব্য নহে। হে শিক্ষিত ভারত-সন্তান। আপনারা একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখুন দেখি, এ পর্য্যন্ত আপনাদের দ্বারা দেশের প্রকৃত কি উন্নতি হইয়াছে? আপনাদের চক্ষুর উপর বিদেশীয়েরা কত প্রকারে কত অসংখ্য টাকা প্রতিনিয়ত এদেশ হইতে দেশান্তরে লইয়া যাইতেছে, আর আপনারা কেবল সভাসমিতি করিতেছেন—বিদেশী দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া "সভ্য" হইয়াছেন বলিয়া আস্ফালন করিতেছেন—বিদেশীয় ধর্ম্মে আস্থাবান হইতেছেন—বিদেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ও পরোক্ষভাবে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন—বিদেশীয় সাহিত্যের ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতির জন্য সর্ব্বদা যত্ন করিতেছেন—বিদেশীয় ঔষধ ব্যবহার করিয়া রোগমুক্ত হইতেছেন ও বিদেশীয় চিকিৎসা ও ঔষধের (এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, ইলেক্‌ট্রোপ্যাথি প্রভৃতির) উন্নতির জন্য বিশেষভাবে যত্ন চেষ্টা করিতেছেন। আপনারাই বলুন দেখি, দেশের উন্নতির জন্য আপনারা কে কি করিয়াছেন? এখনও সময় আছে; এখনও ভারতের ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিল্প, চিকিৎসা-শাস্ত্র, ঔষধ প্রভৃতি একেবারে অতল সমুদ্র-জলে নিমজ্জিত হয় নাই; এখনও আপনারা সকলে একপ্রাণে চেষ্টা করিলে দেশের ধনবৃদ্ধি ও কল্যাণ হইতে পারে, এবং আপনাদের আদর্শ দেখিয়া এখনও অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকেরা আপনাদের গন্তব্যপথে চলিতে ও আপনাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ও বাধ্য হইতে পারে।

শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

চীনের যুদ্ধ।—চীনের সংবাদ এ সপ্তাহে বড়ই ভয়ানক। গত ২১এ নবেম্বর বুধবার, বিপুল আয়োজনের সহিত জাপানীরা চীনদিগের "পোর্ট আর্থার" দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল। প্রত্যূষে যুদ্ধ আরম্ভ হয়; বৈকাল ২টা পর্য্যন্ত প্রবলবেগে যুদ্ধ চলে। প্রথমে চীনেরা জিতিবার উপক্রম হইয়াছিল; অবশেষে বিষম যুদ্ধের পর জাপানীরাই জয়লাভ করিয়াছে। যুদ্ধে প্রায় দুই হাজার চীনসৈন্য হত হইয়াছে এবং জাপানীদিগের মাত্র আড়াই শত সৈন্য মারা গিয়াছে। প্রায় ১৩ হাজার চীনসৈন্য সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল; অবশিষ্ট সৈন্য পলায়ন করিয়াছে, কি অন্য কোনরূপে মারা গিয়াছে, তাহার স্থিরতা হয় নাই। এমনও সংবাদ পাওয়া যায়, তাহারা চীনদিগের কোন কোন জাহাজে আশ্রয় লইয়াছিল এবং তাহারও দুইখানা জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, পোর্ট আর্থার দখল

করিয়া, উৎসাহের সহিত জাপানীরা নিউচাঙ্ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে ; এবং শীঘ্রই ওয়েহে-ওয়ে নামক স্থানে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা। এদিকে, প্রধান প্রধান রাজাদিগের মধ্যস্থতায় চীনগণ যে সন্ধিপ্রার্থনা করিয়াছে, কেহ কেহ তাহাতে উদ্যোগীও হইয়াছেন ; এখন জাপানীরা তাহা শুনিলে হয়! কোরিয়া ছাড়িয়া দিতে এবং যুদ্ধের ব্যয় ধরিয়া দিতেও, চীনেরা স্বীকৃত। কিন্তু যেরূপ ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে শত্রুতা যে শীঘ্র মিটিবে, তাহার আশা অতি অল্প।

আরও পরের সংবাদ, ওয়েহেওয়ে আক্রমণ না করিয়া, জাপানীগণ একেবারে চীনের অন্যতম রাজধানী 'পিকিন' আক্রমণ করিবে ; এবং চীনেরা দিনদিন অধিকতর বিমর্ষ ও হতাশ্বাস হইতেছে।

যুদ্ধ-সম্বন্ধে তারের সংবাদ তো এই। সংবাদ যদি সত্য হয়, অবশ্যই সঙ্কটের কথা বলিতে হইবে। কিন্তু সকল সংবাদে সব সময় সম্পূর্ণবিশ্বাস করাও সুকঠিন। ইতিপূর্ব্বে আর একবার 'পোর্ট আর্থার' জাপানীরা জয় করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ হইয়াছিল ; কিন্তু পরে আবার তাহার বিপরীত সংবাদ—অর্থাৎ দুই তিন স্থানের যুদ্ধে চীনেরাই জিতিয়াছে এবং 'পোর্ট আর্থার' বরাবর চীনদিগের দখলেই আছে—প্রকাশিত হয়। সুতরাং আমরা যে এখনও আঁধারে, তাহা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ, প্রায় সংবাদই যেন জাপানীদিগের দ্বারা প্রেরিত হইতেছে বলিয়া অনুমিত হয়। এরূপ অনুমান করিবার কতকটা কারণও পাওয়া যায়। সংপ্রতি "গ্রাফিক" নামক সচিত্র ইংরাজী-পত্রে চীন-জাপানের যুদ্ধের যে 'ফটোগ্রাফ'-ছবি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে স্পষ্টই ইহা প্রতীয়মান হয়। সে ছবিতে চীনগণকে যেন নির্জীব, নিরুৎসাহ ও নিস্পন্দভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে জাপানীদিগেকে উদ্যোগী, উৎসাহী ও জীবন্তভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে। এমন একটা চির-ক্ষমতাশালী চীন—বাস্তবিকই কি,এই দু'দিনের মধ্যে, হঠাৎ এত হীন হইয়া গেল ? আরও, ঐ ফটোগ্রাফ্ যে জাপানীদিগের দ্বারা প্রেরিত, তাহাও ঐ ছবির একখানির নীচে ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিত আছে ! সুতরাং সংবাদে সন্দেহ কিরূপে না হইতে পারে ? হইতে পারে—চীনেরা কোন কোন যুদ্ধে পরাজিত হইতেছে সত্য, হইতে পারে—তাহারা ক্ষতিগ্রস্থও হইতেছে ; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, সকল বর্ণনা সমান ঠিক নহে—সম্ভবতঃ হইতেও পারে না।

***

ফ্রান্স ও মাদাগাস্কারে।—ফ্রান্সের কোন বাণিজ্যপোতের প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছিল—এই হেতু দেখাইয়া, ফ্রান্স, মাদাগাস্কারে রণতরী পাঠাইতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছেন। ফ্রান্সের পরিষদেরা সকলেই একমত হইয়া যুদ্ধোদ্যোগে উৎসাহ দিয়াছেন। মাদাগাস্কার আপোষে মিটাইবার জন্য চেষ্টা পাইতেছিলেন;কিন্তু ফ্রান্স তাহা আগ্রহ করিয়াছেন। গতকল্যকার সংবাদ, অগত্যা মাদাগাস্কারের রাণীও দেশের প্রজাদিগকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিতেছেন।

***

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ।—এই পরিষদের উপযোগিতা আমরা সর্ব্বান্তকরণে স্বীকার করি। বিশেষতঃ পরিষদ যে মুল-পাঠের উদ্ধার করিয়া, কৃত্তিবাসের রামায়ণ-প্রকাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, ইহা বড়ই শুভসংবাদ। এই অনুষ্ঠানের সম্পাদন-সম্বন্ধে, পরিষদ হইতে শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু, শ্রীযুক্ত রজনী-

কান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদিগকে এই পত্রখানি লিখিয়াছেন,—

"এখন কৃত্তিবাসের রামায়ণ নানাভাবে প্রকাশিত হইতেছে। একখানির সহিত আর একখানির পাঠের সাদৃশ্য নাই। মূল পাঠ নানাকারণে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। কৃত্তিবাসের কীর্ত্তিরক্ষার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মূল পাঠের উদ্ধার করিয়া রামায়ণ প্রকাশে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এই সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে পুঁথি সংগ্রহ করা আবশ্যক হইয়াছে। যাঁহাদের নিকট কৃত্তিবাসী রামায়ণের হাতে-লেখা পুঁথি অথবা ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বের মুদ্রিত গ্রন্থ আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক উহা পরিষদের কার্য্যালয়ে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইলে বা সংবাদ দিলে পরিষদ সাতিশয় উপকৃত হইবেন। যদি কেহ বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পরিষদ তাঁহাকে যথোপযুক্ত মূল্য দিতেও প্রস্তুত আছেন। যাঁহারা পুঁথি ফেরত পাইবার ইচ্ছা রাখেন, কার্য্য শেষ হইলে তাঁহাদের নিকট উহা প্রতিপ্রেরিত হইবে, এবং তাঁহাদিগকে পরিষদের মুদ্রিত রামায়ণও দেওয়া যাইবে।"

আমাদের একান্ত ভরসা, এ অনুষ্ঠানে পরিষদ দেশের সম্পূর্ণ সহানুভূতি পাইবেন।

***

ভারতীয় শিল্পসমিতি।—দেশের প্রকৃত-শুভকর এই একটী সমিতির বিবরণী প্রাপ্ত হইয়া, আমরা বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। বিশেষতঃ, এই সমিতিতে এমন দুই-একজন কৃতকর্ম্মা লোকের সংযোগ আছে—যাহাতে সমিতির সম্পূর্ণ সফলতার আশা করা যায়। বিলাত-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সমিতির একজন প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। কেবল বক্তৃতা বা সভায় যে কাজ হয় না—উহার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যক্ষেত্রেও যে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য, এ তিনি বেশ বুঝেন; বিলাতে গিয়াও, ঠিক সেইভাবেই তিনি কাজ করিতে শিখিয়া আসিয়াছেন; "হাতে-হেতেড়ে কাজ করা" যাহাকে বলে, তাঁহাকে ঠিক সেই প্রকৃতির লোকই বলা যায়। তিনি অনুসন্ধান করিয়া, দেশের কোন জঙ্গলের গাছ হইতে 'পাট' বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন; কোন বৃক্ষের কাঁটা হতে "ব্রস" প্রস্তুতের উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। আমরা তাঁহার সে পাট দেখিয়াছি; সে পাট প্রায় দেশী পাটের সমকক্ষ হইয়াছে; কত অল্পখরচে বনজঙ্গল হতে পাট বাহির হয়, আর দিন কতক পরে বোধ হয়, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। শিল্পোন্নতি-বিষয়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এমনই সূক্ষ্মদৃষ্টি। শিল্প-সমিতির প্রতিষ্ঠায়, দেশের লোকের সমবেত চেষ্টায়, তিনি এখন ঐ শ্রেণীর নানাকার্য্যে সহায়তা করিতে উদ্যোগী। তাঁহার সহযোগিগণও অনেকেই উদ্যমশীলতার পরিচয় দিতেছেন। সমিতি হইতে দেশীয় শিল্পের যথাসাধ্য উৎসাহ দেওয়ায়, দেশের আরও মঙ্গলের আশা করা যায়।

***

দেশীয় শিল্পের অধোনতি।—কোনরূপ উৎসাহের অভাবেই তো দেশীয় শিল্পের আজ এরূপ অধোনতি হইয়াছে! একে বিদেশীয়ের এ ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিন, তাহাতে দেশের লোকের দেশের প্রতি উদাসীনভাব—ইহাতেই তো দেশের এমন দুর্গতি! তা না হইলে—আমরা ভ্রমেও একবার দেশের দিকে চাহিয়া দেখিলে, আদর্শ দেশীয় শিল্প কি এত শীঘ্র লোপ পাইত? ঢাকার মস্‌লিন, ঢাকাই কাপড়, মুর্শিদাবাদের রেসমের কাপড়, শান্তিপুরের কাপড়, নানাস্থানের কারুকার্য্য—তাহা

হইলে কি উহা শীঘ্র লোপ পাইত?—আর সেইস্থলে বিদেশীয় সখাদ জিনিসে আমাদিগকে ডুবাইয়া রাখিত? বিলাতী কাপড় ভিন্ন আমরা আজকাল আর কাপড় চিনি না! —কিন্তু তুলনায় সেই খরচে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট দেশী কাপড়ের প্রতি আমরা তাকাইয়াও দেখি না! দেশের শিল্প, এরূপ অবস্থায়, আর স্থান পাইবে কোথায়? কাজেই আজ আমাদের এই দশা! এ অবাচ নিষ্পন্দ অবস্থায়, সমিতির ক্ষীণ-আলোক কতদূর কি করিতে পারিবেন, বলিতে পারি না; কিন্তু তাঁহাদের উদ্যমে—রোগীর অন্তিম দশায় মৃগনাভিসেবনবৎ যদি কোন ফল হয়! তবে একটী কথা এই; সমিতি যেমন কোন কোন শিল্পকারদিগকে পদক ও প্রশংসাপত্র দিয়া উৎসাহিত করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে যদি দেশের কতকগুলি লুপ্তপ্রায় শিল্পের পুনরুদ্ধার ও প্রসার-বৃদ্ধির প্রয়াস পান, তবে দেশের প্রকৃত হিতসাধন করা হয়, আর তাহাকেই আমরা প্রকৃত কার্য্য বলিতে পারি। এই কথাটা দৃষ্টান্তদ্বারা আরও একটু বিশদ করিয়া বলিলে এইরূপ বলা যায়। এই ধরুণ—দেশীয় বস্ত্র—ইহা এক্ষণে লুপ্তপ্রায়। সমিতির উচিত, দেশের তন্তুবায়দিগকে উৎসাহ দেওয়া ও সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রসার-বৃদ্ধির চেষ্টা করা। সেরূপ চেষ্টা অবশ্য, কেবল প্রশংসা ও পদক দিয়া হইবে না; যাহাতে তাহার মূল রক্ষা হয়, তাহা করা উচিত। অন্ততঃ সমিতির সভ্যদিগেরও, বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া, তৎপক্ষে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া উচিত। নাহিলে, 'পি, এম, বাকচীর কালীর' সম্বন্ধে পদক ও প্রশংসা দিয়া, লিখিবার সময় 'ষ্টিফেন্সের' কালী ব্যবহার করিলে, দেশের শিল্পোন্নতির কি সহায়তা করা হইবে, জানি না। ভাবিতে গেলে, এইরূপ অনেক বিষয় আছে—সমিতির যৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

*
* *

দেশহিতানুষ্ঠান।—দেশের বাস্তবিক কোন হিতানুষ্ঠানে দেশের রাজা-জমীদারদিগের যদি কোন সাহায্যের সংবাদ পাওয়া যায়, তবে মন বড়ই উৎফুল্ল হয়। রঙ্গপুরের সুপ্রসিদ্ধ স্বনামখ্যাত রাজা শ্রীলশ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল রায়-বাহাদুরের দেশহিতকর কার্য্যে এইরূপ বহুল দান দেখিয়া, আমরা বড়ই সন্তুষ্ট আছি। "কটন ইনষ্টিটিউসনে" তাঁহার অপরিসীম দানশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়; বালকদিগের ক্রীড়াভূমিতেও তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন; এবং এরূপ উল্লেখযোগ্য তাঁহার আরও অনেক দান আছে। বিশেষতঃ মধ্যে মধ্যে তিনি, কার্য্যের গুরুত্ব ও উপযোগিতার বিষয় উপলব্ধি করিয়া, পৃষ্ঠপোষক (পেট্রণ) স্বরূপে আমাদিগকেও যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁহার এই অনুগ্রহ ও সদিচ্ছায়, আমরা অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

৪র্থ বর্ষ। } ১৫ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১২৯৩। } ৪৬শ সংখ্যা

শ্রীগৌরাঙ্গের নামাবলী।

মিশ্রনন্দন—জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র। শচীসুত—ঐরূপ।

নবদ্বীপচন্দ্র—জগতের পাপান্ধকার নাশ করিয়াছেন বলিয়া চন্দ্র; এই সেই চন্দ্র নবদ্বীপ-রূপ আকাশে উদিত।

নদীয়াবিহারী—নবদ্বীপে লীলাকারী।

শ্রীগৌরাঙ্গ—শরীর গৌর বলিয়া।

গৌরসুন্দর—গৌরবর্ণ ও সুন্দর বলিয়া শ্রীবল্লভ এই নাম রাখিয়াছিলেন।

নিমাই—নিম তিক্ত, সুতরাং নিমাই নাম রাখিলে ডাকিনীগণ বালকের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না অনুমান করিয়া শ্রীমতী সীতা ঠাকুরাণী এই নাম রাখেন। কেহ কেহ বলেন নিম্বতরুমূলে জন্ম হওয়াতে, শিশুর নিমাই নাম হয়। যথা,—

"যখনে জন্মিলা নিমাই নিম্বতরু-তলে।
হৈয়া কেন নায়রিলা আমি না লইতাম কোলে।"
প্রাচীন পদ।

বিশ্বম্ভর—এদেশে চিরকাল বিশ্বাস যে, পিতা ও পুত্রের নামে অক্ষরগত বা অর্থগত মিল থাকা প্রয়োজন। "জগৎ" শব্দের অর্থ বিশ্ব। এইজন্য জগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বিশ্বরূপ, কনিষ্ঠের নাম বিশ্বম্ভর।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—মহাপ্রভু, সন্ন্যাস-গ্রহণের পর এই নাম ধারণ করেন। বেদান্তমতে "কৃষ্ণ" শব্দের অর্থ "পরব্রহ্ম"; এবং "চৈতন্য" শব্দের অর্থ "চিৎস্বরূপ" বা "পরমাত্মা"। সুতরাং "কৃষ্ণচৈতন্য" নামের অর্থ "চিৎস্বরূপ" বা "পরমাত্মারূপী", "পরব্রহ্ম"। শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তেরা বলেন, তিনি যে কেবল নামে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য", তাহা নহে; তিনি স্বয়ং ভগবানের অবতার। এ কথার অনেক প্রমাণও তাঁহারা প্রদর্শন করেন। কিন্তু সমুদায় আলোচনার এ স্থল নহে। তবে এস্থলে আমরা পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর একটী পদ উদ্ধৃত করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে অবতারের যে যে কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, ভগবদ্গীতার সেই শ্লোকোক্ত কারণগুলির সহিত, এই ক্ষুদ্র পদের কারণগুলি

অষ্টম বর্ষ। } ১৫ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩০২। { ৪৬শ সংখ্যা

গৌরাঙ্গের নামাবলী।

মিশ্রনন্দন—জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র। শচী-সুত—ঐরূপ।

নবদ্বীপচন্দ্র—জগতের পাপান্ধকার নাশ করিয়াছেন বলিয়া চন্দ্র; এই সেই চন্দ্র নবদ্বীপ-রূপ আকাশে উদিত।

নদীয়াবিহারী—নবদ্বীপে লীলাকারী।

শ্রীগৌরাঙ্গ—শরীর গৌর বলিয়া।

গৌরসুন্দর—গৌরবর্ণ ও সুন্দর বলিয়া শ্রীবল্লভ এই নাম রাখিয়াছিলেন।

নিমাই—নিম তিক্ত, সুতরাং নিমাই নাম রাখিলে ডাকিনীগণ বালকের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না অনুমান করিয়া শ্রীমতী সীতা ঠাকুরাণী এই নাম রাখেন। কেহ কেহ বলেন নিম্ব-তরুমূলে জন্ম হওয়াতে, শিশুর নিমাই নাম হয়। যথা,—

"যবে জন্মিলা নিমাই নিম্বতরু-তলে।
হৈয়া কেন নারহিলা আমি না লইতাম কোলে।"

প্রাচীন পদ।

বিশ্বম্ভর—এদেশে চিরকাল বিশ্বাস যে, পিতা ও পুত্রের নামে অক্ষরগত বা অর্থগত মিল থাকা প্রয়োজন। "জগৎ" শব্দের অর্থ বিশ্ব; এইজন্য জগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বিশ্বরূপ, কনিষ্ঠের নাম বিশ্বম্ভর।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—মহাপ্রভু, সন্ন্যাস-গ্রহণের পর এই নাম ধারণ করেন। বেদান্তমতে "কৃষ্ণ" শব্দের অর্থ "পরব্রহ্ম"; এবং "চৈতন্য" শব্দের অর্থ "চিৎস্বরূপ" বা "পরমাত্মা"। সুতরাং "কৃষ্ণচৈতন্য" নামের অর্থ "চিৎস্বরূপ" বা "পরমাত্মারূপী", "পরব্রহ্ম"। শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তেরা বলেন, তিনি যে কেবল নামে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য", তাহা নহে; তিনি স্বয়ং ভগবানের অবতার: এ কথার অনেক প্রমাণও তাঁহারা প্রদর্শন করেন। কিন্তু সমুদায় আলোচনার এ স্থল নহে। তবে এস্থলে আমরা পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর একটী পদ উদ্ধৃত করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে অবতারের যে যে কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, 'ভগবদ্গীতার' সেই শ্লোকোক্ত কারণগুলির সহিত, এই ক্ষুদ্র পদের কারণগুলি

মিলাইয়া লইলে, পাঠকগণ চমৎকৃত হইবেন। পদটী এই,—

"অরে রে নিন্দুক ভাই, তোর কিরে বুদ্ধি নাই,
বৃথাই ধরিলা দুটী আঁখি।
সব অবতার সার, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার,
তুমি তাহে রৈয়াছ উপেখি॥
সুরাপান অত্যাচার, ভ্রূণহত্যা ব্যভিচার,
তন্ত্র-ধর্ম্মে ভারত পূরিল।
যক্ষ রক্ষ বিষহরি, নানা উপহার করি,
জীব সবে পূজিতে লাগিল॥
দেখিয়া জীবের দৈন্য, প্রভু মোর শ্রীচৈতন্য,
নবদ্বীপে প্রকট হইল।
তারকব্রহ্ম হরিনাম, যাচি সবে করি দান,
ধর্ম্মের সে গ্লানি ঘুচাইলা।
জগাই মাধাই আদি, দুষ্কৃতের নিরবধি,
হরিনামে করিলা উদ্ধার।
ব্রাহ্মণে যবনে মিলি, করাইলা কোলাকুলি
পর দেখে দেখ একবার।
নাস্তিকে করিলা ভক্ত, খঞ্জে কৈলা গতিশক্ত,
অন্ধেরে করিলা চক্ষু দান।
কহে দীন কৃষ্ণদাস, নহিলে ইথে বিশ্বাস,
তোর আর নাহি পরিত্রাণ॥"

শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র।

উপাসনা-তত্ত্ব।

নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ দেব দেবীর উপাসনার মাহাত্ম্য বা প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। অথচ উপাসনা ব্যতীত মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকে না—উহা অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়।

উপাসনা কাহাকে বলে—তাহা না বুঝিলে, উপাসনার বাস্তবিক প্রয়োজন আছে কি না—তাহা অবধারিত হইতে পারে না। এজন্য, সর্ব্বাগ্রে উপাসনার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝা আবশ্যক। যে ব্যক্তি ঐকান্তিক ভক্তিপরবশ হইয়া একাগ্রতার সহিত কোন বিষয়ের আরাধনা করে, তাহাকে সেই বিষয়ের উপাসক বলা যায়। হিন্দু-শাস্ত্রমতে উপাসনা দুই প্রকার; নির্গুণ ও সগুণ উপাসনা। প্রকৃত পক্ষে, নির্গুণ উপাসনা উপাসনা-পদবাচ্য নহে; উহাকে অব্যক্ত-সাধন বা জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাস বলা যায়। সগুণোপাসনা, প্রকৃত গুণের উপাসনা। মৌলিক গুণ তিনটী—সত্ত্ব, রজ ও তম। সত্ত্বগুণ অর্থে জ্ঞানানন্দ-বিকাশিনী শক্তি, রজঃগুণ অর্থে প্রবৃত্তি ও ক্রিয়োদ্দীপনী শক্তি। তমঃগুণার্থে আবরণী শক্তি। অতএব, জ্ঞানের উপাসনার নাম সাত্ত্বিক উপাসনা। ঐ সাত্ত্বিক উপাসনা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান-লাভের নিমিত্ত ও বৈষয়িক তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভের নিমিত্ত। কিন্তু, উহা ভিন্ন ভিন্ন স্তরান্তর্গত হইলেও, উভয়ই অভ্যন্তরীণ সাত্ত্বিক উপাসনা। ঐ সাত্ত্বিক উপাসনা দ্বারাই কপিল, পাতঞ্জল, ব্যাস, গৌতম, কণাদ, জৈমিনি, বরাহ মিহির প্রভৃতি, দর্শন, বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ, প্রভৃতির উন্নতি ও বস্তুর তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। অভ্যন্তরীণ রাজসিক উপাসকের দৃষ্টান্তস্বরূপ পার্থিব উন্নতিশীল রাজা, রাজমন্ত্রী

ও যোদ্ধাগণ; যথা, রঘু, অর্জ্জুন, নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট ও প্রিন্স বিস্মার্ক। অভ্যন্তরীণ তামসিক উপাসকের দৃষ্টান্ত—দুর্য্যোধন, আওরঙ্গজেবকে দেওয়া যাইতে পারে।* ফলতঃ এক এক বিষয়ের অভীষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত, যত্ন, চেষ্টা, চিন্তা ও একাগ্রতা দ্বারা এক এক শক্তি বা বৃত্তির যে সকাম উপাসনা করা হয়, ইহাই প্রকৃত অভ্যন্তরীণ সকাম উপাসনা। আমাদের পৌরাণিক ধ্রুব সকাম উপাসকের উক্ত দৃষ্টান্ত-স্থল। সকাম উপাসনার মূল—এক পক্ষে ভক্তি, প্রীতি, বিশ্বাস; অন্যপক্ষে ইচ্ছা, যত্ন, অধ্যবসায় উদ্যোগ ও চেষ্টা। উপর্য্যুক্ত উপাসনাই মানসোপাসনা বা স্বভাব-শক্তির অনুশীলনরূপ প্রাকৃতিক উপাসনা।

অভ্যন্তরীণ ও বাহ্য-পদার্থ-শক্তি হইতে জগতের অসাধারণ ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ায়, ঐ সকল শক্তির বাহ্য আরাধনা করিতে মানবের স্বতঃই প্রবৃত্তি জন্মে। তদ্দ্বারা মনের একাগ্রতার বৃদ্ধি ভক্তি, বিশ্বাস প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। বাহ্য আরাধনারও দূরবর্ত্তী ফল—শক্তিবৃদ্ধি ও অভীষ্ট-সাধন। কিন্তু শক্তি বাস্তবিক কোন দৃশ্য পদার্থ নহে। ঐ শক্তির গুণানুরূপ কল্পিত মূর্ত্তি ব্যতীত উহার বাহ্য উপাসনা হইতে পারে না। বিশেষতঃ, সাধারণ লোকের ভক্তি আকর্ষণের নিমিত্ত ঐ সকল শক্তির গুণানুরূপ সাকার দেব-দেবীর মূর্ত্তি কল্পনা ও সেই সকল সাকার দেব-দেবীর পূজা অত্যাবশ্যক। মানবের প্রীতি, ভক্তি, বিশ্বাস, আসক্তি ও কামনা হইতেই একাগ্রতা জন্মে;। তদ্দ্বারা অধ্যবসায় যত্ন ও চেষ্টা হইতে অভীষ্ট ফল লাভ হয়। বাহ্য চাকচিক্য ব্যতীত সাধারণ লোকের প্রথমতঃ ভক্তি ও বিশ্বাস জন্মিতে পারে না, এবং মন আকর্ষিত বা মনের একাগ্রতা হইতে পারে না। পুরাণাদি দূরে থাকুক, মূল ভগবদ্গীতায়ও সাকার উপাসনার ভূয়সী প্রশংসা আছে। কিন্তু গীতাকার কেবল সাধারণের বিশ্বাস ও ভক্তির নিমিত্তই উহার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। ঐ ভগবদ্গীতার দেবোপাসনা সকাম ও নিষ্কাম যোগের ব্যাখ্যা পরে করিব। ফলে, পৌরাণিক দেব-দেবীর উপাসনার মধ্যেও প্রাকৃতিক সত্য অন্তর্নিহিত আছে, উহা অমূলক পৌত্তলিকতা (Idolatory) নহে। তবে কালক্রমে উহা দ্বারা নানারূপ অমূলক বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়া উহা মলিন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, সত্য; কিন্তু ঐ মলিনত্বের মধ্য দিয়াও সত্যের প্রকৃত জ্যোতিঃ পাওয়া যায়।

যেরূপ মানসোপাসনা বা অভ্যন্তরীণ স্বভাব-শক্তির অনুশীলন-রূপ প্রাকৃতিক উপাসনার মধ্যে দুইটী স্তর আছে, সেইরূপ অন্যান্য দেব-দেবীর উপাসনারও বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ দুইটী স্তর আছে। প্রথমতঃ, বাহ্য চাকচিক্য-দ্বারা মানবের মন আকর্ষিত হয়। মানব সতত্ই সাংসারিক শোক, দুঃখ, ক্লেশ ও যন্ত্রণার অধীন। মানব সর্ব্বদাই শোকে সন্তপ্ত; দুঃখ ও ক্লেশ-রোগে ম্লান ও ক্লান্ত হইয়া, তাহার উপশমের জন্য দিক্‌হারা পথিকের ন্যায় অন্ধতমসাচ্ছন্ন কণ্টকাকীর্ণ পথে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। আবার বাসনা-তৃষ্ণায় তৃষ্ণাতুর ও রৌদ্রতপ্ত মরুভূমিস্থ পথিকের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া জলান্বেষণের জন্য ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া বেড়াইতেছে কিন্তু জলের সম্পূর্ণ অভাব। এ অবস্থায়, মনুষ্য যদি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তও সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়া

* প্রকৃতপক্ষে রঘু, অর্জ্জুন প্রভৃতি কেবল রজ-গুণের উপাসক নহেন; রজ ও সত্ত্বগুণের উপাসক তবে রজ মুখ্য, সত্ত্ব গৌণ। সেইরূপ, দুর্য্যোধন প্রভৃতির তম মুখ্য, রজ গৌণ।

। একাগ্রতা যে যোগের প্রধান অঙ্গ, তাহা 'যোগ-তত্ত্ব' বর্ণন-কালে ব্যাখ্যাত হইবে।

ত্র ... দি সুফল প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার চিত্তপ্রতিবিম্বের ... উপশম হয় ও নিদারুণ যাতনা দূর হয়। দেব দেবী পূজার বাহ্য চাক্‌চিক্য ও নির্ম্মল আমোদ-প্রমোদ দ্বারা মন স্বতঃই আনন্দিত হয়; পুষ্প, চন্দন, ধূপ, ধুনা প্রভৃতি উপকরণ এবং স্নান, বন্দনা ও মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি দ্বারা মন পবিত্র ও ভক্তিভাবাপন্ন হয়; এবং নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগতদিগের আদর, আহ্বান, ভোজন ও দান প্রভৃতি সৎক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা মন প্রফুল্লিত হয়। তদ্দ্বারা মানব কিছুক্ষণের জন্য সাংসারিক জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলিয়া যায়। ঐ সকল সদনুষ্ঠানের দূরবর্ত্তী ফল মানবের নৈতিক উন্নতি। এই পর্য্যন্তই দেবোপাসনার বাহ্যস্তর।

উক্ত অভ্যন্তরস্থ আর একটী স্তর আছে; ঐ অভ্যন্তরস্থ স্তরের মধ্যে গূঢ় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং তন্মধ্যে ভয়ঙ্কর সত্য অন্তর্নিহিত আছে। উক্ত স্তরে প্রবেশ করিয়া উহার গূঢ় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ভেদ করা—আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে; এমন কি, ভাষায় তাহা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে কি না, সন্দেহ। তবে অন্তর্নিহিত সত্যের যে জ্যোতি বাহির হয়, তাহা অবশ্যই সত্য।* ঐ তত্ত্ব সাধ্যানুরূপ বুঝাইতে হইলে, দুই-একটী দৃষ্টান্তের প্রয়োজন। অনেকে অবগত আছেন, শূলবেদনা-গ্রস্ত বা অন্যান্য অচিকিৎস্য গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিগণ, অনন্যোপায় হইয়া একাগ্রচিত্তে তারকনাথ বা বৈদ্যনাথ প্রভৃতি স্থানে "হত্যা দিয়া" স্বপ্নাদেশে উপযুক্ত ঔষধ বা রোগ-প্রতিকারের উপায় প্রাপ্ত হয়েন। এমন কি, স্বগৃহেও কেহ কেহ ঐরূপ ঔষধাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। উপরি-উক্ত বিবরণগুলি কল্পিত নহে; উহার সত্যতা-সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে ও আমরা নিজজ্ঞানেও কিছু কিছু অবগত আছি। মনুষ্যের অধ্যবসায়, যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা যে অভীষ্ট ফল লাভ হয়, ঐ অধ্যবসায় ও যত্ন-চেষ্টার মূল—একাগ্রতা, ভক্তি ও বিশ্বাস। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের মধ্যে যে সকল ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে, চিরাভ্যস্ত বিধায়, তাহাতে আমরা আশ্চর্য্য বোধ করি না; কিন্তু যদি ঐ অভ্যস্ত সামান্য প্রত্যেক ব্যাপারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চিন্তা করি, তবে ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রত্যেক ব্যাপারই বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়।

কোন ব্যক্তি আমাদিগকে কঠোর কথা বলিলে আমরা ক্রোধান্বিত ও মিষ্ট কথা বলিলে সন্তুষ্ট হই কেন? ইহার প্রকৃত গূঢ় কারণ কি কেহ নির্ণয় করিয়াছেন? ঐ বাক্য একটী শব্দ মাত্র; ঐ শব্দ—আকাশীয় পরমাণুর কম্পন হইতে যে একটী প্রবাহ (Vibratory motion) উৎপন্ন হয়, তাহা বায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া আমাদের শ্রবণ-ইন্দ্রিয়-দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়। তথায় কোন অব্যক্ত শক্তি-প্রভাবে একটী উদ্বোধ্য-শক্তির বিকাশ হইয়া, আমাদের সূক্ষ্মমনের কোন বৃত্তির সহিত ঐ শব্দের গুণের সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্য হওয়ায়, একটী অব্যক্ত শক্তির উত্তেজনা হয়; এবং পরে তাহা বাহ্যে প্রকাশ হয়। উহাই আমাদের সন্তোষ বা ক্রোধ। সুতরাং আমাদের সমস্ত ব্যাপার বাহ্য

---

* পূর্ব্বোক্ত আধ্যাত্মিক, জ্ঞানলাভের নিমিত্ত সাত্ত্বিক উপাসনা যে স্তরান্তর্গত, ইহাও সেই এক স্তর ... তবে অধ্যাত্ম-জ্ঞানোপাসকগণ এই সূক্ষ্ম স্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার নির্ম্মল জ্যোতিতে বিমল আনন্দ ভোগ করেন; কিন্তু সাধারণ জনগণ অবস্থা বিশেষে এই স্তর হইতে সেই জ্যোতির আভাস প্রাপ্ত হইলেও, তাহার প্রকৃত মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হন না—এইমাত্র প্রভেদ।

ও অভ্যন্তরীণ, এক-একটী শক্তির বিকাশ বা বিকার মাত্র।

ক্লেশ—মনের একটী বৃত্তি বা অবস্থা। তাহারও স্থূল ও সূক্ষ্ম দ্বিবিধ কারণ। বলা বাহুল্য, সূক্ষ্ম এবং স্থূল ভূতের মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যেমন, শব্দ ও বাহ্য বিষয় বা ক্রিয়ার সূক্ষ্ম শক্তির সহিত মনোবৃত্তির সংঘর্ষণে একটী শক্তির উত্তেজনা হইয়া, মনের শোক, দুঃখ, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি এক-একপ্রকার অনুভূতি জন্মাইয়া, মানবের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়; সেইরূপ, শরীরস্থ স্থূল ভূতের অভাব ও অসামঞ্জস্য-হেতু তাহার বিকৃত অবস্থা হওয়ায়, ঐ বিকৃত অবস্থা-দ্বারা মানবজীবনে একটী প্রতিকূল-শক্তির উদ্রেক হইয়া, ঐ প্রতিকূল-শক্তির সহিত সূক্ষ্ম মনোবৃত্তির সংঘর্ষণে একপ্রকার ভয়ঙ্কর ক্লেশের উৎপত্তি হয়। যখন প্রতিকূল শক্তি দ্বারা মন-বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ-সহ জীবাত্মা ঘোর আক্রান্ত হয়েন, তখন অসহ্য যন্ত্রণায় স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের পরস্পর বিরোধ হয়। ইহারই নাম মৃত্যু। কিন্তু ঐ স্থূল দেহের সহিত সূক্ষ্ম দেহের যাহাতে বিচ্ছেদ না হয়, তজ্জন্য ঐ প্রতিকূল শক্তির সহিত অনুকূল শক্তির ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় অভ্যন্তরীণ অনুকূল শক্তি, বাহ্য জগতের স্বজাতীয় স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন শক্তির আনুকূল্য প্রাপ্ত হইলে (অর্থাৎ গ্রহাদি সুপ্রসন্ন হইলে) ঐ অনুকূল শক্তির ক্রিয়া-স্রোত ভয়ঙ্করবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। তখন, রোগমুক্তির আসক্তি ও বাসনা উপস্থিত হয়; এবং তন্নিমিত্ত দেববিশেষে দৃঢ় ভক্তি, একাগ্রতা, তন্ময়-চিন্তা, ধারণা ও ধ্যান প্রভৃতি দ্বারা জীবাত্মার একপ্রকার অনুকূল জ্ঞানশক্তির উদয় হয়; তদ্দ্বারা, স্বপ্নাদেশে ঔষধ বা অন্য প্রতিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুতরাং অনুকূল সূক্ষ্ম শক্তিরই জয় হয়। পরে, ঐ প্রাপ্ত ঔষধাদির সহিত ভক্তি ও একাগ্রতা প্রভৃতির সংমিশ্রণে যে ভৌতিক শক্তির আবির্ভাব হয়, তদ্দ্বারা শরীরস্থ স্থূল ভূতের অভাব ও অসামঞ্জস্য দূর হইয়া সামঞ্জস্য রক্ষা ও পীড়া আরোগ্য হয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতের সংমিশ্রণ ও বিমিশ্রণের ব্যাপার যে নিয়মের অধীন, সূক্ষ্মভূতের পরস্পরের মধ্যে অনুকূল ও প্রতিকূল সংমিশ্রণ ব্যাপারও সেই একই নিয়মের অধীন। অতএব, ভক্তি, বিশ্বাস, একাগ্রতা ও তন্ময়-চিন্তা প্রভৃতি অনুকূল-শক্তি দ্বারা মানবের ঈপ্সিত ফললাভ হয়। ভগবদ্গীতাকারও ঐ মতের সম্পূর্ণ পোষণ করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহদেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥"
৪র্থ অধ্যায়, ১১শ ও ১২শ শ্লোক।

"যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্॥
৭ম অধ্যায়, ২১শ ও ২২শ শ্লোক।

বঙ্গানুবাদ।—হে পার্থ! যাহারা যে ভাবেই আমাকে (ঈশ্বরকে) উপাসনা করে, আমি (ঈশ্বর) তাহাদিগকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। কর্ম্মাধিকারী মনুষ্যগণ নানাপ্রকারে পূজা করিলেও তাহারা একমাত্র আমারই (ঈশ্বরেরই) অনুসরণ করিয়া থাকে ১১। ইহলোকে কর্ম্ম জন্য ফল শীঘ্র পাওয়া যায় বলিয়া সকাম পুরুষ-বর্গ ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিয়া থাকে। ১২। সেই সকাম ভক্ত পুরুষ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যে দেব মূর্ত্তিতে অর্চ্চনা করিয়া থাকে, আমি (ঈশ্বর) তাহার পূর্ব্ব-সংকল্পিত-রূপ কামনা পূর্ণ করিয়া থাকি। ২২ যে যে সকল

ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া যে যে দেবমূর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, আমিই (ঈশ্বরই) অন্তর্যামিরূপে সেই সেই ব্যক্তির ভক্তি তত্তন্মূর্ত্তিতে দৃঢ় করিয়া দিই ২১।

কবিতা কয়েকটীর যে বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল, তাহা উহার উপরিভাগ মাত্র। ঐ কবিতা-কয়েকটীর অভ্যন্তরীণ গূঢ় তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যে কোন ব্যক্তি একাগ্র ও তন্মন হইয়া যে কোন বিষয়ের কামনা করে, সেই কামনা হইতে তাহার অনুকূল শক্তি উদ্ভূত হইয়া কামনা সকল সফল হয়। মনুষ্য যে শক্তির উপাসনা করে অর্থাৎ যে যে বিষয়ের সাধনা করে, তৎপ্রতি ক্রমেই তাহার আসক্তি প্রীতি জন্মিতে থাকে। তখন, তদ্‌বিষয়ে একাগ্রচিত্ত ও তন্মন হওয়ায়, একপক্ষে অধ্যবসায়, যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা, পক্ষান্তরে কামনা,ভক্তি, প্রীতি, বিশ্বাস প্রভৃতির তীব্রবেগ, একাগ্রতা ও তন্ময়ত্ব হইতে উৎপন্ন আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম অনুকূল শক্তি-প্রভাবে, সফল-মনোরথ হয়। ঐ আসক্তি, প্রীতি, ভক্তি, বিশ্বাস একটী সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক চৌম্বক আকর্ষণী-শক্তিজাত। ঐ আকর্ষণী বা অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তি আত্মার একএকটী অবস্থা বা শক্তিবিশেষ; উহা সেই মৌলিক অনন্ত শক্তিরই উন্মেষ বা বিকার মাত্র। সুতরাং যে, যে শক্তির উপাসনা করুক না কেন,তাহাতেই অনন্তশক্তির উপাসনা করা হয় ও সেই অনন্ত শক্তি হইতেই অবস্থাভেদে ভক্তি, প্রীতি, অধ্যবসায় প্রভৃতি অনুকূল শক্তি বা তাহার বিপরীত প্রতিকূল শক্তি [illegible]পন্ন হয়।

অতএব, দেখা গেল, দেবারাধনা দ্বারা ভক্তি ও একাগ্রতা প্রভৃতি জন্মে; তদ্দ্বারা মানবের কামনা সিদ্ধ হয়; এবং ইহাই দেবারাধনার দ্বিতীয় স্তর।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নির্ব্বাণ।

আমি দেখিতে এসেছি, দেখে যাই বঁধু
বয়নখানি।
পুড়ে খাক হয়ে, প্রেম গেছে জ্বলে,
তুমি ত তাহার শ্মশান জানি।

প্রেমের সোহাগ, মুখের আদরে,
কাজ নাহি আর।
খিলখিল করি, পিশাচের হাসি,
হাস বারবার।

অতুল রূপের মাঝারে তোমার,
হেন হলাহল!
প্রাণের রুধির, পান ক'রে প্রাণ,
হাসে খলখল।

বুক-ফাটা এই, বুকের উচ্ছাস-
নয়নের জল;
সুধু তাহে বল, কেমনে নিবাবে—
দারুণ অনল?

যত পার হাস, উপেক্ষার হাসি,
আদরে কি আর কাজ;
মরম মাধুরী করিয়াছ পান,
তবু আসিয়াছি আজ

ওগো তবু আসিয়াছি, ও অনল মাঝে,
পুড়িয়া হইতে ক্ষার!
আশায় করেছ নিরাশার মত,
প্রাণে তবু মোহ-ভার!

ওই হাসি-পান, একদিন করে,
হ'য়েছি আপনঘাতী।
আজিও তেমনি, চাঁদের মাধুরী,
তেমনি মধুর রাতি!

বসন্তেরি প্রাণ মলয়-সমীর
পুলকে বহিয়া যায়!
সে দিনের মত পিউ পিউ করি
পাপিয়া সঙ্গীত গায়!

অধরে অমিয়, কপোলে কপোল,
কি-যেন-কি বুকে লয়ে;
জীবন-সঙ্গীত, সেদিন শুনেছি,
সুখেতে বিবশ হয়ে!

শতছিন্ন প্রাণ, মরণের তান,
আজি শুনিতেছে দূরে।
হাস লো প্রেয়সি, পিশাচি রাক্ষসি,
গাও মৃদু মধু সুরে।

তবে এস এস, এসে কাছে ব'স,
আর হাসিয়া ভুলাবে কারে?
এই অবিনাশী, মোহটুকু আছে,
দাগা দিয়ে যাও তারে।

শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী

বিপ্লব।

(উপন্যাস।)

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি নিস্তব্ধ। জ্যোৎস্নালোকে পল্লীগ্রামের বনজঙ্গলগুলি সুন্দর দেখা যাইতেছে। জঙ্গলের মধ্য হইতে ঝিঁঝিঁ পোকারা একঘেয়ে শব্দ করিতেছে। একটী একটী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় জ্যোৎস্না-পোকারা একই সময়ে জ্বলিয়া উঠায়, অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে—যেন গাছে হীরার ফুল ফুটিয়াছে। রাস্তাঘাটে জন-মানবের সাড়াশব্দ নাই। বিশেষ, ডুমুরদা ডাকাইত-প্রধান স্থান বলিয়া, কি রাত, কি দিন, কেহ সহজে সেদিকে আসিত না। গ্রামের মধ্যে মোড়লদের বাড়ী; ডাকাইতেরা তথায় বসিয়া গীতবাদ্য আমোদ-প্রমোদ করিত। অদ্যও সেই-রূপ চলিতেছিল। এমন সময় সংবাদ আসিল,—"একখানা প্রকাণ্ড 'ভাউলে' আসিতেছে। তাহাতে একজন জমীদার আছেন। জমীরের সঙ্গে বিস্তর টাকা আছে। ভাউলেখানি মারিতে পারিলে, ঐ সমস্ত টাকা পাওয়া যাইতে পারে।" তৎশ্রবণে ডাকাইতের দল লাফাইয়া উঠিল; দলে দলে ছুটিল। যাইবার সময়, হারাণী নামক একটী বালিকাকে বলিয়া গেল,—"অতিথ ঘুমুলে তার গলায় ছুরি বসিইয়া দিবি। ফিরে এসে যদি দেখি সে বেঁচে

আছে, তোদের টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেল্‌বো।”

কয়েক ঘণ্টা পরে, হরগোবিন্দের নেশা ছুটিল। তিনি দেখেন—একটী গৃহে শয়ন করিয়া আছেন। গৃহমধ্যে মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে। প্রথমে তাঁহার স্বপ্ন বোধ হইল; কোথায় আছেন—ভাবিয়া লইতে একটু সময় লাগিল। পরিশেষে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া দেখেন—হস্ত-পদ বান্ধা আছে। তখন সকল কথা মনে পড়িল—চক্ষে জল আসিল। ভাবিলেন,—“হায়! ডাকাইতেরা আমাকে কৌশলে বন্ধন করিয়াছে! আমাকে পাঁটা-পাঁটীর ন্যায় বধ করিবে! চোরের ঘরে চোরের ন্যায় প্রাণ দিতে হইবে!” একবার সজোরে বন্ধন ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলেন। মনে মনে মাতা ভ্রাতা ও জন্মভূমির নিকট বিদায় লইলেন; এবং “মৃণাল, আমার প্রাণের মৃণাল” বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মৃণালের রূপ গুণ যতই তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল, ততই নয়ন-জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। মনে মনে কহিলেন,—“আহা! কত আশা, কত ভরসা, কত সাধ মনে ছিল; আজি বিধাতা সকল সাধে বাদ সাধিল! আমার আন্তরিক দুঃখ এই—প্রাণের মৃণালকে প্রাণত্যাগের সময় একটীবার চক্ষের দেখা দেখিতে পাইলাম না! আমার দুঃখ—যমালয়ে যাইয়াও যন্ত্রণা প্রদান করিবে। আহা! আমি তুচ্ছ বিষয়ে অভিমান করিয়া কেন বাড়ী হইতে আসিলাম? না হয় দাদার সংসারে না থাকিতাম! কেন আমি কুক্ষণে বাড়ী পরিত্যাগ করিলাম। আমি যদি বাটী হইতে বাহির না হইতাম, হায়, এমন অপমৃত্যুতে মরিতে হইত না!”

তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া রোদন করিতেছিলেন; হঠাৎ তাঁহার যেন বোধ হইল—একখানি কোমল হস্ত তাঁহার চক্ষের জল ও কপালের ঘাম মুছাইয়া দিতেছে। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখেন—একটী পরমা-সুন্দরী বালিকা শিয়রে দাঁড়াইয়া আছে। বালিকার পরিধানে ছিন্ন বসন, সর্ব্বাঙ্গে ময়লা, মস্তকের সুদীর্ঘ কুন্তলে তৈল-অভাবে জটা, হস্তে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র। হরিগোবিন্দ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন,—“আপনি কি দেবী, না মানবী? আপনি কি আমার উদ্ধারের জন্য কারাগারে আসিয়াছেন! আপনি কে?

“আমি হারাণী।”

“হারাণী কে?”

“আমি।”

“তা ত বুঝেছি। বাড়ী কোথায়?”

“জানি-নে।”

“বাপের নাম কি?”

“জানি-নে।”

“এরা কারা?”

“ডাকাত! তোকে কাট্‌বে! আমাকে কাট্‌তে পাঠিয়েছে।”

“আমাকে কি তুমি কাট্‌বে?”

“না, তুই পালা; বাঁধন কেটে দিই, পালা।”

“আমি পালালে তোমার কি হবে?”

“আমায় মার্‌বে, আমায় কাট্‌বে, তুই পালা।”

“তোমায় মার্‌বে—তোমায় কাট্‌বে! তার চেয়ে কেন আমার সঙ্গে চল না?”

“ভাত দেবে না।”

“আমি ভাত দেব। তুমি শীগ্‌গীর আমার হাতের বাঁধনটা কেটে দেও, আমি ভাত দেব।”

হারাণী, তৎশ্রবণে, একহস্তের বন্ধন কাটিয়া দিল; হরগোবিন্দ, অস্ত্রখানি চাহিয়া লইয়া, অপরাপর বন্ধনগুলি স্বয়ং কাটিলেন। পরে, হারাণীর হস্ত ধারণ করিয়া বাহিরে

আসিয়া, তাহাকে একস্থানে অপেক্ষা করিতে বলিলেন; এবং আপনি একটী আলো হস্তে করিয়া, দস্যুদিগের গৃহ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন অন্বেষণ করিতে করিতে দেখেন, বিস্তর [illegible] কাপড়ের চোগা, চাপকান ও টুপী প্রভৃতি রহিয়াছে। তখন তিনি তাহা হইতে নিজের সাজ-সজ্জার উপযোগী বস্ত্রাদি, একটী টুপী ও এক-জোড়া বিনামা বাছিয়া পরিধান করিলেন; এবং একখানি অত্যুৎকৃষ্ট 'কিরিচ' স্কন্ধে ঝুলাইলেন। তৎপরে, প্রত্যাগমন করিয়া, হারাণীর হাত ধরিয়া শুভযাত্রা করিবার জন্য দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলে, হারাণ [illegible] আসিয়া কহিল,—"ও বাবু, বাবু, আমিও।"

হরগোবিন্দ হাস্য করিয়া কহিলেন,—"তুমিও যাবে? আচ্ছা। কিন্তু পেছু ডাক্‌লে?" এই বলিয়া, প্রত্যাগমন করিয়া, আর তিনটী বন্দুক সংগ্রহ করিয়া ভাল করিয়া প্রস্তুত করিয়া লইলেন, এবং হারাণ ও হারাণীর স্কন্ধে তাহার একটী দিয়া দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দ্বার বাহিরদিক হইতে বন্ধ। সুতরাং সজোরে পদাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। হরগোবিন্দের ঘনঘন পদাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া, চৌকাট প্রভৃতি সহ দরজাটী গভীর শব্দে পাড়য়া গেল। তখন তিনজনে মুক্ত-পথে বাহির হইয়া, গঙ্গার ধারে ধারে কসাড়-বনের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রামস্থ মেয়ে-ছেলেরা বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া দেওয়ানজী-বাড়ী পূজা দেখিতে যাইতেছে। ত্রিগুণা-সুন্দরীও পূজার আয়োজনাদি করিয়া দিতে যাইবেন—তাহার উদ্যোগ করিতেছেন। মৃণালবালার কোন আমোদ-আহ্লাদ নাই; সকলই হরগোবিন্দের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে। [illegible] অহোরাত্র কেবল হরগোবিন্দের চিন্তায় মগ্ন আছেন। যদি কেহ হরগোবিন্দের সুসমাচার—তাঁহার বাড়ী আসার সংবাদ দেয়, কাণ খাড়া করিয়া, তাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। কখন কখন হরগোবিন্দের হস্তলিখিত কাগজপত্র লইয়া মস্তকে ও বক্ষে ধারণ করিয়া কাঁদিতেছেন।

একসঙ্গে পূজাবাড়ী যাইবার জন্য, পাড়ার স্ত্রীলোকেরাও দুই-চারিজন এ সময় ত্রিগুণার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। শনি পাগলী আগে হইতেই আসিয়া বসিয়া ছিল। কথায় কথায়, গোঁসাইবাড়ীর বড় বৌ ত্রিগুণাসুন্দরীকে কহিলেন,—"ঠাকুরঝি! [illegible] শুনেছিস্‌—তারামণিকে নবাবের লোকেরা ধ'রে নিয়ে গিয়েছে। আর তার সঙ্গে যত সন্দেশের হাঁড়ি ছিল, সব খুলে, সব খেয়ে ফেলেছে!" মোক্ষদা কহিলেন,—"বটে! ঐ জন্যেই মেজকীর মা কাঁদছিল বটে! মরুক—বাছার মুখের জিনিসগুলি বাছা আমার মুখে দিতে পেলে না?" ত্রিগুণাসুন্দরী কহিলেন,—"আহা! অমন বুড়ো মানুষ! তারার অপরাধ কি?" লক্ষ্মীমণি কহিলেন,—"অপরাধ খুব! তারা চোরাই মাল কিনে মহান্তকে বেচ্‌তো; মহান্ত আবার তাই পালিয়ে পোদ্দারের দোকানে বেচ্‌তো; এখন নবাবের বৌয়ের এক ছড়া চিক্‌ ধরা পড়েছে!" মাঝ হইতে শনি পাগলী বলিয়া উঠিল,—"দূর [illegible] কেন? কাণ-বালা!" মোক্ষদা কহিল,—"বাড়ীতে ওঁরা বলাবলি কর্‌ছিলেন, মহান্ত আর তারামণিকে মুখোমুখী ক'রে দাঁড় করিয়ে, ডাল-কুত্তো দিয়ে খাওয়াবে।" শনি পাগলি বলিয়া উঠিল,—"ডাল-কুত্তো কেন?—তাদের বাঘের গর্ত্তে ছেড়ে দেবে।" লক্ষ্মীমণি কহিলেন,—"মাগো! মাগীর পেটে এত বিদ্যেও ছিল! আমরা বরাবর ভেবেছি আস্—বৃন্দাবন যাওয়া,

রথ-দোল করা, এত টাকা পাব কোথায় ?"

এদিকে [illegible] ঠাকুরটির [illegible] বাজনা ওঠায়, পাড়ার লোকেরা সকলেই প্রহ্লাদযুক্ত হই-লেন। এই সময়, কিরণবালাও নববেশে সাজিয়া উপস্থিত। হরসুন্দরী কিরণকে দেখিয়া কহিলেন,—"কিরণ! মৃণাল যদি যেতে চায়—তো ওকে নিয়ে যাস্ এখন—আমি একটু সকাল সকাল যাব।" কিরণ সম্মত হইলে, ত্রিগুণা-সুন্দরী প্রস্থান করিলেন।

কিরণ, গৃহমধ্যে যাইয়া দেখে, মৃণাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন করিয়া আছে। "সই—ও সই! তুই শোলি, না ঘুমিলে? ওমা, তোর চোকে জল যে—সই কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাঁদছিস্?" অতঃপর, হাত ধরিয়া, "ওঠ" বলিয়া টানিতে লাগিল।

মৃণাল বিরক্তির সহিত উত্তর দিলেন,—"যা! করিস্ কি? আমার অসুখ!"

"তোর অসুখ কি আর সারবেনা?"

"সারবে মলে।"

"ওঠ, ওষুধ এনেছি।"

মৃণাল, তৎশ্রবণে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কই? কি ওষুধ, বল?"

"ওষুধ কি বলে—খায়।"

"আমি খাবার ওষুধ চাইনে।"

"শুন্ছি—হরগোবিন্দ বাবুকে জামাই বাবু ফিরিয়ে এনেছেন।"

"নাইরি!"

"না ভাই মিথ্যে বলবো না, ফিরিয়ে আনেন-নি; তবে তাঁর কল্কাতার ইংরেজদের কুটীতে চাকরী হয়েছে—দেখে এসেছেন। চল না, দেওয়ানজী-বাড়ী ঠাকুর দেখ্তে গিয়ে, জেনে আসি।"

মৃণাল মনে মনে ভাবিয়া ভাবিলেন—"কল্কাতায় যদি চাকরী হয়ে থাকে, তারা যাচ্ছেন, ঠিক খরচ এনে দিত। কিন্তু আমার কপালেই সে বিপদে পড়্লো। আমার এমুনি কপাল, যে ডালটা ধরি, সেইটেই ভেঙে পড়ে।"

এই সময় এক সন্ন্যাসী, 'মা কোথায় গো' বলিয়া, বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং দুইটী বালিকা ব্যতীত আর কেহই নাই দেখিয়া, প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিলেন। মৃণাল, তদ্দর্শনে কিরণকে কহিলেন,—"সই ওঁকে আস্তে বল। কোন্ ছলে কোন্ দেবতা আসেন, বলা যায় না।"

কিরণ, তৎশ্রবণে সন্ন্যাসীকে ডাকিল। সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলে, মৃণাল, কুশাসন পাতিয়া দিয়া, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী "চিরসুখী হও" বলিয়া, আশীর্ব্বাদ করিলেন; এবং পরক্ষণেই মৃণালবালার মুখ-প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—"মা, তোকে এমন উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল দেখ্ছি কেন? তোর কি কোন অসুখ হয়েছে? দেখি—হাতখানা দেখি?"

মৃণাল হস্ত-প্রসারণ করিলে, সন্ন্যাসী, অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক হস্ত পরিত্যাগ করিলেন।

কিরণ জিজ্ঞাসা করিল,—"ঠাকুর, কি দেখ্লেন?"

"উপস্থিত বড় কষ্ট যাচ্ছে। আরও কষ্ট আছে। এমন কি—"

বলিতে বলিতে, সন্ন্যাসী আর বলিলেন না।

কিরণ সভয়ে কহিল,—"ঠাকুর! উপায়?"

সন্ন্যাসী কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"উপায়? আচ্ছা, যা হয়, আমি করবো। যখন সমূহ বিপদ উপস্থিত হবে, আমাকে স্মরণ করবে।"

"আপনাকে কোথায় পাব?"

"এই গ্রামের প্রান্তভাগে মাঠে যে প্রকাণ্ড বটগাছ আছে, যাহাকে পঞ্চাননতলা কহে,

ভাবিতেছিলেন—"মিন্সে যেমন বলে—গণেশ লিখ্‌তে জানে না, হাত কাঁপে; এই সময় এলে, একবার দেখাই তারে—কৈ, কেমন হাত কাঁপে গণেশের!"

ইতিমধ্যে গণেশ বলিয়া উঠিল,—"দিদি এক হাঁড়ি সন্দেশ না লিখে একহাঁড়ি বাতাসা লিখি।"

"সে কিরে! আমি সন্দেশ পাঠাচ্ছি, আর তুই বাতাসা লিখ্‌বি!" বলিয়া, বড়-বৌ বকিয়া উঠিলেন।

গণেশ সন্দেশ বানান জানিত না; সুতরাং কহিল,—এ-এ-এও মিষ্টি, ও-ও-ও ও মিষ্টি।"

কিন্তু বড়-বৌ কিছুতেই শুনিলেন না; কহিলেন,—"না, তুই সন্দেশ লেখ।" তখন অগত্যা "সনেশ" লিখিয়া, গণেশ পত্রখানি ইতি করিল।

মাতা কহিলেন,—"আচ্ছা, দু-একখানা গহনা ত চাই!"

"আমি সব দেন, সেজন্যে ভাবনা নেই।"

গণেশ কহিল,—"অ-অ-অ-অত ভাবছিস কেন? দি-দি-দি-দিদি বো-বো-বো-বৌকে সব দেবে। আর আমারও কি স-স-স-সত্য অতোদিন চাকরী হবে না।"

"ওরে হতভাগা ছেলে! অঘ্রাণ মাসে বিয়ে, তোর তখন চাকরী হবে কেমন করে?" এই বলিয়া মাতা আপনা-আপনি এই বলিতে লাগিলেন,—কি যে করি! আবার কতগুলো উনোন পাত্‌তে হবে, কাঠ তৈয়ের করতে হবে।"

গণেশ কহিল,—"মা তু-তু-তু-তুই ভাবিসনে —বাড়ীর পাশে যে জি-জি-জি-জিউলি গাছ গুলো আছে, কে-কে-কে-কেটে কাঠ করে দেব।"

বড়-বৌ কহিলেন,—"ওরে জিউলি-কাঠের ঢেঁকি, জিউলি কাঠ কি কস্মিন কালে শুকোয়।"

মাতা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওরা স্বীকার হবে তো?"

বড়-বৌ কহিলেন,—"হাত ধুয়ে বসে আছে। মা, তোমার ছেলে যে কত বড় লোকের শালা, তা তো জানো না? তোমার জামাই, যে ঢাকার নবাবের দেওয়ান সেখানে ওঁর বড় মান, প্রত্যহ টাট্‌কা ইলিশ্ না হ'লে ভাত খেতে পারেন না।"

"তোরা মা সুখে থাক্; তাতেই আমার সুখ।"

গণেশ কহিল,—"দিদি, ডি-ডি-ডি ডিমোলা ইলিশ্?"

এই সময়, মৃণালবালা, কিরণবালা ও আরও দুই একটী বালিকা আসিয়া দেওয়ান-বাড়ীতে উপস্থিত হইল। সুখদা, "এস দিদি" "এস দিদি" বলিয়া, ছুটিয়া গিয়া হাত ধরিল; এবং মাতার সহিত দেখা করাইয়া দিল। মৃণালকে দেখিয়া মাতার হরগোবিন্দকে মনে পড়িল; তিনি মৃণালকে কোলে বসাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শেষে, মৃণালের হস্তে চারিটী টাকা দিয়া, বড়-বৌকে দেখাইয়া আনিতে কহিলেন।

সুখদা তখন, মৃণালের হস্ত ধরিয়া অপরাপর বালিকাগণ সহ উপরে যাইয়া কহিল,—"বৌ দেখ, এইটির সঙ্গে ছোট-দাদার বিয়ে!" এই বলিয়া বালিকাগণসহ মৃণালকে বসাইয়া, রাখিয়া সুখদা প্রস্থান করিল।

সুখদা প্রস্থান করিলে, বড়-বৌ মাতার গা টিপিয়া দেখাইলেন,—"এই মেয়েটি!"

মাতা কহিলেন,—"দিব্য মেয়েটি!"

বড়-বৌ কহিলেন,—"গণেশ! দেখ দেখি, এই মেয়েটীকে তোর পছন্দ হয়?"

"আ-আ-আ—আমি একবার নি-নি-নি নীচেয় যাই।" এই বলিয়া, গণেশ, পলা-

হইবার চেষ্টা পাইল। কিন্তু তাহার মাতা তাহাকে চাপিয়া ধরিলেন।

বড়-বৌ বকিয়া উঠিলেন,—"খা—আরও গুড় খা! আ! হতভাগা ছোঁড়া।" এই বলিয়াই, বড়-বৌ, কথাটা চাপা দিয়া লইলেন,—"তা' বয়েস হ'লেই ওটুকু সেরে যাবে।"

মাতাও তাহাতে সায় দিলেন,—"তা যাবে বৈ কি?—যাবে বৈ কি!"

এই সময় বড়-বৌ বাক্স হইতে দুইটী টাকা বাহির করিয়া মৃণালের হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন,—"সন্দেশ কিনে [illegible]।" "মৃণাল, টাকা দুইটী লইয়া, বড়-[illegible]র মাতার হাতে দিয়া প্রণাম করিলেন।

"বেঁচে থাক; কত দেবে; এখন ছেলেমানুষ—টাকা দিয়ে প্রণাম কেন?—"এই বলিয়া, টাকা দুইটী আঁচলে বাঁধিলেন।

একটী বালিকা কহিল,—"বেস ছেলেটী; তবে রঙটী একটু ময়লা।"

মাতা কহিলেন,—"আহা বাছা আমার রোগে রোগে ফরসা হ'তে পেলে না!"

এমন সময় ঘোষপাড়ার মেজো-পিশি বলিয়া উঠিলেন,—"তা না হক, কেষ্ট রাধিকের মিলন হ'বে। পেটে গুণ থাক্‌লে, রং ময়লায় আসে-যায় কি।"

কিরণমালাও গণেশের লিখিত চিঠিখানির প্রতি লক্ষ্য করিয়া, অমনি উত্তর দিল,—"তা তো বটেই! তবে যদি কলমের খোঁচায় কাগজখানা না ছিঁড়্‌তো?"

গণেশ তাড়াতাড়ি বলিতে গেল,—"ম-ম-ম-মন্দ ক-ক-ক-কলম দি-দি-দি-দিলে কি কর্‌বো?"

সঙ্গে সঙ্গে বালিকাদের ভিতর হাসির একটা গর্‌রা উঠিয়া গেল। এদিকে, সুখদা আসিয়া সকলকে নীচেয় লইয়া গেল। যা'বার সময়, কিরণমালা বলিতে বলিতে গেল,—"বাবা! কি সর্ব্বনেশে তোত্‌লা!"

মাতা কহিলেন,—"আমার কপালের দোষ!"

গণেশ জিজ্ঞাসিল,—"কি মা?"

মাতা কহিলেন,—"সাত-তাড়াতাড়ি কথা কইলি কেন—হতভাগা ছোঁড়া? ওরা তোকে তোত্‌লা জেনে গেল! বিয়ে হওয়া এখন সাতহাত জলে পড়্‌লো।"

গণেশ দুঃখিতভাবে কহিল,—"মা ত-ত-ত তবে কি হবে মা?"

বড়-বৌ হাসিয়া কহিলেন,—"ভয় কি

শ্রীদুর্গাচরণ রায়।

বাঙ্গালা অভিধান

বাঙ্গালা ভাষায় প্রায় কুড়ি বুড়ি ব্যাকরণ, এবং অন্ততঃ সাড়ে বার গণ্ডা অভিধান আছে। কিন্তু তথাপি বাঙ্গালা-ভাষা-শিক্ষার্থীর শিক্ষা সুচারুরূপে হয় না; শিক্ষার পিপাসা মিটে না; সুতরাং অনেকেই বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে বড়ই নারাজ। কারণ, এতগুলা ব্যাকরণের মধ্যে, ডাক্তার বেনের ইংরাজী ব্যাকরণের মত একখানিও নাই; এবং এতগুলা অভিধানের মধ্যে

ওয়েবেষ্টরের অভিধানের মত একখানিও কোষ নাই। ব্যাকরণের বিষয়ে আলোচনা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে; এবং সম্যক্‌রূপ তাদৃশী আলোচনা আমার মত লোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। মাননীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় এ বিষয়ে সম্পূর্ণ পারদর্শী, এবং 'অনুসন্ধান' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় তিনি এ বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনাও করিয়াছেন। যদিও এতৎ আলোচনা পর্য্যাপ্ত নহে, তথাপি, ভরসা করি, বিদ্যানিধি মহাশয়, সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালা ভাষার পক্ষোদ্ধার না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না। যিনি দানসাগরের অধিকারী, তাঁহার পক্ষে তিল কাঞ্চন কি দেখিতে হয়? ইংরাজীতে নানা ভাবের অভিধান আছে। কোন অভিধানে কেবল প্রতিশব্দ আছে, কোন অভিধানে শব্দ সকলের নানার্থ আছে; কোন অভিধানে প্রতিশব্দের পরস্পর তুলনায় বিচার আছে; কোন অভিধানে শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় সকল আছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। সুতরাং পাঠকের জানিতে কৌতূহল জন্মে; ভবিষ্যতে কি নাই হয়। বাঙ্গালা ভাষায় কি বিবিধ অভিধান সংগৃহীত হইতে পারে না? অবশ্যই পারে। আমরা এই প্রস্তাবে একপ্রকার শব্দের আলোচনা করিব। অর্থাৎ ভাষাতে সংখ্যাবাচক কতকগুলি শব্দ আছে, যাহা সচরাচর আলাপ বা লিখনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অথচ অনেকেই তাহাদিগের অর্থ জানেন না। আমরা ক্ষুদ্র একটী 'পেরাগ্রাফ' রচনা করিয়া, এই শ্রেণীস্থ শব্দের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিতেছি। যথা,—

'চতুর্বর্ণান্তর্গত ব্যক্তিগণের সাধারণ নাম হিন্দু। হিন্দুর জীবন চতুরাশ্রমে বিভক্ত; তন্মধ্যে দ্বিতীয় আশ্রমটী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জন্মমাত্র জীবগণকে যে ত্রিবিধ ঋণে আবদ্ধ হইতে হয়; তন্মধ্যে প্রথমাশ্রমে ষড়ঙ্গবেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষি-ঋণ মাত্র পরিশোধ হয়, অপর দুইটী ঋণ গৃহস্থাশ্রমেই শোধ করিতে হয়। গৃহীকে ষড়্‌রিপু বশীভূত ও চতুর্দ্দশেন্দ্রিয় পরাজয়-পূর্ব্বক ধর্ম্মপথে থাকিয়া চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে হইবে। দশ ব্যসন ও দ্বাদশ মদ্যাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে। গৃহে পঞ্চবটী স্থাপন, পঞ্চাগ্নিপ্রজ্বালন, ও পঞ্চশস্য সঞ্চয় করিতে হইবে।" ইত্যাদি।

পাঠক দেখিবেন, এই ক্ষুদ্র রচনাটীতে দ্বাদশটী সংখ্যাবাচক শব্দ আছে। কিন্তু দুই চারিটী ভিন্ন স্কুলেকেই অপর শব্দগুলির অর্থ জানেন না। আমরা ক্রমশঃ এই শ্রেণীস্থ শব্দসকলের ব্যাখ্যা পাঠকগণকে উপহারস্বরূপ প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এই শব্দগুলি "অ"কারাদি ক্রমে লিখিত হইবে। অদ্য আমরা "অ" ও "এ" স্বরাদ্য শব্দগুলি মাত্র প্রদান করিলাম।

অষ্ট (কোপজ) দোষ—দুষ্টতা, দৌরাত্ম্য, [illegible], দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, প্রতারণা, কটূক্তি ও নিষ্ঠুরতাচরণ।

অষ্টশক্তি—ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, ঐন্দ্রী, বারাহী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, চামুণ্ডা ও চণ্ডিকা।

অষ্টবিবাহ—ব্রাহ্ম, আর্ষ, প্রাজাপত্য, দৈব, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ।

অষ্টক্ষার—পলাশবীজ, অপামার্গ, তেঁতুল, অর্ক, তিল, নাল, যব, সাজ্জিকা।

অষ্টবসু—আপ, ধ্রুব, সোম, অনল, অনিল, ধর, প্রত্যূষ, ও প্রভাব।

অষ্টবর্গ—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী ও ক্ষীর কাকোলী।

অষ্টমূর্ত্তি—সর্ব্ব (ক্ষিতির), ভব (জলের), রুদ্র (অগ্নির), উগ্র (বায়ুর), ভীম (আকাশের), পশুপতি (যজমানের), মহাদেব (চন্দ্রের), ঈশান (সূর্য্যের) তন্ত্রসার মতে এই আটটী। কিন্তু

স্কন্দপুরাণের মতে—পঞ্চভূত, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি—এই আটটী।

অষ্টমূত্র—ছাগী, মেষী, গবী, মহিষী, ঘোটকী, হস্তিনী, গর্দ্দভী ও উষ্ট্রীর মূত্র।

অষ্টমঙ্গল (মাঙ্গল্য দ্রব্য)—ব্রাহ্মণ, গো, অগ্নি, সুবর্ণ, ঘৃত, সূর্য্য, জল ও রাজা।

অষ্টভৈরব—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ ও সংহার।

অষ্টনায়িকা—মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী ও কৌমারী।

অষ্টনাগ—অনন্ত, বাসুকী, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট ও শঙ্খ

অষ্টধাতু বা লোহক—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসা, কান্তি লৌহ, রঙ্গ, লৌহ ও ইস্পাত।

অষ্ট দিগ্‌গজ—ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্ব্বভৌম ও সুপ্রতীক।

অষ্টদিক্‌পাল—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, মরুৎ, কুবের, ও ঈশান।

অষ্টদোষ—পৈশুন্য, সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, বাগ্দণ্ডজ, পারুষ্য ও ক্রোধজ।

অষ্টক্ষীর—ছাগী, মেষী, গবী, মানুষী, হস্তিনী, ঘোটকী, উষ্ট্রী, ও মহিষী দুগ্ধ।

অষ্টসিদ্ধি বা ঐশ্বর্য্য—অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামবসায়িতা।

অষ্টাঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি। ইতি অষ্টবিধ যোগ। প্রণাম করিতে যে অষ্টাঙ্গ লাগে, তাহা:—জানু, পাদ, হস্ত, উরস্, বুদ্ধি, শিরঃ, বাক্য ও চক্ষু। শরীরের অষ্ট অবয়ব যথা:—দুইহস্ত, হৃদয়, কপাল, দুইচক্ষু, কণ্ঠ ও মেরুদণ্ড। মতান্তরে, দুই হস্ত, হৃদয়, কপাল, দুই চক্ষু, মন ও বাক্য।

অষ্ট স্থান (চিকিৎসা সম্বন্ধে)—সূত্র, শারীর, স্থান ঐন্দ্রিয়, চিকিৎসা, নিদান, বিমান, বিকল্প ও সিদ্ধি।

অষ্টাদশ পুরাণ—ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লৈঙ্গ, বরাহ, স্কান্দ, বামন, কৌর্ম্ম, মাৎস্য, গারুড় ও ব্রহ্মাণ্ড।

অষ্টাদশ উপপুরাণ—আদি, নৃসিংহ, বায়ু, শিবধর্ম্ম, দুর্ব্বাস, নারদ, নন্দিকেশ্বর, উশন, কপিল, বরুণ, শাম্ব, কালিকা, মহেশ্বর, পদ্ম, দেব, পরাশর, মরীচি ও ভাস্কর।

অষ্টাদশ পর্ব্ব (মহাভারতের)—আদি, সভা বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, নারী; অনুশাসন, শান্তি, অশ্বমেধ, আশ্রমিক, মুষল, মহাপ্রস্থান, স্বর্গারোহণ।

একাদশ করণ—বব, বালব, কৌলব, তৈতিল, গর, বণিজ, বিষ্টি, শকুনি, চতুষ্পাদ, নাগ ও কিন্তুঘ্ন

একাদশ অগ্নিকণা—ধূম্র, অর্চ্চি, রুক্মা, জ্বলিনী, জ্বালিনী, বিস্ফুলিঙ্গিনী, সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা, হব্য ও কব্য।

একাদশ রুদ্র—অজ, একপাৎ, অহির্ব্রধ্ন, পিণাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হরণ, ঈশ্বর। ইহাঁদের একাদশ রুদ্রও বলে।

একান্ন পীঠ—হিঙ্গলা বা হিমালয়, সর্কর, তারা, করতোয়াতট, শ্রীপর্ব্বত, সুগন্ধা, বক্রনাথ, গোদাবরী, গণ্ডকী, অনল, পঞ্চসাগর, জ্বালামুখী, কাশ্মীর, শ্রীহট্ট, ভৈরব পর্ব্বত, প্রভাস, প্রভাসখণ্ড, জনস্থান, প্রয়াগ, মানসরোবর, চট্টগ্রাম, মিথিলা, রত্নাবলী, মণিবন্ধ, মণিবেদ, উজানি, রণখণ্ড, বেহুলা, বক্রেশ্বর, জালন্ধর, রামগিরি, বৈবস্বত, বৈদ্যনাথ, উৎকল, হরিদ্বার, কোঁক, কাঞ্চী, কালমাধব, নর্ম্মদা, কামরূপ, মলব, স্রোতা, জয়ন্তী, নেপাল, ত্রিবোতা, ত্রিপুরা, ক্ষীরগ্রাম, কালীঘাট, বিভাস; কুরুক্ষেত্র, বিক্স্যশেখর।

শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র।

মানব-কলঙ্ক।

(৪)

গর্ভাধান।

গর্ভাধান অতীব গুরুতর কার্য্য। যাহারা নিকৃষ্ট পাশবী প্রবৃত্তির তৃপ্তিবিধান নিমিত্ত কালাকাল বিচার না করিয়া পরস্পরের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যথা তথা ও যখন তখন সঙ্গত হয়, তাহাদিগের পক্ষে ইহা গুরুতর কার্য্য নহে; কারণ, তাহাদের স্বভাব নিতান্ত দূষিত; কিন্তু যাঁহারা স্ববংশের স্বজাতির ও স্বদেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রকৃতির একটী পবিত্র কার্য্য সম্পাদন করিতেছে মনে করিয়া স্ত্রীপুরুষে পরস্পর সঙ্গত হয়েন, তাঁহাদেরই পক্ষে গর্ভাধান অতীব গুরুতর কার্য্য। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, গর্ভাধান-সময়ে স্ত্রীপুরুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা যেরূপ থাকিবে, গর্ভ-উৎপন্ন শিশুর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ঠিক সেইরূপই হইবে। এই মহাবাক্যের সত্যতা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। এইজন্য হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ, শুভদিনে শুভক্ষণে সুস্থশরীরে ও উৎফুল্লচিত্তে গর্ভাধান করিতে বিধান দিয়াছেন। কিন্তু সেই মঙ্গলময় বিধান কয়টী লোক গ্রাহ্য করেন? কয়জন ব্যক্তি পুত্রোৎপাদনের অভিলাষে পবিত্রহৃদয়ে পত্নীতে উপাগত হয়েন? ভাবিয়া দেখিতে গেলে কিছুতেই ঘৃণা ও জুগুপ্সা সম্বরণ করা যায় না! সমগ্র মানবসমাজ কি পতিত? মানুষী প্রবৃত্তি কি পাশবী হইয়া পড়িয়াছে? পশুরাও যে, অনেক বিষয়ে মানুষ অপেক্ষা ভাল; পশুগণ যথাকালে স্ত্রীতে সঙ্গত হইয়া থাকে; কিন্তু মানুষের কালাকাল নাই, পাত্রাপাত্র বিচার নাই; তাহাদের উদ্দেশ্য দূষিত, অভিপ্রায় বিগর্হিত, আচরণ নিতান্ত কলঙ্কিত। এই যে প্রতি বৎসর অসংখ্য শিশু কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, অগণ্য ভ্রূণ গর্ভেই নষ্ট হইতেছে, কতশত নরনারী অকালে ইহলোক ত্যাগ করিতেছে, ইহার কারণ কি? আর যে দেশে পূর্ব্বে প্রায় প্রতিগৃহেই ধার্ম্মিক ও সুবুদ্ধিমান পুত্র জন্মিত, ভীম ও প্রতাপসিংহের ন্যায় বীর পুত্রগণ উদ্ভূত হইত সে দেশে এখন হীনমেধ, ক্ষীণবুদ্ধি, ধর্ম্মজ্ঞানহীন, দুর্ব্বল এবং পুরুষনামের অযোগ্য পুত্রগণ উৎপন্ন হইতেছে কেন? সকলই কি তাঁহাদের নিজ নিজ কর্ম্মফল? পিতামাতার কি দোষ নাই? পিতামাতা যদি বুঝিয়া যথাকালে সুস্থশরীরে সুস্থচিত্তে পরস্পরে সঙ্গত হয়, পুত্রোৎপাদনই যদি তাহাদের পবিত্র অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে এরূপ অসংখ্য রোগ-শোকে লোকে জর্জ্জরিত হইত না। অতএব, গর্ভাধান-কালে স্ত্রী-পুরুষের শরীর সুস্থ এবং মন উৎফুল্ল ও পবিত্র থাকিলে এবং গর্ভাধানকে গুরুতর কার্য্য বলিয়া স্মরণ রাখিলে গর্ভে সবল ও সুবুদ্ধি শিশু উৎপাদিত হইতে পারে।

ভ্রূণের ক্রমস্ফূরণ কালকে জননীর গর্ভকাল বা গর্ভাবস্থা বলে। এই অবস্থা গর্ভিণীর পক্ষে অতীব সঙ্কটময়। এই সময়ে তাঁহার শরীরে নানা প্রকার অবস্থান্তর হইতে থাকে। এই সময়ে তাঁহার গুরুতর দায়িত্ব; তাঁহাকে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিতে হইবে। কারণ, তাঁহার শারীরিক ও মানসিক মঙ্গলের উপর গর্ভস্থ ভ্রূণের সমস্ত মঙ্গল নির্ভর করে। তাঁহার শরীর অসুস্থ হইলে ভ্রূণের সমস্ত মঙ্গল নির্ভর করে। তাঁহার শরীর অসুস্থ হইলে ভ্রূণের

শরীর অসুস্থ—এমন কি বিপন্ন হইতে পারে; তাঁহার শোণিত দূষিত হইলে ভ্রূণের শোণিত দূষিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার শোণিত বিশুদ্ধ এবং শরীর নিরাময় থাকিলে শিশুর শরীর বিশুদ্ধভাবে পরিপুষ্ট হইতে থাকে। মাতার জীবনীশক্তি পর্য্যাপ্ত থাকিলে শিশু যেন জীবনীপূর্ণ বিশাল প্রস্রবণ হইতে আপনার শক্তি সঞ্চয় করিয়া থাকে। ফলতঃ যখন গর্ভস্থ শিশুর মঙ্গলের উপর পিতা-মাতার—এমন কি সুবিশাল মানব-সমাজের সুখ ও উন্নতি নির্ভর করিতেছে, তখন এই সঙ্কটময় কালে গর্ভিণীকে [illegible] সতর্কভাবে রক্ষা করা উচিত। প্রাচীন হিন্দু ও গ্রীকগণ গর্ভিণীকে যেরূপ যত্নসহকারে সতর্কভাবে রক্ষা করিতেন, পৃথিবীর অন্য কোন জাতিকে সেরূপে রক্ষা করিতে দেখা যায় না। হিন্দুরা বলেন, গর্ভিণীকে সর্ব্বদা আমোদে রাখিতে হইবে; তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ সুনীতি ও সংকথা শুনাইবে; ফলতঃ তাঁহার মন যাহাতে সুস্থ ও আনন্দিত থাকে এবং চিত্তের সদ্বৃত্তি সকল স্ফূর্ত্তি পায়, তাহাতে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যাহাতে ভীতি, শোক ও দুঃখের উদয় হইতে পারে, যাহাতে মনোমধ্যে কলুষিত ভাব বিকাশ পাইতে পারে, এরূপ কথা বা ভাবভঙ্গী করিতে নাই। এই বিষয়ে প্রাচীন গ্রীকজাতিরও বিশেষ লক্ষ্য ছিল; যাহাতে গর্ভিণীর শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের উন্নতি হয়, তাঁহারা তাহা করিতেন:—এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা গর্ভিণীকে মধুর সঙ্গীত শুনাইতেন, সুন্দর সুন্দর আলেখ্য দেখাইতেন, এবং সুদৃশ্য শিল্পদ্রব্যজাত ও কারুকার্য্য নয়নসমক্ষে স্থাপন করিতেন।

চিকিৎসাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন অবস্থায় থাকে,—সহজেই তাহাদের দুঃখ, অভিমান ও রোষের উদয় হয়, একবার এই সকল বৃত্তির উদয় হইলে, অনেক সময় তাহারা দমন করিতে পারে না। ইহার পরিণাম অতীব ভয়ানক। ইহাতে গর্ভস্থ সন্তান ও জননী উভয়েরই বিষম বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। এইজন্য তাহাদিগকে সর্ব্বদা মিষ্ট কথায় তুষ্ট রাখিতে হইবে এবং মধুর আলাপনে চিত্তের মালিন্য দূর করিতে হইবে।

গর্ভাধান-কালে দম্পতীকে যেরূপ সাবধানে থাকিতে হয়, গর্ভাবস্থায় তাহা অপেক্ষা অধিক সাবধানে থাকা উচিত। এরূপ করিতে হইলে গর্ভাবস্থায় সংসর্গ বন্ধ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে করুণাময়ী প্রকৃতি সতীর যে কি উদ্দেশ্য, ইতর প্রাণীর ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলে তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। কোন্ কোন্ সময়ে পুরুষের সহিত সঙ্গত হইতে হইবে, সহজবুদ্ধিতে তাহা বেশ বুঝিতে পারে; এই জন্য গর্ভাবস্থায় তাহারা কিছুতেই পুরুষকে কাছে আসিতে দেয় না। এইরূপ কার্য্যের অভিপ্রায় যে অতীব মঙ্গলকর তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পশুগণ যে কার্য্য দূষনীয় ও অনিষ্টকর বলিয়া পরিহার করে, আত্মাভিমানে স্ফীত মানবগণ জগতের মধ্যে আপনাকে শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়াও অম্লানবদনে অসঙ্কোচে সেই কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীসংসর্গ যে একান্ত দূষণীয় ও পরিহার্য্য, তাহা কেহ একবার ভাবিয়া দেখে না। জঘন্য ইন্দ্রিয়-পিপাসার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে যাইয়া তাহারা গর্ভিণীর ও আপনার সর্ব্বনাশ করে এবং ভাবী সন্তানের সুখ ও উন্নতি-পথে স্বহস্তে কণ্টক রোপণ করিয়া থাকে। সমগ্র জীবজগৎ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখ—দেখিতে পাইবে যে, একমাত্র মানব ভিন্ন

অন্য কোন প্রাণীই গর্ভিণীর উপর এইরূপ পাশব ব্যবহার করে না; ইহাতে মানবের মানবত্ব কোথায়?—মানব যে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট! আজি যে অসংখ্য সন্তানকে মৃগী মূর্চ্ছা প্রভৃতি বিবিধ স্নায়বিক রোগে নিপীড়িত দেখা যায়, লক্ষ লক্ষ পুত্রকন্যা যে মূর্খ, ক্ষিপ্ত ও উন্মত্ত হইতেছে—তন্মধ্যে কেহ বিকলাঙ্গ, কেহ বা বিকৃতবুদ্ধি—ইহার কারণ কি? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, মানবের উৎকট সম্ভোগ-পিপাসা। এই জঘন্য কার্য্য দ্বারা কেবল যে, ভাবী সন্তানের অমঙ্গল হয়, এমত নহে; গর্ভিণীও অশেষ কষ্টে নিপীড়িত হয়েন—কখন গর্ভস্রাব, জরায়ুর প্রদাহ বা তাহাতে ক্ষত, কখন বা অন্যান্য নানাবিধ সাহানুভূতিক পীড়ায় কষ্ট পাইয়া থাকেন। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া মানবমাত্রেরই গর্ভাবস্থায় স্ত্রীসংসর্গ হইতে বিরত হওয়া উচিত।

গর্ভাবস্থা গর্ভিণীর পক্ষে বড়ই বিষম কাল; স্বাস্থ্যের সামান্য ত্রুটি বা অনিয়মে অথবা অল্প অত্যাচারেই গর্ভিণীর এবং সেই সঙ্গে গর্ভস্থ শিশুর স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে পারে; সেইজন্য এই সময়ে গর্ভিণীর স্বাস্থ্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক; ইহাতে যে কেবল গর্ভিণীর মঙ্গল সাধিত হইবে এমত নহে, গর্ভস্থ শিশুরও স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। শিশু যতদিন গর্ভমধ্যে থাকে, ততদিন মাতার শোণিত দ্বারাই তাহার পোষণকার্য্য সাধিত হয়; সেই শোণিত মাতার শরীর হইতে সন্তানের শরীরে বাহিত হইয়া তাহার জীবন রক্ষা করে; সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, মাতার শোণিতই শিশুর জীবনী-শক্তির একমাত্র প্রস্রবণ। এই প্রস্রবণ দূষিত হইলে শিশুর স্বাস্থ্য নষ্ট—এমন কি জীবন বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিলে গর্ভস্থ শিশুর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং থাকিবে এবং তাহার ক্রমস্ফুরণে কোন প্রকার বাধা ঘটিবে না। গর্ভিণীর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, পথ্য, পরিশ্রম, বিশ্রাম, নিদ্রা প্রভৃতি কয়েকটী বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। গর্ভিণীর পথ্য যত সুপাচ্য অথচ পুষ্টিকর হয়, ততই মঙ্গল। আমিষ অপেক্ষা সুপক্ক ও সদ্য ফলমূলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে; আমাদের দেশে সচরাচর যে সকল কন্দমূলফলাদি ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে আলু, কপি, বেগুন, মটরশুটি ও বিট এবং রম্ভা, কমলা-নেবু, তরমুজ, আতা, পেয়ারা, আম, জাম, আনারস ব্যবহার করা যাইতে পারে। মৎস্য অল্প পরিমাণে আহার করিবার বাধা নাই; যদি কেহ মাংস না খাইলে থাকিতে পারেন না, তাহা হইলে তাহা অতি অল্পপরিমাণে দেওয়া কর্ত্তব্য। মাংসাহারে গর্ভিণীর স্বাস্থ্য নষ্ট হইবারই সম্ভাবনা, এইজন্য ইহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিলেই মঙ্গল। গর্ভাবস্থায় অনেক স্ত্রীলোকের অধিক অম্ল সেবনে রুচি বৃদ্ধি পায়; ইহা সর্ব্বথা পরিহার করা কর্ত্তব্য; তবে যদি কেহ অম্ল ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁহাকে অল্পপরিমাণে পাকা তেঁতুল বা কুল দেওয়া যাইতে পারে। আহার যত পরিমিত হয়, ততই ভাল। পানীয় দ্রব্যের মধ্যে বিশুদ্ধ জল ও দুগ্ধ সেবনীয়। সকল প্রকার উত্তেজক পেয় হইতে নিবৃত্ত থাকা উচিত;—এমন কি, যদি কাহারও চা সেবন করা অভ্যাস থাকে, এই সময়ে তাহাও পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

লঘু ও পরিমিত আহার স্বাস্থ্যরক্ষার যেরূপ সহায়তা করে, লঘু ও পরিমিত পরিশ্রম হইতে সেইরূপ সাহায্য পাওয়া যায়। আদৌ কোন পরিশ্রম না করিয়া ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যেমন অস্বাস্থ্যকর, সেইরূপ আবার

অপরিমিত পরিশ্রম করিয়া শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলে স্বাস্থ্যের হানি হইয়া থাকে। এইজন্য অল্প অল্প পরিশ্রম—যাহাতে শ্রান্তি বা ক্লান্তি না হয়—করা সর্ব্বথা বিধেয়। ইহাতে শোণিত সঞ্চালন-কার্য্য সম্যক্‌রূপে সাধিত হয় এবং গর্ভিণী ও গর্ভস্থ সন্তানের স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হইয়া থাকে। অনেকে বলেন যে, হস্তদ্বয়ের অপেক্ষা চরণদ্বয়ের পরিমিত চালনা করা ভাল। পল্লী-গ্রামে কুলকামিনীগণ শৌচাদি ব্যাপারের নিমিত্ত মাঠে ঘাটে যাইতে পারেন, তাহাতে তাঁহাদের আবশ্যকমত ব্যায়াম এবং সেই সঙ্গে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা হয়। সহরে অবরোধ-প্রথা অতীব কঠোর; এখানে তাঁহারা গৃহের বহির্ভাগে আসিতে পারেন না; এইজন্য পল্লীবাসিনীগণের ন্যায় বিস্তৃত ময়দানের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে পান না। এরূপ অবস্থায় স্ব স্ব বাসভবনের চতুঃসীমার মধ্যে যতটুকু বিশুদ্ধ বায়ু পান, সাধ্যমত সেবন করা এবং যতটুকু পাদচারণ করিতে পারেন, ততটুকু করা একান্ত উচিত।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

নৈদাঘ-নিশীথ স্বপ্ন।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্যের শেষাংশ।

(সুরেশ্বর, হেমলতা, অজয় এবং অনুচরবর্গের প্রবেশ।)

সুরেশ্বর।—

ধীরে ধীরে অবসিত চারি বিভাবরী।
মধুর কাকলী-স্বনে আবাহন-গীতি
সুপ্রভাতে বসাইছে রত্নসিংহাসনে।
আজি সে সুখের দিন!—আনন্দলহরী
খেলে প্রাণে—অচঞ্চল বিজলী-সমান।
সে মধুযামিনী আজি!—সুনীল অম্বর
ভাসিবে হাসিবে ক্রোড়ে—শুভ্র-নিরমল,
শরতের রজত-প্রতিমা নিশামণি—
প্রতিচ্ছবি ধরিবেন—স্বচ্ছ হৃদাকাশে;
বিবাহ-বিলাসে হ'ব বিভোর দু'জনে।
এস প্রিয়ে! দেখি গিয়ে—কিবা নবসাজে
সাজিয়াছে বৈজয়ন্ত পুরী মনোরম—
উঠিয়াছে কি মধুর সঙ্গীত-লহরী,
পবন-হিল্লোল-সনে দূর নভোস্থলে।

হেমলতা।—

যেন নাথ! সে উল্লাসে বিশ্ব মাতোয়ারা।
আনন্দে নির্ঝর কিবা নাচে; পিকবধূ
নিভৃত নিকুঞ্জ কিবা মাতায় সঙ্গীতে।
হাসে ধরা মনোহরা—শোভে বনস্পতি
নবীনা ব্রততী সহ—সে নব-বসনে।
যেদিকে নিরখি প্রাণ!—উলাস-অলস
সবে হেরি—কি মধু সঞ্চরে আহা মরি!

সুরেশ্বর।—(হঠাৎ মানদা প্রভৃতিকে দেখিয়া)

দেখ—দেখ!—একারা এখানে? নিতম্বিনী
সুচারুহাসিনী বামা!—অপ্সরী, কি পরী?

অজয়।—

নরনাথ! নহে এরা—অপ্সরী কি পরী!
প্রমদাসুন্দরী এই—তনয়া আমার!
কৃতঘ্ন বিনোদ এই; ওই সে বিপিন!
মানদা—নন্দের কন্যা, ওই সুরপতি!

বিস্ময় মানিনু এবে! অদ্ভুত দর্শন!—
নিদ্রাগত চারিজনে রহে এক ঠাঁই?

সুরেশ্বর।—

এসেছে নিশ্চিত এরা—রাখিতে সম্মান—
আমাদের, বিবাহ-উৎসব আজি শুনি
নিদ্রাভঙ্গে—জাগরণে, দেখিবে এখনি,
সে আনন্দে একান্তে করিবে যোগদান।
ভাল কথা মনে হ'লো! আজি না অজয়!
প্রমদা উত্তর দিবে—কারে ভালবাসে?

অজয়।—

সত্য প্রভু। আজি তার উত্তরের দিন।

সুরেশ্বর।—

যাও তবে! আদেশ করহ অনুচরে—
ভেরীনাদে জাগাইতে সুপ্ত-সবাকারে!

[ভৃত্যের ভেরী-বাদন। বিপিন, বিনোদ, মানদা এবং প্রমদার সচমকে জাগরণ।

সুমঙ্গল করুন বিধাতা। সমাগত—
এবে সে সুখদা ঋতুরাজ! আশা মোর—
কপোত-কপোতী সম রহ অনুরাগে।

বিনোদ।—

ক্ষম দাসে, নরনাথ!

সুরেশ্বর।—

দাঁড়াও তোমরা সবে সম্মুখে আমার।
জানিতাম—পরস্পরে ছিল বৈরীভাব;
মধুর মিলন হেন—অপূর্ব্ব ঘটন!
এত দ্বেষ—এত ঘৃণা, কোথা গেল এবে?
চির-নিমিলিত বুঝি সুষুপ্তি-আঁধারে!

বিনোদ।—

নাহি জ্ঞান—কি উত্তর দিব নরনাথ!
নিদ্রিত কি জাগরিত—বিভ্রম এমন!
সর্ব্বসাক্ষী দেবগণ—জানেন তাঁহারা;
না জানি নিশ্চিত কিছু—কেন বা এখানে!
গভীর আঁধারে ঘেরা সূক্ষ্ম স্মৃতিপাশে—
যতটুকু ক্ষীণদৃষ্টি পারে প্রবেশিতে,
সত্য ততটুকু দেব!—এইমাত্র জানি—
অমরার কঠোর বিধান হ'তে দূরে—
প্রমদার প্রেম-আশে আসিনু পলা'য়ে।

অজয়।—

ধর্ম্মরাজ! পাইলেন—প্রচুর প্রমাণ।
চোরের উচিত শাস্তি করুন বিধান।
কি বঞ্চনা—প্রতারণা—দেখছ বিপিন।
পিতা আমি—কন্যা নহে মম আজ্ঞাধীন?
প্রমদা তোমার পত্নী—আমার আদেশে!
দোঁহার অজ্ঞাতে তারে হরিল অনা'সে।

বিপিন।—

নরনাথ! যেইদিন নিভৃত নিশীথে—
বনপথে পলায়ন করিল দু'জনে;
সে বারতা মানদাসুন্দরী আনি দিলা।
সচকিতে ছুটিনু পশ্চাতে; মানদাও—
ধরিল বিহ্বল-প্রাণে পদাঙ্ক আমার।
এবে নাথ! জানি না কি দেব-প্রভা-গুণে—
দেবশক্তি সংশয় নাহিক তাহে কিছু—
এত প্রেম ভালবাসা প্রমদার প্রতি—
গলিল নীহার-সম!—কোথা ভেসে গেল!
এখন—এখন শুধু তার—অস্ফুট স্মৃতি
বিলাপিছে—শৈশবের ক্রীড়নক সম।
হৃদয়ের অধীশ্বরী মানদাসুন্দরী—
নয়নের আনন্দ-দায়িনী সে আমার—
এতদিন অজ্ঞানে ভুলিয়া ছিনু তারে।
বিকার-বিভ্রান্ত রোগী অথবা যেমন—
অমৃতে অনৃত-জ্ঞানে করে পরিহার।
এবে সে বিভ্রম দূর!—নীরস রসনা
তৃপ্ত পুনঃ সরস মধুর সুধাপানে।
আমি তার, সে আমার, তারে চাই শুধু-
মানদাসুন্দরী মম জীবনসঙ্গিনী।

সুরেশ্বর।—

শুভক্ষণে মিলিয়াছ প্রেমিকযুগল।

কিরূপে ঘটিল হেন, শুনিব সকল।
বৃথা অভিযোগ আর তোমার অজয়!
বিধিমতে হউক—প্রেমের চিরজয়।
মহেশ-মন্দিরে আজি, উৎসবের সনে,
চিরবদ্ধ হ'বে সবে প্রণয়-বন্ধনে।
ধীরে ধীরে দিনমণি নভে সমুদিত;
সূক্ষ্ম হ'তে খরতাপ ক্রমে প্রস্ফুটিত।
এস সবে! আর না—বিলম্বে কাজ নাই।
পরিণয়-উৎসবে মাতিগে চল যাই।
হেমলতে!—হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বরী!
এস প্রিয়ে!—জীবনের চির-সহচরী!

[সুরেশ্বর, হেমলতা, অজয় এবং অনুচরবর্গের প্রস্থান।

বিপিন।—

সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর—স্মৃতি লয়প্রায়!
সুদূর অচল যেন মেঘে পরিণত

প্রমদা।—

এ নয়ন—নূতন-সৃজিত মনে লয়!
সে ধাঁধা এখন যেন হইয়াছে লয়।

মানদা।—

বিনোদে লভিনু আজি! কি আনন্দ মনে!
পুনঃপ্রাপ্ত হারানিধি যেন শুভক্ষণে।

বিপিন।—

নিশ্চিত বলিতে পার কেহ—আমরা কি
আছি জাগরিত? কিম্বা দেখি, ঘুমঘোরে
স্বপন? মনে কি পড়ে না কা'রো—
আছিলেন সুরপতি হেথা? আদেশিলা—
আমাসবে, হইবারে অনুগামী তাঁর?

প্রমদা।—

সত্য বটে! পিতাও ছিলেন তাঁর সনে।

মানদা।—

সুরেশ্বরী হেমলতা!—তাও প'ড়ে মনে!

বিনোদ।—

আদেশিলা—মন্দিরে যাইতে তাঁর সনে।

বিপিন।—

তবে তো নিদ্রিত নই?—আছি জাগরণে!
চল যাই দ্রুতপদে—পশ্চাতে তাঁদের।
যেতে যেতে মীমাংসা হইবে স্বপনের।

[সকলের প্রস্থান।

ভুতো।—(জাগিয়া)

আমার পালা প'লে, আমায় ডাকিস্-রে—ডাকিস্! এই দেখ্—ইন্দ্রজিতের 'পার্ট' আমার ঠিক মনে আছে—"প্রাণের ইন্দ্রজিৎ—সুন্দরীর মাথা!" ওরে ও কানাই! ওরে ও ছিরে কামার! ওরে ও তিনে কাঁশারী! ওরে বেটা পেঁচো! তোরা সব গেলি কোথা রে? ওরে—আমায় খানিকক্ষণ ভূতে নিয়ে গিইছিলো রে—এখন আবার ঘুম-পাড়িয়ে রেখে গিয়েছে রে! কি স্বপন রে বাবা!—এমন তো কখনও দেখিনি দাদা! খুলে বল্লে, লোকে বল্‌বে—গাধা! কোথায় নিয়ে গিইছিলো রে—কেউ বল্‌তে পারে না—কেউ জানে না! কি হইছিলাম—কি কইছিলাম—কিছু বলা যায় না—কিছু শোনা যায় না! ওরে সত্যি বল্‌ছি রে—সত্যি! কানে তা দেখতে পা'য়া যায় না, চোকে তা' শুন্‌তে পাবিনে, জিবে তা হজম হবে না, হাতে তার আস্বাদ পাওয়া যাবে না! ওরে অদ্ভুত রে—অদ্ভুত! দেখা হ'লে, কাণাইয়েকে বলবো—এর একটা ছড়া বাঁধ্‌তে; আর সে ছড়ার নাম হ'বে—"ভুতোর কেচ্ছা!" কি ভুতোনন্দী কারখানা বাবা! খুব মজা হ'বে তা'হলে—আমার পালার শেষে 'পের্‌মিলে' যেই মরে যাবে, তখন একবার ঐ কেচ্ছাটা সব্বাইকে গেয়ে শোনাবো। খুব মজা হবে! বাহবা!—খুব মজা হবে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বৈজয়ন্ত নগর—কানাইয়ের বাড়ী।

কানাই।—ওরে ভুতোর বাড়ী কেউ একবার যা রে—যা! সে এলো কি না, দেখ!

পেঁচো।—তাকে আর পাওয়া যাবে না—আর পাওয়া যাবে না! তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে—ভুতে!

ছিরে।—সে না এলে যে সব মাটী! বক্তৃতা কর্‌বে কে রে?

কাণাই।—ইন্দ্রজিৎ সাজ্‌বার লোক তার মত এদেশে আর কেউ নেই রে—কেউ নেই।

ছিরে।—সে যেন হুবহু ইন্দ্রজিৎ ছিল—হুবহু ইন্দ্রজিৎ!

কানাই।—ঠিক রে ঠিক!—সে যেন ইন্দ্রজিতের সাক্ষেৎ প্রেত-আত্মা ছিল রে!

ছিরে।—'প্রেমের হাঁদা' কি রে? সে যেন ইন্দ্রজিতের ভুতটী হয়ে জন্মেছিলো!

(রামার প্রবেশ।)

রামা।—সুরেশ্বর এইবার দেব-মন্দির থেকে আস্‌ছেন। তাঁর সঙ্গে আরও দু-তিনটী সম্ভ্রান্ত স্ত্রীপুরুষ আছেন। এই সময় আমাদের 'প্লে' আরম্ভ করতে পার্‌লে, বেস্ দশ টাকা পোষাতে পার্‌তো!

ছিরে।—কোথায় গেলি ভুতো—বাবা রে! তোর চার আনা রোজ ছিল—তাও মারা গেল; বেশীর ভাগ—রাজা আবার আমাদের এখনি শূলে ঝুলোবে রে—বাবা!

(ভুতোর প্রবেশ।)

ভুতো।—এরা সব পাগল হ'ল নাকি?

কানাই।—ভুতো—ভুতো! এইছিস বাবা—এইছিস্? বাঁচালি বাছা—বাঁচালি আজ।

ভুতো।—বড় মজার কথা—বড় মজার কথা! কিন্তু বল্‌বো না—বল্‌বো না! অদ্‌ভুত—অদ্‌ভুত!

কাণাই।—কি ভুতো?—কি—কি? কোথায় গিইছিলি?

ভুতো।—সে কথা বলছি-নে—একটুও না! এখন চল, রাজার খাওয়া-দাওয়া হ'য়েছে, থিয়েটার আরম্ভ করা যাক্‌গে! নে—সব দাড়িটাড়িগুলো প'রে নে; নে—নিজের 'পার্টটা' এক-একবার দেখে নে; নে—আরও নে—গরম দুধ আর মরিচের গুঁড়ো খেয়ে গলাটা সানিয়ে নে! গলা সায়েস্তা না হ'লে, 'প্লেতে' সুর বেরোবে কি ক'রে? চল—চল! কিন্তু সে কথা আমি আর কাউকে বল্‌ছিনে—বড় মজা—বড় আশ্চয্যি!

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

শ্রীমোহিতগোপাল লাহিড়ী।

শ্রীমতীর ঝগড়া।

গত সপ্তাহের "অনুসন্ধান"-পত্রে "শ্রীমতীর ঝগড়া" প্রবন্ধে শ্রীমতী কবিদিগের বিপক্ষে এক মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন এবং অত্যাচারের প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রতিকার আমাদিগের সাধ্যের অতীত; কারণ,আমরা কবি নহি এবং কবির কলম চাপিয়া ধরিবার ক্ষমতাও আমাদিগের নাই,তবে শ্রীমতীর পক্ষ হইতে দুইটা উচিত কথা বলিতে পারি—তাহাতে কবিভায়া রাগ করেন, নাচার! কবির সে কালের পুরাণ বস্তাপচা ভাব (old-fashioned ideas) একালে স্থান পাইতে পারে না—সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত কল্পনা-জগতে একটা মহা বিপর্য্যয় হওয়া

নিতান্ত আবশ্যক। সেকালে যে সকল সামগ্রী সৌন্দর্য্য-মঞ্জুষা পরিপূরিত হইত, এখন তাহার অনেককেই অবসর গ্রহণ করিতে হইয়াছে, আবার যাহার কোনও পুরুষে সৌন্দর্য্যশ্রেণীতে উঠিতে পারে নাই, তাহা এক্ষণে সৌন্দর্য্য-সার হইয়া দাঁড়াইতেছে—কাহারও সন্ধ্যা, কাহারও ভোর! দুনিয়ার নিয়মই এই! এখন কি আর প্রাচীন উপমা খাটে? ঐ জুটাজুটধারী ব্যাস, বাল্মীকি মরিয়া মাটী হইয়াছেন, কালিদাস, ভবভূতিও শূন্যে বিলীন হইয়াছেন, কিন্তু প্রাচীন উপমা আজিও চলিতেছে। একালের কবিগণ সেই সাবেক বনিয়াদি বুলি আজিও ছাড়িতেছেন না। ইহা কি সামান্য অত্যাচার—সামান্য অপমান! অত্যাচারের মাত্রাটা এই আইন-আচ্ছন্ন দেশে স্ত্রীজাতির উপরেই বেশী, অপমানও তাঁহাদিগেরই পূর্ণমাত্রায়। যাহারা মহিলা, মান যাঁহাদিগের কথায় কথায়, মানের দায়ে গুরুদেব খোদ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগের পদে লুণ্ঠিত, তাঁহাদিগের এত অপমান—বাস্তবিকই অসহ্য—কবির বিরুদ্ধে সকলেরই সম্মার্জ্জনী ধারণ করা উচিত। এমন কি, অস্ত্র-আইনে না বাধিলে আমরা আঁইশ বটীর ব্যবস্থা করিতেও কুণ্ঠিত নহি!

শ্রীমতীর ঝগড়ার প্রথম দফা—স্ত্রীজাতিকে "গজেন্দ্রগামিনী" বলিয়া বিদ্রূপ করা। এখনকার সুমতি কুমতি যুবতীগণকে "গজেন্দ্রগামিনী" বলা, আর চুলের গোছা ধরিয়া কিল মারা—একই কথা। বরং মারটা লঘু—কেন-না, তাহা শরীরের উপর অত্যাচার, আর "গজেন্দ্রগামিনী" বলিয়া গালি দেওয়া—মনের উপর অত্যাচার—মানিনীর মানহানি করা! এখন, মানের যত আদর, প্রাণের তত নয়—যাক প্রাণ থাক মান! "গজেন্দ্রগামিনী" রমণী এখন কি আর কেহ দেখিতে পান? যদি কেহ থাকে, তবে সে সেই পাড়াগেঁয়ে [illegible] —অসভ্য, অভব্যা, অনব্যা। তাহাদিগের কথা পাড়িয়া আমরা অসভ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। সভ্যা ভব্যা নব্যা গজগামিনী কামিনী এখন আর নাই; তথাপি তাঁহাকে "গজেন্দ্রগামিনী" বলা কবির মেজাজের আদবী, উৎকট ধৃষ্টতা! রমণীগণ গজেন্দ্রগামিনী কিসে? হস্তীর সঙ্গে তুলনা কিসে চলে? পায়ে—না গমনে? পায়ে যে নয় তাহা পুরুষমাত্রেই অবগত আছেন, কারণ, তাঁহারা প্রহ্লাদ নহেন যে, চব্বিশ ঘণ্টা সেই পদতলে পেষিত হইয়াও বাঁচিয়া আছেন। "দেহি পদপল্লবমুদারম্" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে পা-দুখানি করকমলে ধারণ করিয়া দুর্জ্জয় মানভঙ্গ করিয়াছিলেন, মহাদেব যে চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া রণরঙ্গিণীর রণ ভঙ্গ করিয়াছিলেন, আর আমরা যাহা মস্তকে ধারণ করিয়া সংসার-সাগরে সাঁতার দিতেছি, তাহা হস্তীপদতুল্য হইলে, আমরা কখনই বাঁচিতাম না। তবে আমরা বাঁচিয়া আছি কি না—যদি কাহারও এমন সন্দেহ হয়, তাহা হইলে সে কথা স্বতন্ত্র। হইতে পারে—সেকালে রমণী-পদ হস্তীপদতুল্য ছিল, আকারে না হউক—গুরুত্বে। কিন্তু এখন যে সে গুরুত্ব নাই তাহা আমরা একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া বলিতে পারি। এখন রমণীর পদ পালকবৎ লঘু; এমন কি, সংসারে তাঁহার দুইটার একটাও পদ আছে কি না, সন্দেহ। তবে কি রমণী গমনে হস্তীতুল্য? আমরা বিনা 'ইউক্লিডের' সাহায্যে প্রমাণ করিতে পারি যে, গমনেও তিনি হস্তীতুল্য নহেন। হস্তীর গমন—ধীর, মৃদু, সতর্কতা-পূর্ণ। এখনকার স্ত্রীলোকের গতি কি তেমন কেহ দেখিতে পান? অবলা সরলা রমণীর দিন গিয়াছে—এখন প্রবলা চপলার চাল চলিতেছে। এখন আর দেড়কাঠা ভূমি রমণীর পৃথিবী নহে—এখন তিনি জগতের

গ্রাহকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"অনুসন্ধানের" অনেক গ্রাহক আজি পর্য্যন্তও "অনুসন্ধানের" মূল্যের টাকা পাঠান নাই। পত্রিকার উন্নতি ও স্থায়িত্ব যে গ্রাহক মহাশয়দিগের উপরই নির্ভর করে, এ কথা তাঁহারা অবশ্যই জানেন। তথাপি যে কেন এরূপ ঘটে—কেন যে তাঁহাদের এ শৈথিল্য; তাহা ভগবানই জানেন। যাহা হউক, এই বিজ্ঞাপন দ্বারা তাঁহাদিগকে স্মরণ করান যাইতেছে যে, তাঁহারা স্ব স্ব দেয় মূল্য সত্বর পাঠাইয়া দিয়া বাধিত ও অনুগৃহীত করিবেন, অকারণ আর আমরা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হই। গ্রাহকগণ সকলেই ভদ্রলোক; আর,সেই বিশ্বাসেই, অগ্রিম টাকা না পাইয়াও পত্রিকা দিয়া থাকি; ভরসা করি, সামান্যের জন্য কেহই সে বিশ্বাসের ব্যতিক্রম ঘটাইবেন না—এই বিজ্ঞাপনটী দেখিবাই সকলে স্ব স্ব দেয় মূল্য পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী
কার্য্যাধ্যক্ষ।

'অনুসন্ধান' কার্য্যালয় ১৮৯নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনদাতা।

কয়েকজনের নিকট আমাদের বিজ্ঞাপনের টাকা পাওনা আছে, এবং সে সম্বন্ধে তাঁহাদিগের দুরভিসন্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে; তাঁহাদিগকে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, শীঘ্র টাকা দিবার বন্দোবস্ত না করিলে, আমরা উপায়ান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইব এবং সাধারণে তাঁহাদিগের নাম প্রকাশ করিয়া দিব।

"অনুসন্ধানের" নিয়মাবলী।

১। গ্রাহক-নম্বর ব্যতীত [illegible] ঠিকানা-পরিবর্ত্তন, কি টাকা জমা, কোন কার্য্যই হয় না; প্রতিবারের কাগজের মোড়কে গ্রাহক-নম্বর থাকে।

[illegible] "অনুসন্ধানের" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য, সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্রই, ৪৲ চারি [illegible] পাঁচ টাকা।

[illegible] না পাইলে, তৎপর-সংখ্যা প্রাপ্তির পরই জানাইতে হইবে; উপর্য্যুপরি দুই সংখ্যা [illegible] নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে, তৎক্ষণাৎ [illegible] জ্ঞাতব্য। অধিক [illegible] আমরা [illegible] সে ক্ষেত্রে প্রতি সংখ্যার [illegible]

[illegible] রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট [illegible] পত্র লিখিতে হয়।

[illegible] কোন প্রবন্ধ অমনোনীত হইলে, তাহার পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া হয় না।

'অনুসন্ধানে' বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

[illegible] বিজ্ঞাপনের মূল্য—এক বৎসর কোন বিজ্ঞাপন চলিলে, প্রতিবার প্রতি ছত্র এক আনা, প্রতি পৃষ্ঠা ৫ পাঁচ টাকা।

[illegible], একবারের জন্য—প্রতি ছত্র [illegible] চারি আনা; এক মাসের জন্য প্রতি ছত্র প্রত্যেক বার [illegible] আনা; তিন মাসের জন্য—প্রতিবারে প্রত্যেক ছত্র ৵০ আনা; ছয় মাসের জন্য—প্রত্যেক বারে প্রতিছত্র ⁄১০ আনা।

[illegible] বিজ্ঞাপনের টাকা, কি গ্রাহকগণের দেয় টাকা, 'অনুসন্ধান'-সংক্রান্ত সকল টাকাকড়ি সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রহণ করিবেন।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী,
কার্য্যাধ্যক্ষ
১৮৯ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অষ্টম বর্ষ। | ২১এ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। | ত্রিংশ সংখ্যা।

ষট্ গোস্বামীপাদ

"শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞীর করুঁ চরণবন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট-পূরণ॥
এই ছয় গোসাঞীর চির দাস অনুদাস।
প্রার্থনা করয়ে শ্রীনরোত্তম দাস॥"

যিনি স্বয়ং ভক্ত, যোগী ও সিদ্ধপুরুষ; যিনি বৈষ্ণব-জগতে মহাপ্রভু চৈতন্যের প্রেমাবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ; যাঁহার জীবনকাহিনী ও ও মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য বহু মহাপুরুষ, বহু গ্রন্থ ও পদাবলী রচনা করিয়াছেন; তিনি যাঁহাদিগের "চরণবন্দন" করিয়াছেন, এবং আপনাকে যাঁহাদিগের "চিরদাসানুদাস" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন; যাঁহাদিগের বিষয়ে অনেক পূজ্যপাদ বৈষ্ণবগ্রন্থকার নানা-গ্রন্থ লিখিয়াছেন; অনেক প্রসিদ্ধ কবি যাঁহাদিগের গুণানুকীর্ত্তনা-ত্মক পদরচনা করিয়া আপনাদিগকে কৃত-কৃতার্থ মনে করিয়াছেন; যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মের নেতা, পোষ্টা ও উপদেষ্টা; যাঁহাদিগের পাদানু-সরণ না করিলে বৈষ্ণব-সাহিত্য-রাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার হয় না; যাঁহারা কৃপা না করিলে ব্রজের নিগূঢ় মাধুর্য্যরসাস্বাদনের প্রত্যা-শন নাই: এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে, আমরা সেই ছয় গোস্বামী প্রভুর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিখিয়া পাঠককে উপহার দিব। এই ছয় গোস্বামীর নাম উপরের কবিতায় যেভাবে আছে, আমরা ক্রমভঙ্গ না করিয়া, সেইভাবে লিখিব। এক একজনের পরিচয় শেষ করিয়া, তাঁহাদিগের

যাঁহার যাঁহার গুণানুকীর্ত্তনাত্মক প্রাচীন পদ আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা উদ্ধৃত করিব। প্রথমে—

শ্রীমৎরূপ গোস্বামী।

কুমার দেবের অনেক পুত্রসন্তান ছিল; তন্মধ্যে তিন পুত্র প্রসিদ্ধ। রূপ, সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামীর পিতা অনুপ বা বল্লভ। রামকেলি গ্রামে ইঁহাদিগের বাসস্থান ছিল। শ্রীমৎরূপ গোস্বামী শিশুকাল হইতেই প্রগাঢ় কৃষ্ণভক্ত। নানা বিদ্যাবিশারদ হইয়া, গৌড়ের বাদশা হোসেন সাহার উজির পদে বরিত হয়েন। ইঁহার উপাধি ছিল— সাকর মল্লিক। ইনি শ্রীবৃন্দাবনের সন্নিকর্ষে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড নামে দুইটী বৃহৎ বাপী খনন করাইয়া, এবং তত্তীরে একটী কদম্ব কানন প্রস্তুত করাইয়া, নির্দ্দিষ্ট সময়ে তথায় স্বাগ্রজ সনাতনের সহিত একত্র মিলিত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজনা করিতেন। কেহ কেহ * ইঁহাদিগকে যবনচারী বলিলেও, দেখা যাইতেছে যে, ইনি যবনের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও ইষ্টপূজা বিস্মৃত হয়েন নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র, মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইবার জন্য, রূপ ব্যাকুল হয়েন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তের বাঞ্ছা পূরণ মানসে বৃন্দাবনগমনোপলক্ষে রামকেলি গ্রামে উহাঁকে ও সনাতনকে দর্শনদান করেন। অনতিবিলম্বে মহাত্মা রূপ গোস্বামী বিষয়জাল ছিন্ন করিয়া দীনবেশে নীলাচলে যাইয়া শ্রীচৈতন্যের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে তাঁহারই আদেশে শ্রীবৃন্দাবন যাইয়া, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার ও অমূল্য গ্রন্থনিচয় প্রনয়ণ করেন। ইঁহার রচিত কতিপয় গ্রন্থের নাম এই:—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, লঘু ভাগবতামৃত, হংসদূত, উদ্ধবদূত বা উদ্ধব-সন্দেশ, কৃষ্ণজন্মতিথিবিধি, লঘুগণোদ্দেশদীপিকা, বৃহৎ গণোদ্দেশদীপিকা, স্তবমালা, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুদী, ছন্দোহষ্টাদশ, উজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীরূপচিন্তামণি, হরিভক্তিরসামৃত সিন্ধুর বিন্দু, প্রযুক্তাখ্যচন্দ্রিকা, নাটকচন্দ্রিকা, মথুরামাহাত্ম্য, পদ্যাবলী, উৎকলিকাবল্লী, বাগমর-করণ, তুলস্যষ্টক, বৃন্দাদেব্যষ্টক, শ্রীনন্দনন্দনাষ্টক, মুকুন্দ মুক্তাবলী স্তব, বৃন্দাবন-ধ্যান, কারিকা, চাটুপুষ্পাঞ্জলী, গোবিন্দবিরুদাবলী ও প্রেমেন্দুসাগর। ১৪১১ শকে ইঁহার জন্ম, ১৪৮০ শকে অন্তর্দ্ধান। জীবিতকাল ৭০ বৎসর মধ্যে, গৃহস্থাশ্রমে মাত্র ৩৭ বৎসর ছিলেন। ইঁহার গুণানুকীর্ত্তন পদ, যথা:—

১। বিহগড়া।

যব্ রূপকলিরূপ শরীর না ধরিত।
তব্ ব্রজ-প্রেম-মহানিধি কুঠরিক কোন্ কপাট উঘারত॥ ধ্রু॥
নীরক্ষীর হংসন পান বিধায়ন, কোন্ পৃথক করি পায়ত।
কো সব ত্যজি, ভজি বৃন্দাবন, কো সব গ্রন্থ বিরচিত॥
যব পিতু বনফুল, ফলত নানাবিধ, মনরাজী অরবিন্দ।
সো মধুকর বিনু পান কোন জানতু, বিদ্যমান করিবন্ধ॥
কো জানতু মথুরা-বৃন্দাবন, কো জানতু রাধামাধব রতি।
কো জানতু ব্রজভাব সব, কো জানতু নিগূঢ় পীরিতি॥
যাকর চরণপ্রসাদে সব জান গাই, গাও যাই সুখ পাওত।
চরণকমলে শরণাগত মাধব, তব মহিমা উরুমাপত॥

* মালদহের মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল সি-এস মহাশয়ের এই মত।

২। পাহিড়া।

আরে মোর শ্রীরূপগোসাঞী।
গৌরাঙ্গচাঁদের ভাব, প্রচার করিয়া সব,
জানাইতে হেন আর নাই॥ ধ্রু॥
বৃন্দাবন নিত্যধাম, সর্ব্বোপরি অনুপাম,
সর্ব্ব-অবতারি নন্দসুত।
তার কান্তাগণাধিকা, সর্ব্বারাধ্যা শ্রীরাধিকা,
তার সখীগণ সঙ্গযূথ॥
রাগমার্গে তাহা পাইতে, যাহার করুণা হৈতে,
বুঝিল পাইল যত জনা।
এমন দয়াল ভাই, কোথাও দেখি যে নাই,
তার পদ করহ ভাবনা॥
শ্রীচৈতন্য আজ্ঞা পাঞা, ভাগবত বিচারিয়া,
যত ভক্তিসিদ্ধান্তে রক্ষণী।
তাহা পাঠাইয়া কত, নিজ গ্রন্থ করি যত,
জীবে দিলা প্রেম-চিন্তামণি।
রাধাকৃষ্ণ রম্য কেলি, নাট্যগীত পদ্যাবলী,
শুদ্ধ পরকীয় মত করি।
চৈতন্যের মনোবৃত্তি স্থাপন করিলা ক্ষিতি,
আস্বাদিয়া তাহার মাধুরি॥
চৈতন্যের রহে শেষ, পাই অতিশয় ক্লেশ,
তাহে যত প্রলাপ বিলাপ।
সে সব কহিতে ভাই, দেহে প্রাণ রহে নাই,
এ রাধাবল্লভ হিয়ে তাপ॥

শ্রীসনাতন গোস্বামী।

ইনি শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর অগ্রজ। ইনিও বাল্যাবধি কৃষ্ণভক্ত। বিদ্যাবাচস্পতির নিকট শ্রুত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ইহাঁর বিষয়-বুদ্ধিও অতি প্রখরা ছিল; সেইজন্য গৌড়ের বাদসাহ ইহাঁকে প্রধান সচিবের পদ প্রদান করেন। ইহাঁর রাজকীয় উপাধি ছিল—"দবির খাস"। কনিষ্ঠ রূপ গোস্বামী সংসারবিরাগী হইয়া যাওয়ার পর হইতেই, ইহাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তথাপি যতদিন কর্ম্মপাশ ছিন্ন না হয়, ততদিন কেহই পরমার্থ-আকাশমার্গে উড্ডীন্ হইতে পারে না। পরিশেষে শিথিলীকৃত মায়াপাশ, কনিষ্ঠের একটী শ্লোকরূপ ছুরিকায় দ্বিখণ্ডিত হইল; প্রভু সনাতন বিষয়-কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কাশীধামে যাইয়া শ্রীচৈতন্য দেবের চরণারবিন্দে নিশ্চল ভ্রমর-ব্রত অবলম্বন করিলেন। প্রচলিত প্রবাদানুসারে, সেই শ্লোকটী এই :—

"যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী।
রঘুপতেঃ ক গতোত্তর কোশলা॥
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃস্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥"

ইনিও শ্রীচৈতন্যের আদেশক্রমে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার ও ভগবদ্ভক্তি-প্রতিপাদক বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৪১০ শকে ইহাঁর আবির্ভাব ও ১৪৮৬ শকে তিরোভাব হয়। বৃন্দাবনে ৪৩ বৎসর বাস করিয়া, তথায়ই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ইহাঁর প্রণীত গ্রন্থের নাম এই :—গীতাবলী, রসময়কলিকা, বৈষ্ণবতোষিণী, ভাগবতামৃত, হরিভক্তিবিলাস ও শ্রীমদ্ভাগবতের দিক্-প্রদর্শনী টীকা। ইহাঁর সম্বন্ধে তিনটী ও দুই ভ্রাতার সম্বন্ধে তিনটী—এই ছয়টী প্রাচীন পদ উদ্ধৃত করিতেছি।

১। শ্রীরাগ।

জয় জয় প্রভু শ্রীল সনাতন নাম।
সকল ভুবন যাহার গুণ গান॥
তেজল সকল এ সম্পদ পার।
শ্রীচৈতন্য চরণারবিন্দ করু সার॥
শ্রীবৃন্দাবনে করি বাস।
লুপত তীর্থ সব করল প্রকাশ॥
শ্রীগোবিন্দ সেবা পরচারি।
করল ভাগবত অর্থ বিচারি॥

যুগল ভজনলীলা গুণ নাম।
কয়ল বিথার গ্রন্থ অনুপাম॥
সতত গৌর-প্রেমে গরগর দেহ।
ভ্রমই বৃন্দাবনে না পায়ই থেহ॥
বিপুল পুলক ভর নয়নহি নীর।
রাই কানু বলি পড়ই অথির॥
ভাব-বিভূষণ সকল শরীর।
অনুখন বিহরই যমুনাক তীর॥
যছু করুণায় বৃন্দাবন পাই।
ছাড়ি মনোহর সোই গোসাঞী॥

২। সুহই।

শ্রীরূপের বড় ভাই, সনাতন গোসাঞী,
পাতসার উজির হৈয়াছিলা।
শ্রীরূপের পত্রী পাইয়া বন্দী হৈতে পলাইয়া,
কাশীপুরে গৌরাঙ্গ দেখিলা॥
ছেঁড়া বস্ত্র অঙ্গে মলি, খাটো নখ মাথে চুলি,
নিকটে যাইতে শঙ্ক হয়ে।
গলে ছিন্নকন্থা করি, দশনে তৃণগুচ্ছ ধরি,
পড়িলা গৌরাঙ্গ পদতলে।
দরবেশ রূপ দেখি, প্রভুর সজল আঁখি,
বাহু পসারিয়া আইলে পাশে।
সনাতনে করি কোলে, কাতরে গোসাঞী বলে,
মো অধমে স্পর্শ কি লাগিয়া॥
অস্পৃশ্য পামর দীন দুরাচার মতিহীন,
নীচসঙ্গে নীচ ব্যবহার।
এ হেন পামর জনে, স্পর্শ প্রভু কি কারণে,
যোগ্য নহি তোমা স্পর্শিবার॥
ভোটকম্বল দেখি গায়, প্রভু পুন পুন চায়,
লজ্জিত হইলা সনাতন।
গৌড়িয়ারে ভোট দিয়া, ছেঁড়া এক কন্থা লৈয়া,
প্রভুস্থানে পুন আগমন॥
গৌরাঙ্গ করুণা করি, রাধাকৃষ্ণ-নাম-মাধুরি,
শিক্ষা করাইলা সনাতনে।
প্রভু কহে রূপ সনে, দেখা হবে বৃন্দাবনে,
প্রভু আজ্ঞায় করিলা গমনে॥
কভু কাঁদে কভু হাসে, কভু প্রেমানন্দে ভাসে,
ভিক্ষা-অন্ন খান একগ্রাস।
ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণগুণ-গাথা,
পরিধান ছেঁড়া বহির্বাস॥
গিয়া গোসাঞী সনাতন, প্রবেশিলা বৃন্দাবন,
রূপ-সঙ্গে হইল মিলন।
ধর্ম্ম অশ্রু নেত্রে পড়ে, সনাতনের পদ ধরে,
কহে রূপ গদগদ বচন॥
গৌরাঙ্গের যত গুণ, কহে রূপ সনাতন,
হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে।
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে, মাধুকরী ভিক্ষা করে,
এইরূপে কত দিন থাকে॥
তাহা ছাড়ি কুঞ্জে কুঞ্জে, ভিক্ষা করি পুঞ্জে পুঞ্জে,
ফল-মূল করয়ে ভক্ষণ
উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদে, রাধাকৃষ্ণ বলি কাঁদে,
এইরূপে থাকে কত দিন॥
গৌরপদ-প্রান্তে মন, অপার দণ্ড ভাবন
চারি দণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে।
স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে, নামগুণে সদা থাকে,
অবসর নাহি একতিলে॥
কখন বনের শাক, অলবণে করি পাক,
মুখে দেন দুই চারি গ্রাস।
ছাড়ি ভোগবিলাস, তরুতলে কৈলা বাস,
এক দুই দিন উপবাস॥
সূক্ষ্ম বস্ত্র বাজে গায়, ধূলায় ধূসর কায়,
কণ্টকে বাজয়ে কভু পাশ।
এ রাধাবল্লভ দাস, বড় মনে অভিলাষ,
কবে হব তাঁর দাসের দাস॥

৩। সুহই।

রূপের বৈরাগ্য-কালে, সনাতন বন্দীশালে,
বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে।

রূপেরে করুণা করি, ত্রাণ কৈলা ...
মো অধমে না কৈলা স্মরণ।
মোর কর্ম্মদোষ ফাঁদে, হাতে গলে পায় বান্ধে,
রাখিয়াছ কারাগারে ফেলি।
আপনি করুণাপাশে, দণ্ড করি ধরি কেশে।
চরণ নিকটে লেহ তুলি॥
পশ্চাতে অগাধ জল, দুই পাশে দাবানল,
সম্মুখে পাতিল ব্যাধ বাণ।
কাতরে হরিণী ডাকে, পড়িয়া বিষম পাকে,
এইবার কর পরিত্রাণ॥
জগাই মাধাই হেলে, বাসুদেব অজামিলে,
অনায়াসে করিলা উদ্ধার।
যে দুঃখ সমুদ্রে মরে, নিস্তার করহ তারে,
তোমা বিনা নাহি হেন আর॥
হেনকালে একজনে, অলখিতে সনাতনে,
পত্রী দিল রূপের লিখন।
এ রাধাবল্লভ দাসে, মনে হৈল আশ্বাসে,
পড়ে পত্রী করিয়া গোপন॥

৪। সারঙ্গ।

জয় সাধু-শিরোমণি সনাতন-রূপ।
যো দুহুঁ প্রেম-ভকতি রসকূপ॥
রাধাকৃষ্ণ ভজন কো লাগি।
শ্রীবৃন্দাবন ধাম যে বৈরাগী॥
শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ।
মিলল সকল ভকতগণ সাথ॥
সবে মিলি প্রেম ভকতি পরচারি।
যুগল ভজন ধন জগতে বিথারি॥
অনুখন গৌরচন্দ্র গুণ গায়।
তরল প্রেমে ওর নাহি পায়॥
কতিহুঁ না হেরিয়ে ঐছে উদাস।
মনোহর সতত চরণে করু আশ॥

৫। বিভাস।

জয় মোর প্রাণ সনাতন রূপ।

অনাথিনকে, গতি দৌতাঙ্গা,
যোগ যজ্ঞকে যূপ॥ ধ্রু॥
বৃন্দাবনকে, সহজ মাধুরি,
প্রেমসুধাকে কূপ।
করুণাসিন্ধু, অনাথন বন্ধু,
ভকতসভাকে ভূপ॥
ভক্তি ভাগবত, মতহি আচরণ,
কুশল সুচতুর চমূপ।
ভুবন চতুর্দ্দশ, বিদিত বিমল,
যশ-রসনাকে বসতূপ॥
চরণ-কমল, কোমল রজছায়া,
মিটত কলি বড়ি ধুপ।
ব্যাস উপাসক, সদা উপবাসে,
রাধাচরণ অনুপ।

৬। বিভাস।

জয় মোর সাধু শিরোমণি রূপ সনাতন।
জিনকে ভক্তি, একরস নিবহী,
প্রীত কৃষ্ণরাধাতন॥ ধ্রু॥
বৃন্দাবন কি, সহজ মাধুরি,
রোম রোম সুখ গাতন।
সব তেজি, কুঞ্জ কেলি ভজি,
অহর্নিশি অতি অনুরাগ গাবাতন॥
করুণাসিন্ধু, কৃষ্ণচৈতনা কি,
কৃপা কলি দৌব্রাতন।
তিন বিনু ব্যাস, অনাথন যে সে,
সুখে তরুবর পাতন।

শ্রীপাদ রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী।

এই মহাত্মা বারানসীবাসী শ্রীতপন মিশ্রের একমাত্র পুত্র। ১৪২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্ম-গ্রহণ করেন, ৭৪ বৎসর বয়ঃক্রমে ১৫০১ শকে অন্তর্দ্ধান করেন। ইনি অষ্টাবিংশতি বর্ষমাত্র গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন। মহাপ্রভু এই সময়ে

দুইমাসকাল ইঁহার গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই নিকট বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গৃহত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করেন। কিন্তু যতদিন পিতা জীবিত ছিলেন, ততদিন সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। পিতৃবিয়োগের পর সংসার-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ইনি এক বৎসর কাল নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট অবস্থিতি করেন। তদনন্তর তাঁহারই আদেশ ও উপদেশে শ্রীবৃন্দাবন যাইয়া ৪৫ বৎসর তথায় অতিবাহিত করেন। ইঁহার সম্বন্ধে প্রাচীন পদ, যথা,—

১। বরাড়ী।

জয়ভট্ট রঘুনাথ গোসাঞী
রাধাকৃষ্ণ-লীলাগুণে, নিবানিশি নাহি জানে,
তুলনা দিবার নাহি ঠাঞি ॥ ধ্রু ॥
চৈতন্যের প্রেমপাত্র, তপনমিশ্রের পুত্র,
বারাণসে ছিল যাঁর বাস।
নিজগৃহে গৌরচন্দ্রে, পাইয়া পরমানন্দে,
চরণ সেবিলা দুইমাস ॥
শ্রীচৈতন্য নাম জপি, কতদিন গৃহে থাকি,
করিলেন পিতার সেবনে।
তাঁর অপ্রকট হৈলে, আসি পুন নীলাচলে,
রহিলেন প্রভুর চরণে ॥
মহাপ্রভু দয়া করি, নিজশক্তি সঞ্চারি
পাঠাইয়া দিল বৃন্দাবন।
প্রভুর শিক্ষা হৃদে গণি, আসি বৃন্দাবনভূমি,
মিলিলেন রূপ সনাতন ॥
দুই গোসাঞী তারে পাঞা, মনে আনন্দিত হৈঞা,
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরসে ভাসে।
অশ্রুপুলক কম্প, নানা ভাবাবেশে অঙ্গ,
সদা কৃষ্ণকথার উল্লাসে ॥
সকল বৈষ্ণব সঙ্গে, যমুনা পুলিনে রঙ্গে,
একত্র হইয়া প্রেমসুখে।
শ্রীমদ্ভাগবত-কথা, অমৃত-সমান গাঁথা,
নিরবধি শুনে যার মুখে ॥
পরম বৈরাগ্যসীমা, সুনির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেমা,
সুস্বর অমৃতময় বাণী।
পশুপাখী পুলকিত, যার মুখে কথামৃত,
শুনিতে পাষাণ হয় পানি ॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, সর্ব্বারাধ্য দুইজন,
শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ।
এ রাধাবল্লভ বোলে, পড়িনু বিষম ভোলে,
কৃপা করি কর আত্মসাৎ ॥

শ্রীজীব গোস্বামী।

ইনি কুমার দেবের পৌত্র, অনুপমের পুত্র, ও শ্রীরূপসনাতনের প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি বাল্যকাল হইতেই বিষ্ণুভক্ত। এমন কি, স্বহস্তে বলরাম-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাই লইয়া বাল্য-ক্রীড়া করিতেন; অপর ক্রীড়নক স্পর্শও করিতেন না। বাল্যকাল হইতেই হরিমন্দিরে তিলক ও তুলসীমালা ধারণ করিতেন। আমরা ইঁহার বাল্য-বৈরাগ্যের কথা "শিশুভক্ত-যুগল" শীর্ষক প্রবন্ধে বর্ণন করিয়াছি; সুতরাং পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে ইনি বৃন্দাবন ধাম গমন-পূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার ও বহুল ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৪৫৫ শকে ইঁহার প্রকট, এবং ১৫৪০ শকে অপ্রকট হয়। ইঁহার মোট জীবিতকাল ৮৫ বৎসর; তন্মধ্যে গৃহে ছিলেন—২০ বৎসর; অবশিষ্ট ৬৫ বৎসর শ্রীবৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী যেমন বৃন্দাবনে গোবিন্দ জীউর মূর্ত্তি স্থাপন করেন, ইনি তদ্রূপ রাধা-দামোদরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার প্রণীত গ্রন্থ-সংখ্যা রূপ গোস্বামী অপেক্ষাও অধিক। আমরা যে সকল নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা এই, —কৃপাম্বুধিস্তব, হরিনামামৃত ব্যাকরণ, সূত্রমালা, ধাতুসংগ্রহ, কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা, গোপাল-

বিরুদাবলী, রসামৃতশেষ, শ্রীমাধব মহোৎসব, সঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ, ভাবার্থসূচক চম্পু, কৃষ্ণপদচিহ্ন, শ্রীগোপালচম্পু, তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, ভক্তি-সন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, প্রীতিসন্দর্ভ, ক্রমসন্দর্ভ নামক ভাগবৎটীকা, যোগসারস্তবটীকা, উজ্জলনীলমণির টীকা, রসামৃতটীকা, ব্রহ্মসংহিতার টীকা, গোপালতাপিনীর টীকা ও গায়ত্রীভাষ্য। ইহাঁর সম্বন্ধে পদ, যথা :—

১ম। সুহই

অনুপতনয়, সদয়হৃদয়,
শ্রীজীব গোসাঞী পহুঁ।
বিতর প্রসাদ, কর আশীর্ব্বাদ,
তবপদে মতি রহুঁ॥
ভক্তিশাস্ত্র-সুধা, বিতরিয়া ক্ষুধা,
জগতের কৈলা দূর।
তব সম জ্ঞানী, না জানি না শুনি,
জ্ঞানীর তুমি ঠাকুর॥
আবাল্য বৈরাগী, ভক্তি অনুরাগী,
ভাস ভগবৎ-প্রেমে।
লইয়া খেলিতা, লইয়া শুইতা,
নিজে গড়ি বলরামে॥
তুলসির মালে, পরিতা ও গলে,
পরিতা তিলক ভালে।
রাধাকৃষ্ণনাম, জপি অবিরাম,
ভাসিতা নয়ান-জলে॥
দেখি তব দৈন্য, নিতাই চৈতন্য,
স্বপনে দিলেন দেখা।
সেই হৈতে গৌর, প্রেমে হৈলা ভোর,
ছাড়িলা সংসার একা॥
প্রেমক লতরু, অবধূতে গুরু,
করিয়া তার আদেশে।
কৈলা ব্রজে বাস, এ উদ্ধব দাস,
আছে তুয়া পদ-আশে॥

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী।

ইনি ১৪২৫ শকাব্দে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত [illegible]রি গ্রামে বেঙ্কট ভট্টের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ভুবনবিখ্যাত প্রবোধানন্দ সরস্বতী ইহাঁর খুল্লতাত। ইহাঁর বয়ঃক্রম যখন ৩০ বৎসর, তখন শ্রীচৈতন্য দক্ষিণাপথে ভ্রমণ জন্য গমন করেন। সেইকালে তাঁহার সহিত গোপাল ভট্টের শুভ সম্মিলন হয়। মহাপ্রভু গোপাল ভট্টের আবাসে মাসচতুষ্টয় অবস্থিতি করিয়া চাতুর্ম্মাস্য ব্রত করেন, এবং তাঁহারই আদেশে ও শক্তিসঞ্চার-প্রভাবে গোপাল ভট্ট বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক বৃন্দাবনে যাইয়া ৪৫ বৎসর তথায় বাস করেন। ইনি বেদান্তাদি নানাবিধ শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি রাধারমণ বিগ্রহ স্থাপন পূর্ব্বক স্বকীয় পূজাপদ্ধতি প্রকাশ করেন। ১৫০০শকাব্দে ইহাঁর অন্তর্ধান হয়। ইনি "ভক্তিবিলাস" গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। ঐ গ্রন্থের নামান্তর "হরিভক্তিবিলাস"। ইহাঁর সম্বন্ধে ভবানীকান্ত দাসের নিম্নোক্ত পদটি পাওয়া যায় :—

১। সুহই।

দক্ষিণ দেশেতে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
গৌরাঙ্গ যখন গেলা।
ভট্টমারি গ্রামে, শ্রীগোপাল নামে,
বেঙ্কটের পুত্র ছিলা॥
পরম পণ্ডিত, অতি সুচরিত,
ভট্টপুত্র শ্রীগোপাল।
রাখিয়া প্রভুরে, আপনার ঘরে,
সেবা কৈল সদাকাল॥
পূর্ণ চাতুর্ম্মাস, তথা করি বাস,
চাতুর্ম্মাস্য ব্রত করে।
গোপালের প্রতি, দয়া করি অতি,
শক্তি সঞ্চারিলা তারে॥

সে শক্তি-প্রভাবে, মজি ব্রজভাবে,
গোপাল বৈরাগ্য লয়।
লইয়া করঙ্গ, চলিয়া গৌরাঙ্গ,
ব্রজেতে উদয় হয়॥
[illegible] সঙ্গে, মিলি মনোরঙ্গে,
সাধন কৈল অপার।
তা সবার সনে, করিল যতনে,
লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার॥
শ্রীরাধাবল্লভ, করিলা স্থাপন,
পূজা প্রকাশিলা তাঁর।
এ বল্লভ দাস, করি বড় আশ,
দিয়াছে তোমারে ভার॥

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী।

ইনি জাতিতে কায়স্থ এবং সপ্তগ্রামের জমিদার হিরণ্যদাসের পুত্র। শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত ইঁহার প্রথম মিলন হয়। ইনি পূর্ণযৌবন সময়ে ধনসম্পত্তি ও যুবতী ভার্য্যা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উদাসীন হয়েন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ-পূর্ব্বক নীলাচলে গমন করিয়াছেন— এই তত্ত্ব পাইয়া, রঘুনাথ উন্মাদের ন্যায় পদব্রজে দ্বাদশ দিবসে পুরুষোত্তমধামে উপস্থিত হয়েন। এই দ্বাদশ দিবস মধ্যে তিন দিন মাত্র আহার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধন্য ইঁহার ত্যাগ-স্বীকার! ধন্য ধর্ম্মপিপাসা! আবার ইঁহার সাধনাও কঠোরতম। এই কলিকালে এত কষ্ট করিয়া, এত আত্ম-নিগ্রহ করিয়া, অপর কেহ সাধন করিয়াছেন কি না, আমরা জানি না। ইনি সমস্ত দিন মহাপ্রভুর সেবা করিয়া অপরাহ্নে সিংহদ্বারে যাইয়া অঞ্জলি পাতিয়া থাকিতেন। যাত্রিক-প্রদত্ত মহাপ্রসাদে অঞ্জলি পূর্ণ হইলেই, তদ্দ্বারা কোন ক্রমে প্রাণধারণ করিতেন। পরে তাহাও পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কুকুর-মুখভ্রষ্ট দূষিত মহাপ্রসাদ ভূতল হইতে খুঁটিয়া লইয়া জলে ধৌত করিয়া, তাহাই অমৃত-জ্ঞানে আহার করিতেন।

"কুক্কুরের মুখ হতে, যদি পড়ে পৃথিবীতে,
দেবতাদুর্ল্লভ মানি খায়।"

মহাপ্রসাদের এই মাহাত্ম্য ত সকলেই জানে; কিন্তু রঘুনাথ দাস ভিন্ন কে কবে ইহা কার্য্য দ্বারা দেখাইয়াছেন? দাস গোস্বামী এই-রূপে ১৬ বৎসর নীলাচলে বাস করিয়া, স্বরূপ দামোদরের অপ্রকটের পর, মহাপ্রভুর আদেশ-ক্রমে শ্রীবৃন্দাবনে গমন-পুরঃসর, শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামী পাদগণের সহিত মিলিত হইয়া, রাধাকুণ্ডতীরে বাস করেন। বৃন্দাবন-বাস-কালে ইনি কঠোর সাধনের একশেষ করিয়াছিলেন। প্রতিদিন দুই কি তিন ক্ষুদ্র পাত্র তক্র পান করিয়া জীবনধারণ করিতেন। সহস্র দণ্ডবৎ, লক্ষ নামগ্রহণ, সহস্র বৈষ্ণব-প্রণাম, রাত্রিদিন শ্রীরাধাকৃষ্ণের [illegible] ভজন, প্রহরেক কাল মহাপ্রভুর চরিত্র-কথন, তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে স্নান, সাড়ে সাত প্রহর ভক্তির সাধন, কোন কোন দিন চারিদণ্ড নিদ্রা, এই ছিল তাঁহার নিত্যকর্ম্ম। ১৪২৮ শকে ইঁহার জন্ম, এবং ১৫০৪ শকে অপ্রকট। গৃহাশ্রমে ১৯ বৎসর, নীলাচলে ১৬ বৎসর, শ্রীবৃন্দাবনে ৪১ বৎসর বাস করিয়া, ৭৬বৎসর বয়ঃক্রমে, বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন। ইনি বিলাপকুসুমাঞ্জলি স্তোত্র ও মনোশিক্ষা গ্রন্থের রচয়িতা। রাধাবল্লভ দাসের নিম্নলিখিত পদে পাঠক রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কঠোরতা-সম্বন্ধে আরও আশ্চর্য্য বিবরণ দেখিতে পাইবেন; যথা,—

১। বরাড়ী।

শ্রীচৈতন্য কৃপা হৈতে, রঘুনাথ দাস চিতে,
পরম বৈরাগ্য উপজিল।

দারা গৃহ-সম্পদ, নিজরাজ্য অধিপদ,
মলপ্রায় সকল ত্যজিল ॥
পুরশ্চর্য্য কৃষ্ণ নামে, গেলা শ্রীপুরুষোত্তমে,
গৌরাঙ্গের পদযুগ সেবে।
এই মনে অভিলাষ, পুন রঘুনাথ দাস,
নয়নগোচর কবে হবে ॥
গৌরাঙ্গ দয়াল হৈয়া, রাধাকৃষ্ণ নাম দিয়া,
গোবর্দ্ধনের শীলা গুঞ্জাহারে।
স্বজনে গোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে,
সমর্পণ করিল তাহারে ॥
চৈতন্যের অগোচরে নিজকেশ ছিঁড়ি করে,
বিরহে আকুলে ব্রজে গেল।
দেহত্যাগ করি মনে গেলা গিরি গোবর্দ্ধনে,
দুই গোসাঞী তাঁহারে দেখিল ॥
ধরি রূপ সনাতন, রাখিল তার জীবন,
দেহত্যাগ করিতে না দিলা ॥
দুই গোসাঞীর আজ্ঞা পাঞা, রাধাকুণ্ড তটে গিয়া,
বাস করি নিয়ম করিলা ॥
ছেঁড়া কম্বল পরিধান, বনফল গব্য খান,
অন্ন আদি না করে আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নান করি, স্মরণ কীর্ত্তন করি,
রাধাপদ ভজন যাহার ॥
সার্দ্ধ সপ্ত রাত্রি দিনে, রাধাকৃষ্ণ গুণগানে,
স্মরণেতে সদাই গোঙায়।
চারি দণ্ড শুতি থাকে, স্বপনে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
এক তিল ব্যর্থ নাহি যায় ॥
গৌরাঙ্গের পদাম্বুজে, রাখে মন-ভৃঙ্গরাজে,
স্বরূপেরে সদাই ধেঁয়ায়।
অভেদ শ্রীরূপ সনে, গতি যার সনাতনে,
ভট্ট যুগ প্রিয় মহাশয় ॥
শ্রীরূপের গণ যত, তাঁর পদে আশ্রিত,
অত্যন্ত বাৎসল্য যাঁর জীবে।
সেই আর্ত্তনাদ করি, কাঁদে বলে হরি হরি,
প্রভুর করুণা হবে কবে ॥

হে রাধাবল্লভ, গান্ধর্ব্বিকা বান্ধব,
রাধিকারমণ রাধানাথ।
হে বৃন্দাবনেশ্বর, হা হা কৃষ্ণ দামোদর,
কৃপা করি কর আত্মসাথ ॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, যবে হৈল অদর্শন,
অন্ধ হৈল এ দুষ্ট নয়ন।
বৃথা আঁখি কাঁহা দেখি, বৃথা প্রাণ কাঁহা রাখি,
এত বলি করয়ে ক্রন্দন ॥
শ্রীচৈতন্য শচীসুত, তাঁর গণ হয় যত,
অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।
গুপ্তব্যক্ত লীলাস্থল, দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণব সব,
সবারে করয়ে পরণাম ॥
রাধাকৃষ্ণ-বিয়োগে, ছাড়িল সকল ভোগে,
শুকরুখ অন্নমাত্র সার।
গৌরাঙ্গের বিয়োগে, অন্ন ছাড়ি দিল আগে,
ফল গব্য করিল আহার।
সনাতনের অদর্শনে, তাহা ছাড়ি সেই দিনে,
কেবল করয় জলপান।
রূপের বিচ্ছেদ যবে, জল ছাড়ি দিল তবে,
রাধাকৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ ॥
শ্রীরূপের অদর্শনে, না দেখি [illegible] নয়নে,
বিরহে ব্যাকুল হৈয়া কাঁদে
হরি-কথা আলাপন, না শুনিয়া শ্রবণ,
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে আর্ত্তনাদে ॥
হা হা রাধাকৃষ্ণ কোথা, কোথা বিশাখা ললিতা
কৃপা করি দেহ দরশন।
হা চৈতন্য মহাপ্রভু, হা স্বরূপ মোর প্রভু,
হা হা প্রভু রূপ-সনাতন ॥
কাঁদে গোসাঞী রাত্রিদিনে, ছাঁড়ি যায় তনুমনে,
ক্ষণে অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
চক্ষু অন্ধ অনাহারে, আপনার দেহভার,
বিরহে হইল জরজর ॥
রাধাকুণ্ড-তটে পড়ি, সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি,
মুখে বাক্য না হয় স্ফুরণ।

মন্দ মন্দ জিহ্বা নাড়ে, প্রেম-অশ্রু নেত্রে পড়ে,
মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ ॥
সেই রঘুনাথ দাস, পূরাহ মনের আশ,
এই মোর বড় আছে সাধ।
মনে বড় অভিলাষ,
প্রভু মোরে কর পরসাদ ॥

ষট্‌গোস্বামীর সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত শেষ হইল। যাঁহারা কেবল কাব্যামোদী, উদ্ধৃত পদাবলীতে তাঁহারা তেমন কাব্যীয় সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবেন না; এবং সে আশা করিয়া আমরা পদগুলি উদ্ধৃতও করেন নাই। ইতিহাস কাব্য অপেক্ষা কম আদরের জিনিস নহে। এই পদগুলিতে সেই ইতিহাস রহিয়াছে। আমরা অনেক কথায় ছয় গোস্বামী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, এই পদগুলিতে তাহা অপেক্ষা অধিকতর ঐতিহাসিক কথা সংগৃহীত হইয়াছে। ফলতঃ এদেশে ইতিহাস বা জীবনচরিত লিখিবার রীতি নাই বলিয়া যে এক কলঙ্ক ছিল, শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী ও সমসাময়িক গ্রন্থকারগণ সে কলঙ্ক অপনোদন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থে ও পদে, কাব্য ও ইতিহাস উভয়ের উপকরণ ওতপ্রোতভাবে সংমিশ্রিত। আমরা সময়ান্তরে এবিষয়ের কিঞ্চিৎ বিস্তীর্ণ আলোচনা করিব। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, পাঠকগণ কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইয়াছেন জানিতে পারিলে, আমরা শ্রীচৈতন্যের অন্যান্য পার্ষদ ও পারিষদগণের বিবরণ প্রকটন করিব।

শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র।

চীন-পরিভ্রমণ।

আমরা অনাগত তিন দিবস বিপদ্‌, ক্লেশবহ পার্ব্বত্য-পথ অতিক্রম করিয়া জগদ্বিখ্যাত চীনদেশের প্রাচীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম।* সেই সময় প্রখর সূর্য্যরশ্মিতে অদূরে শান্ত পর্ব্বতমালা দেখিতে পাইলাম। দুই পর্ব্বতের মধ্য-প্রদেশ যেন মেঘাবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। উচ্চভূমিতে অবস্থান করায় তথা হইতে প্রাচীন চীনের সৌন্দর্য্য সুন্দররূপে অবলোকন করিতে করিতে তথায় বসিয়া বিশ্রাম উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। সুপ্রসিদ্ধ জগদ্বিখ্যাত চীন দেশের প্রাচীর (Great Wall) চীনদেশকে মঙ্গোলিয়া রাজ্য হইতে পৃথক করিয়াছে। ইহা প্রস্তরনির্ম্মিত। ইহার নির্ম্মাণকৌশল বিচিত্র ও আশ্চর্য্য। ইহার প্রস্তরখণ্ড সকল কোন উপকরণ দ্বারা পরস্পর সংলগ্ন নহে একের উপর আর একখানি স্থাপিত মাত্র। কিন্তু প্রাচীরের উপর "টাওয়ার"গুলি (tower) দৃঢ়রূপে প্রস্তুত, এবং ঐ সকল "টাওয়ার" পরস্পর কিয়দ্দূরাস্থিত; সেগুলি বহুকাল হইতে কালের উপদ্রব সহ্য করিয়াও অদ্য সুদৃঢ় রহিয়াছে। এই প্রসিদ্ধ প্রাচীর ইংরাজী ভাষার "এ" (A) অক্ষরের ন্যায় নির্ম্মিত। ইহা ব্যতীত আরও অন্যূন সাতটি প্রাচীর আছে; সেগুলি যেন ঐ "এ" (A) অক্ষরের মধ্যস্থ দাঁড়ির ন্যায়।

আমরা গবি (Gobi) মরুভূমি পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে চীন-দেশের উর্ব্বরা ক্ষেত্রে উপস্থিত। শেষোক্ত প্রদেশে বৎসরে দুইটি ধান্য ও তরকারীর ফসল উৎপন্ন হয়।

* কোন ইংরাজ-পরিব্রাজকের পরিভ্রমণ বৃত্তান্ত অবলম্বনে।

বিস্তৃত চীন-সাম্রাজ্যের এক অংশ জনমানব-শূন্য ও অপরাংশ বহুজনাকীর্ণ। চীন সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা প্রায় ৪০ কোটি এবং এক এক গ্রামে প্রায় ৪০ লক্ষ লোক বাস করে। মঙ্গোলিয়া প্রদেশের জলবায়ু যে প্রকার স্বাস্থ্যকর, চীনের কিন্তু তদ্বিপরীত। মঙ্গোলিয়া প্রদেশ মরুময় হইলেও, তথাকার বালুকণা এত ভারি যে, ঝড়েও তাহা স্থানসংশ্লিষ্ট হয় না। কিন্তু চীনে সামান্য বাতাসে এত অধিক পরিমাণে সূক্ষ্ম বালুকণা উঠে যে, অন্তরীক্ষে তাহা মেঘের ন্যায় বোধ হয়, এবং দৃষ্টিপথ সম্পূর্ণরূপে অবরোধ করে—এমন কি, নিশ্বাস প্রশ্বাসের পর্য্যন্ত কষ্ট হয়।

এই দুই জাতির জাতীয় ও সামাজিক ভাব অনেক পৃথক। মঙ্গোলিয়া জাতি স্বভাবতঃই অতিথিসৎকারে তৎপর। কিন্তু চীনেরা অতিথি অভ্যাগতের প্রতি বিরূপ; ভিন্ন দেশীয় কেহ তাহাদের সম্মুখীন হওয়াই তাহারা দোষাবহ জ্ঞান করে। প্রতিবেশী চীন ও মঙ্গোলিয়া জাতির মধ্যে স্বভাব ও প্রকৃতিতে যে প্রকার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, পৃথিবীর কুত্রাপি সেরূপ বৈষম্য লক্ষিত হয় না। চীনদেশের সুবৃহৎ প্রাচীর বহু পূর্ব্বকালে মঙ্গোলিয়াদিগের অত্যাচার নিবারণ জন্য প্রস্তুত হয়। যদিও এখন উহার ভগ্ন দশা, তথাপি একাল পর্য্যন্ত পরস্পর জাতীয় একতা হয় নাই; বহু প্রাক্কালের যে ভাব, এখনও সেই ভাব দৃষ্ট হয়। এই দুই জাতির পরস্পর তুলনা করিলে, সভ্যতায় মঙ্গোলিয়াদিগকে এবং বুদ্ধিমত্তা ও শিল্পনৈপুণ্যে চীনদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে।

আমরা বক্র পথ হাঁটিয়া ক্রমে নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিলাম। ঐ দেশীয়েরা আমাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত রাস্তার দুইপার্শ্বে সারি দিয়া দাঁড়াইল। কখন কখন আমাদিগের গতিরোধের উপক্রম হইতে লাগিল। দেখিতে পাইলাম—স্ত্রীলোকেরা চলিতে অসমর্থ, তথাপি শিশু ক্রোড়ে করিয়া কোন জিনিষের উপর ভর দিয়া আমাদিগকে স্থির-নেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছে। এই প্রদেশের লোক অনেকেই পর্ব্বতগুহায় বাস করে। ক্রমাগতঃ পাঁচ ঘণ্টা চলিয়া অবশেষে আমরা উপত্যকায় উপস্থিত হইলাম। এই স্থানটী নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্য কি অনির্ব্বচনীয়! এক ক্ষুদ্র নদী সর্পগতিতে এক দুর্গম পর্ব্বত-তল দিয়া শস্যক্ষেত্রে পড়িয়াছে। এ স্থানের শোভা কি সুন্দর ও কমনীয়! সচরাচর আমরা চিত্রপটে যে প্রকার চীনদেশীয় দৃশ্যাবলী নয়নগোচর করিয়া থাকি, তাহা এতদিন আমাদের কাল্পনিক লিপি বলিয়া অনুমিত হইত; কিন্তু এক্ষণে তাহা প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়া নয়নমন সার্থক করিলাম, হৃদয় পুলকে পরিপূর্ণ হইল। দুই পার্শ্বে বৃহদাকার কৃষ্ণবর্ণ পাথরের পাহাড়ের মধ্যদেশে সেই উপত্যকা। তন্মধ্যে "গ্রানাইটের" (Granite) এক উচ্চ শৈলখণ্ড স্থাপিত। কিয়দ্দূরে ভীষণাকার রক্তবর্ণ পাহাড় যেন ঝুলিয়া রহিয়াছে। বৃক্ষসকল বসন্তাগমে নবপল্লবিত হইয়া ইতস্ততঃ শোভমান রহিয়াছে। প্রকৃতির কি মধুর ছবি! কি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য! পাঠকগণ যদি এই প্রভাতের ছবি কল্পনা করেন ও সেই সঙ্গে পৃষ্ঠদেশে লম্বমান বেণীসহ দুর্ব্বল মনুষ্যাকৃতি ও মোমের পুত্তলির ন্যায় রং করা স্ত্রীলোকদিগকে দেখিতে পান, তাহা হইলে আপনারা চীনদেশের কতক আভাস পাইবেন।

আমরা কালকান নগরে উপস্থিত হইয়া একটী চীনবাসীর বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করিলাম। এই বাটী নগরের বহির্ভাগে নদীর অপর পারে স্থিত। আমরা বাটীর বারাণ্ডায় বসিয়া

নির্নিমেষ নয়নে রাস্তার জীবজন্তু দেখিতাম; দেখিতে দেখিতে কখনও ক্লিষ্ট হইতাম না, বরং সন্ধ্যাসময়ে হৃষ্টচিত্ত অন্তঃকরণে আপনাপন নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিতাম। সেখান হইতে পাল্‌কী করিয়া আমরা কালকান পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। চীনদেশের পাল্‌কী আকৃতিতে প্রায় অস্মদ্দেশস্থ পাল্‌কীর ন্যায়। তবে বিভিন্ন এই যে, ইহার দুইদিকে দুইটি করিয়া বাঁশ সমভাবে লম্বমান আছে, এবং ইহার সম্মুখে ও পশ্চাতে দু'টি খচ্চর জোতা থাকে। পশ্চাতের জন্তুটিকে পাল্‌কীতে জুড়িতে অত্যন্ত কষ্টকর বিধায় উহার চক্ষুতে আবরণ দেওয়া হয়। এই পাল্‌কী নিতান্ত অসুবিধাজনক। নিজে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে হয়। নড়িলেই গণ্ডগোল। বাহকগুলি সকল সময় একত্র না চলায় অত্যন্ত বিরক্তিজনক হয়। ইহা ঠিক যেন জাহাজের মতন; সর্ব্বদা গা ও মাথা টল্‌টল্‌ করিতে থাকে।

আমরা নগরের মধ্যদেশ দিয়া গমন করিতে লাগিলাম। আমরা তথাকার দুর্গ দেখিতে গিয়াছিলাম। সেই দুর্গের প্রাচীর নিতান্ত দৃঢ়। দুর্গ-প্রাচীর হইতে নগরের শোভা-সৌন্দর্য্য অবলোকন করা যায়। এখানকার রাস্তায় যেমন জনতা, তদ্রূপ গোলমাল। দোকানীগণ তাহাদের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজ নিজ দ্রব্যাদির সুখ্যাতি করিতেছে, এবং পথিকদিগকে তথায় আসিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। প্রত্যেকেই অপরের অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিবার প্রয়াস পাইতেছে। ইহার ফলে যে কি ভয়ানক হট্টগোল হইতেছে, তাহা সহজে বুঝা যায় ও ঐ কোলাহল নগরের বহুদূর হইতে শুনা যায়। কোন স্থানে খচ্চর-আরোহী বা পাল্‌কীওয়ালা বা চীনদেশীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী "মাণ্ডারিণ"দিগের (Mandarin) কোচম্যান অথবা মুটে প্রভৃতিরা রাস্তা পরিষ্কারের নিমিত্ত বিকট চীৎকার করিতেছে। কোথাও বা বাজীকরেরা ঢাক বাজাইয়া ও বাঁশী বাজাইয়া লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া নিজনিজ বিদ্যার পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইতেছে। শিশুরা পরস্পর মারামারি করিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। স্ত্রীলোকেরা পদ-দলিত হইবার আশঙ্কায় প্রাণপণে চেঁচাইতেছে। সামান্য মজুরেরা পরস্পর পরস্পরকে ভর্ৎসনা করিতেছে। এবং ইহারই মধ্যে দিনের সময় নিরাকরণার্থ মধ্যে মধ্যে ঘড়ী বাজিতেছে। লণ্ডনের বিলিংস্‌গেটকে * (Billings Gate) চীনের রাস্তার তুলনায় হার মানিতে হয়। সহর অতিক্রম করিতে ক্রমাগত এক ঘণ্টাকাল ঐ কোলাহল ধ্বনি আমাদিগের শ্রবণ-বিবর পরিপূরিত করিয়াছিল। একটী তোরণ অতিক্রম করিয়া আমরা নগরের বহির্দ্দেশে উপস্থিত হইলাম। এখানে আমাদিগের আশ্রয়দাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক নিজের নিজের পাল্‌কীর ভিতর যাইয়া চুপ করিয়া বসিলাম। জানালাটি পর্য্যন্ত খুলিয়া দিতে সাহস হইল না। কিন্তু নিশাগমে তিন দিকের তিনটী জানালা খুলিয়া দিলাম। তখন দেখিতে পাইলাম যে, আমরা এক অতি সঙ্কীর্ণ পথ অতিবাহিত করিয়া যাইতেছি। উহা এত সঙ্কীর্ণ যে, একখানি পাল্‌কী ব্যতীত অপর কিছুই যাইতে পারে না। ভীষণ-মূর্ত্তি পর্ব্বত চতুর্দ্দিকে মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। আমরা পর্ব্বতের শীর্ষদেশ দিয়া গমন করিতেছিলাম। মধ্যে মধ্যে ভয়ঙ্কর গহ্বর দেখিয়া আতঙ্কে শরীর শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। এইবার আমরা চীনদেশের দ্বিতীয় প্রাচীর দিয়া গমন করিতে লাগিলাম। ইহাও পূর্ব্বের ন্যায় প্রস্তর-নির্ম্মিত; কিন্তু তাহা অপেক্ষা দৃঢ়। ইহার উপর দিয়া

* লণ্ডন মহানগরের মৎস্য বিক্রয়ের স্থান।

যাইবার সময় কখন আমাদের পাল্‌কী এত ধার ঘেঁসিয়া যাইতে লাগিল যে, বোধ হইতে লাগিল, এইবার বা সর্ব্বসমেত পড়িয়া পড়ে। এইরূপ ভয় ও ত্রাসের সহিত ১০ ক্রোশ অতিক্রম করিয়া এক নগরে পৌঁছিলাম। নগরের দুর্গ অতিক্রম করিবার কালে আমাদের চালকেরা বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তাহারা যে সম্প্রদায়ের লোক, তাহাদিগকে সঙ্কেতে জানাইয়া গেল। কিন্তু কেন যে উহা করিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। চীনদেশে শত অধিক এরূপ সম্প্রদায় আছে, বোধ হয় পৃথিবীর কোথাও সে প্রকার নাই।

আমরা নগরে পৌঁছিয়া একটি হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। চীনদেশের বাড়ীগুলি দেখিতে কি সুন্দর! সামান্য বাটীও সূক্ষ্ম কারু-কার্য্য দ্বারা শোভিত। কি টেবিল, কি টুল, কি পেয়ালা, কি চা-দানী, কি উহাদিগের আহারের কাটী* প্রত্যেক সরঞ্জামটি দেখিতে অতি মনোরম ও পারিপাটী। আমরা সামান্যরূপ আহারাদি করিয়া রাত্রিকালে হোটেলের বেদীর উপর শয়ন করিলাম। পরদিন আমরা যে প্রদেশ দিয়া গমন করিতে লাগিলাম, সে দেশের স্বাভাবিক দৃশ্যের ন্যায় মনোমুগ্ধকর দৃশ্য জগতে কোথাও নাই। আমরা একটি ক্ষুদ্র নদীর গতি অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ইহা বক্রগতিতে পর্ব্বতের নিম্নদেশ দিয়া গমন করিতেছে। ঐ পর্ব্বতের উপরস্থ বৃহৎ বৃক্ষগুলি নদীর উপরে যেন ছত্রের ন্যায় দেখাইতেছে; এবং উহা হইতে লতা-সকল লম্বমান হইয়া নদীগর্ভে পতিত হইয়াছে। বহু পথ অতিক্রম করিয়া আমরা একটি বৃহৎ নগরে প্রবেশ করিলাম। ঐ নগর চতুর্দ্দিকে দৃঢ় দুর্গের দ্বারা বেষ্টিত। ইহার জনসংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ। ইহা অতিক্রম করিতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগিয়াছিল।

চীনের ন্যায় জন-সংখ্যা কোন দেশে নাই। তথাপি ইহাদিগকে শাসন করিতে বহু সৈন্যের আবশ্যক হয় না। এত অধিক লোক শাসনের কৌশলটি বড়ই সামান্য। কেবলমাত্র গুপ্ত-পুলিস ও আইনের কড়াকড়িতে এত লোক শাসিত হইতেছে। সন্তানের দোষের জন্য পিতার প্রাণ পর্য্যন্ত রাজদ্বারে সংশয়। সেই-রূপ জেলার অধিবাসীদিগের অপরাধের জন্য জেলার অধীশ্বর "ম্যাণ্ডারিণ" (Mandarin) সম্পূর্ণ দায়ী। সন্তানের জীবনের উপর পিতার সম্পূর্ণ অধিকার; দেশের লোকের উপর "ম্যাণ্ডারিণের" সম্পূর্ণ ক্ষমতা। এই কারণে দেশেও কোন প্রকারের রাজদ্রোহী পর্য্যন্ত উত্থান হইবার পূর্ব্বে তাহা সহজে সমূলে নষ্ট হয়। নিজের সাফাই-স্বরূপ কখনও কোন কোন ম্যাণ্ডারিণ দেশের ১০।২০ জনের প্রাণদণ্ড করিয়া উচ্চ-পদস্থের মনস্তুষ্টিসাধন করেন। এই কারণে এখন কখন ভ্রমণকারীরা এককালীন ২০।৩০ জন লোকের প্রাণদণ্ড হইতে দেখিয়াছিল; এবং এই কারণেই বোধ হয়, চীনসম্রাট ইউরোপীয়দিগকে স্বীয় রাজ্যে আসিতে দিতে এত অনিচ্ছুক।

আমরা ঐ নগর (Ji-mily-quile) পরিত্যাগ করিয়া উপত্যকা দিয়া যাইবার সময় প্রচণ্ড বাত্যাহত হইলাম। প্রতি পদে আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, বুঝি বা প্রবল বায়ুর বেগে আমাদের যান উড়াইয়া লইয়া যায়। এইরূপ কষ্টে আমরা অবশেষে আর একটি নগরে (Chah-tchou) পৌঁছিলাম। এখানে আমরা অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। চীন-দেশীয় পাল্‌কীতে ভ্রমণ ও তদ্দেশীয় কদর্য্য আহারাদিতে শরীর নিতান্তই অসুস্থ হইয়াছিল। আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে আমরা দুইজন ব্যতীত

* চীনেরা দুটি কাটী দ্বারা আহার করে।

কেহই পাল্কী হইতে নামিলেন না। আমরা যাইয়া 'সরাইতে' শুইলাম। গভীর রাত্রে প্রাঙ্গণ হইতে বন্দুকের শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অতি প্রত্যূষে আমরা সেই স্থান পরিত্যাগ করিলাম।

চীনদিগের লম্বমান বেণী—যাহাকে ইংরাজী ভাষাতে সচরাচর (pig-tail) অর্থাৎ "শূকরের ল্যাজ" বলে, তাহার সম্বন্ধে এক অদ্ভুত কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী বিজয়ী তাতারেরা চীন-প্রদেশ জয় করিয়া স্বীয় অধিবলে দেশমধ্যে কোরাণ প্রচারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে দেশমধ্যে প্রচার করেন যে প্রত্যেক চীনকে মস্তক মুণ্ডন করিতে হইবে এবং তাতারদিগের ন্যায় মস্তকে শিখা ধারণ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এই আজ্ঞা সকলকেই প্রতিপালন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কালের গতিতে ও চীনদিগের স্বাভাবিক নৈপুণ্য-কৌশলে ক্রমে ঐ শিখা সুন্দর বেণীরূপ ধারণ করিয়াছে। আমাদের বিবেচনায় ইহাতে একপ্রকার সুবিধাও আছে। চীনে যে প্রকার পুলিস দৌরাত্ম্য, তাহাতে চীনদিগের মস্তকে ঘন কেশ থাকিলে তাহা পরিষ্কার করিতে বিশেষ কষ্টাবহ হইত এবং লোকের কি বীভৎস চেহারা হইত তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কৃষকেরা ঐ বেণীতে বৃহৎ আচ্ছাদন বাঁধিয়া রৌদ্রে ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্য করে।

ভিন্ন দেশবাসিগণ চীনদেশীয়দিগের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের সচ্ছলতা দর্শন করিলে ধন্য ধন্য করিবেন। অন্যান্য দেশের ন্যায় প্রচীন চীনদেশে সামাজিক কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত নাই। পূর্বোক্ত প্রদেশে কেহ নিজক্ষমতা ও শক্তির বলে রাজদ্বারে হইতে সম্মান বা পদলাভ করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহার সন্তান তদ্রূপ গুণশালী না হইলে সেই পদ বা সম্মান পাইবেন না। তিনি তাহাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর খিলাৎ পাইবেন। এই প্রকারে উহা ক্রমশঃই নীচগামী হইবে ও অবশেষে উহা লুপ্ত হইবে। যদ্যপি ঐ বংশের কোন স্বীয় কার্য্যকলাপ দ্বারা ঐ সম্মানের উপযুক্ত হন, তবে তিনি উহা লাভ করিবেন; নতুবা কেবল বড়বংশে জন্ম গ্রহণ হইয়াছে বলিয়া যে পিতার তুল্য বংশ-মর্য্যাদা পাইবেন, সে প্রথা সে দেশে নাই। এই নিয়ম যে উৎকৃষ্ট, সে বিষয় নিঃসন্দেহ; কারণ, সকলেই স্বীয় কার্য্যের দ্বারা বংশের মান-মর্য্যাদা রক্ষার প্রয়াস পাইবেন।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র, বি-এল।

প্রাণ-কথা।

দান।

আমার প্রাণ দান করিবার জন্য সদা আকুল কেন? আমার পিতা ব্রহ্মাণ্ডপতি এবং আমার মাতা জগদীশ্বরী—ব্রহ্মাণ্ডের রত্ন-ভাণ্ডার যাঁহাদের চরণতলে—তাঁহাদের পুত্র হইয়া আমি এ মনের সাধ পুরাইতেই বা পারিতেছি না কেন?

আমার ভাণ্ডার নিত্য শূন্য কেন? যাচক উপস্থিত হইলে আমি তাহার কামনা পূর্ণ করিতে পারি না কেন? অর্থাভাবে তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া প্রাণের মর্ম্মভেদ ব্যথায় অস্থির হই কেন? যে পিতামাতা আমার হৃদয়ে এই দয়া দিয়াছেন, তাঁহারা সেই দয়া চরিতার্থ করিবার উপায় দেন নাই কেন? সকলই ত তাঁহাদের করতলস্থ—সকলই ত তাঁহাদের ইচ্ছাধীন! তবে এ বিড়ম্বনা কেন? তাঁহারা স্বয়ং অনন্ত দয়ার

আধার; তাই পুত্রকেও অনন্ত দয়ার আধার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যখন অনন্ত শক্তির আধার, তখন পুত্রকেও অনন্ত শক্তিমান করিলেন না কেন? অনন্ত দয়া দিয়া অনন্ত ধন তাহাকে দিলেন না কেন? আমার পিতামাতা নিজেদের বাঞ্ছাকল্পতরুত্বে আপনাদিগেতেই আবদ্ধ রাখিলেন কেন? যখন পিতামাতা বাঞ্ছাকল্পতরু, তখন পুত্র বাঞ্ছাকল্পতরু হইলে তাঁহাদের কি ক্ষতি হইত? দীপ হইতে দীপান্তর প্রজ্বালিত করিলে, প্রথম দীপশিখার উজ্জ্বলতা কিছুই কমে না। বরং এক দীপ হইতে শত শত দীপ প্রজ্বালিত হইলে, মৌলিক দীপ-শিখার স্বরূপ অধিকতর অভিব্যক্ত ও মহিমা অধিকতর প্রচারিত হয় মাত্র। তবে আমার পিতামাতা এ খেলা খেলিলেন কেন? সকলের নিকট আমাকে অপদস্থ করিলে তাঁহারাও যে অপদস্থ হইবেন, তাঁহারা কি তাহা জানিতেন না? যাঁহারা পূর্ণসর্ব্বজ্ঞ, তাঁহারা ভবিষ্যতের সংবাদ পূর্ব্বে জানিতেন না—এ কথা কেমন করিয়া বলিব? যে শিল্পী ঘটিকা-যন্ত্র প্রস্তুত করেন, তিনি সে ঘড়ি কতদিন চলিবে ও কিরূপ প্রণালীতে কার্য্য করিবে, তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানেন। সুতরাং সর্ব্বশিল্পাধার আমার জনকজননী— আমার জীবন-ঘটিকা কিরূপে চলিবে, এবং কিরূপ প্রণালীতে কার্য্য করিবে—তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানেন। তবে কি আমার জনকজননী নিষ্ঠুরতার আধার—যে পুত্রকে যাতনা দিবার জন্য তাহার হৃদয়কে কোমল করিয়া তাহার কোষ সদা শূন্য রাখিয়াছেন? পিপাসাকুল পথিককে মরীচিকায় মুগ্ধ করিয়া যেমন মরুভূমিতে লইয়া যান, ব্যাধের মুরলী-ধ্বনিতে আকৃষ্ট করিয়া হরিণীকে যেমন তাহার বাগুরায় আবদ্ধ করেন, এবং বিষধর ফণীকে যেমন সঙ্গীতে বিমোহিত করিয়া তাহার নিকট লইয়া যান, প্রাণাধিক পুত্রকেও কি তাঁহারা সেইরূপ নিশ্চিত মৃত্যুর ক্রোড়ে লইয়া যাইবার জন্য অনন্ত দয়া দিয়া তাহার চরিতার্থ করিবার উপায়ে বঞ্চিত করিয়াছেন? কারণ, এ অসহ্য যন্ত্রণা পুত্র কত দিন সহিতে পারিবে? অনন্ত-দুঃখপূর্ণ সংসারে থাকিয়া যদি লোকের দুঃখ দূর করিতে না পারিল, তবে তাহার বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন কি? নিরন্তর পরের দুঃখ দেখিতে দেখিতে তাহার কোমল হৃদয় অবসন্ন হইয়া আসিল। নিরন্ন ব্যক্তিগণের কঙ্কালাবশিষ্ট দেহ দেখিয়া তাহার হৃদয়-তন্ত্রীর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তারগুলি ছিঁড়িবার উপক্রম হইয়াছে। দুর্ভিক্ষের মর্ম্মভেদ আঘাতে মৃতপ্রায় ভারতবাসীর আর্ত্তনাদে তাহার হৃদপিণ্ড ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। আর কেন? করুণাময় পিতঃ! করুণাময়ী মাতঃ! আর কেন? পরীক্ষা কি এখনও শেষ হয় নাই? এখনও কি তোমাদের সংশয় আছে যে, অর্থ দিলে আমি তোমাদিগকে ভুলিব?

না পিতঃ! না মাতঃ! আমি তোমাদিগকে আর ভুলিব না! একবার ভুলিয়া যে কষ্ট পাইয়াছি, তাহাতে আর ভুলিবার সম্ভাবনা নাই। আমি তোমাদের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আর তোমাদিগকে ভুলিব না। আর একবার আমায় পরীক্ষা কর। আমায় শতভুজ কর, এবং সেই শতভুজে যাহাতে নিরন্তর দান করিতে পারি, তাহার উপায় করিয়া দাও। আমি অর্থ সঞ্চয় করিতে চাহি না; কারণ, অর্থে আমার প্রয়োজন কি? আমি বিশ্বেশ্বর ও বিশ্বেশ্বরীর কুমার; আমার আবার নিজের অভাব কি? আমার সমস্ত ভারই ত তোমাদের উপর; তবে আমি কেন সঞ্চয় করিব? আমি তোমাদের প্রতিনিধি হইয়া, যুবরাজ-পদে ব্রতী হইয়া, জগতে অন্ন বিতরণ করিব। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী ভারত-

বাসীর অন্নবস্ত্রের অভাব মোচন করিব। প্রভো, এই বাসনা পূর্ণ কর। এইবার তোমাদের এই বাঞ্ছাকল্পতরু নামের মহিমা পরীক্ষিত হইবে। আর যদি আমার এ বাসনা পূর্ণ করা তোমাদের সঙ্গত বলিয়া বোধ না হয়, তাহা হইলে আমায় আর সংসারে রাখিও না! সংসারে থাকিয়া আমি অগণ্য প্রাণীর অনন্ত দুঃখ দেখিয়া উদাসীন থাকিতে পারিব না। সুতরাং চরণে ধরি,যদি আমার বাসনা পূর্ণ না কর,তবে আমায় তোমাদের রাঙ্গা চরণে লীন করিয়া লও। আমায় নির্ব্বাণ মুক্তি দাও। সংসারে আমি আর থাকিতে চাহি না। আর সন্ন্যাসেও সুখ নাই; কারণ,সন্ন্যাসীর উপর এখন বড় অত্যাচার চলিতেছে; তাঁহাদের দুঃখ দেখিয়াও আমার প্রাণ বড় কাঁদে। তাঁহারা যেখানে যান, সেইখানেই শান্তিরক্ষকেরা চোর বা ভণ্ড বলিয়া তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়, এবং বিবিধপ্রকারে যাতনা দেয়। তাঁহাদের বনে থাকিবারও উপায় নাই! কারণ, বনবিধি অতি কঠোর হইয়াছে। পূর্ব্বে যোগী-ঋষিগণ বনের ফলমূল খাইয়াই জীবনধারণ করিতেন, বনকাষ্ঠ জ্বালিয়াই রজনীর শীত অপনীত করিতেন। কিন্তু এখন সে বন্য ফলমূল ও কাষ্ঠাদি বৈদেশিক রাজার অধিকারে আসিয়াছে; তাহা স্পর্শ করিলেই তাঁহারা চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডিত হইয়া থাকেন। সুতরাং রাজ-দণ্ড-ভয়ে তাঁহারা বন ছাড়িয়া লোকালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু সেখানেও রাজার যমদূতগণ তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে। এক্ষণে তাঁহারা কোথায় যাইবেন, ভাবিয়া অস্থির। সুতরাং আমি সন্ন্যাসীও হইতে চাহি না। অতএব, যদি সংসারে থাকিয়া দানব্রত উদ্‌যাপন করিতে দেও, তবে সংসারে রাখ; নতুবা তোমাদের চরণে ধরি, আমায় বিদেহ-মুক্তি দাও! আর পরের দুঃখ দেখিয়া অশ্রুজল ফেলিতে পারি না! দুঃখ দূর করিবার সামর্থ্য নাই--কেবল কাঁদিয়া কি হইবে? আমার অশ্রুজলে কি ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ক্ষুধানিবৃত্তি হইবে? অন্নাভাবে জীর্ণ-দেহ ব্যক্তির অশ্রুজল কি আমার অশ্রুজলে মুছিয়া যাইবে? আমার "আহা" বাক্যে দুর্ভিক্ষের মর্ম্মন্তুদ তাড়না কি প্রশমিত হইবে? অনশনে বা অর্দ্ধাশনে মৃতপ্রায় ভারতবাসীর ওষ্ঠাগত প্রাণ কি আমার সহানুভূতিব্যঞ্জক বাক্যে রক্ষা হইবে? জগতের অন্নকষ্ট কি শুষ্ক আমার সান্ত্বনা বাক্যে দূর হইবে? অন্নাভাবে ওষ্ঠাগত প্রাণ ব্যক্তির নিকট সান্ত্বনা-বাক্য দুঃখানলে ঘৃতাহুতি প্রদানের ন্যায় হইবে। পূর্ব্বে ভারতে শতাব্দীতে একবার বা দুইবার মাত্র দুর্ভিক্ষ ঘটিত। তখন সান্ত্বনা দিবার পথ ছিল। কিন্তু এক্ষণে বৎসর বৎসর দুর্ভিক্ষ হইতেছে। এখন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভারতবাসীকে আর শুষ্ক কথায় ভুলান সম্ভব নহে। এখন শুষ্ক সান্ত্বনা-বাক্য ভারতবাসীর দগ্ধহৃদয়ে আর স্থান পায় না। শ্বেতদ্বীপে তাহাদের সর্ব্বস্ব চালিত হইতেছে--কাচের বিনিময়ে ভারতের সমস্ত কাঞ্চন তথায় প্রেরিত হইতেছে। এখন কি ভারতবাসীর প্রাণ সান্ত্বনা মানে? স্বাধীন-বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতবাসীর যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হইতেছে; এখন কোন্ প্রাণে তাহাদিগকে ভুলাইব যে,—'তোমরা স্থির হও, তোমাদের সুখের দিন আসিতেছে!' বর্ত্তমান দুঃখ একবিন্দু নিবারণ করিতে পারিব না, তবে কোন্ প্রাণে তাহাদিগকে কেবল ভবিষ্যতের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে বলিব? অন্নাভাবে জনকজননীর সম্মুখে পুত্রকন্যা মরিতেছে দেখিয়া কোন প্রাণে তাঁহাদিগকে বলিব—'ধৈর্য্য ধরুন, আবার সুখের দিন আসিবে!' মা পিতঃ! না মাতঃ! আমি এ হৃদয়শূন্য শুষ্ক

অভিনয় আর করিতে পারিব না। আমি আর এ অসহ্য দৃশ্য দেখিতে পারি না। আপনাদের চরণে ধরি, কৃপা করিয়া আমাকে আত্মলীন করুন। আমি আর কিছু চাহি না। এই আমার শেষ ভিক্ষা।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, এম-এ।

সুধা না বিষ?

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কেদার বাবুর কাহিনী।

চৈত্র মাস। অপরাহ্নসময়ের নির্ম্মল বায়ু বড় মধুর! তাই প্রফুল্লকুমার আর আমি দুই জনে একবার রাজকীয় উদ্যানে ভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়াছিলাম।

প্রফুল্লকুমার একজন ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী। আমার বাল্যবন্ধু। কিন্তু তাঁহার সাহিত একত্র বাস করা আমার ভাগ্যে আর এখন বড় ঘটিয়া উঠে না। যদিও আমরা দু'জনেই একবাটীতে বাস করি, কিন্তু তাঁহাকে প্রায়ই কার্য্যগতিকে দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। তবে যখন সহরে আসেন, সেই সময়েই কেবল দুই চারি দিনের জন্য উভয়ে আনন্দে অতিবাহিত করিতে পারি।

আজ আমার বড় আনন্দের দিন। অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে বাসায় ফিরিলাম। দ্বারেই প্রফুল্লকুমারের ভৃত্য রামদাস।

রামদাস বলিল,—"বাবু! একজন বাবু আপনাকে খুঁজ্‌তে এসেছিলেন।"

প্রফুল্লকুমার কথাটা শুনিয়া কিছু বিরক্ত হইয়া আমার পানে চাহিয়া বলিলেন,—"দেখ্‌লে ভাই! এইজন্যেই আমি বেড়াতে যেতে চাইনে।" তারপর রামদাসকে বলিলেন,—"ভাল, তুমি তাঁরে একটু বস্‌তে বল্‌লে না কেন?"

রামদাস বলিল,—"তিনি প্রায় আধঘণ্টা বৈঠকখানায় বসেছিলেন। কিন্তু তাঁরে বড় অস্থির বলে বোধ হলো। শেষ তিনি আর চুপ করে বসে থাকতে না পেরে বল্লেন—'দেখ, আমি একটু রাস্তায় বেড়িয়ে আসি। শীঘ্রই ফিরে আস্‌বো। তোমার বাবু ফিরে এলে, তাঁকে আমার জন্যে একটু অপেক্ষা করতে বলো'।"

কথাটা শুনিয়া প্রফুল্লকুমার কিছু প্রফুল্ল হইয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কমল! আমার বোধ হয় লোকটার কোন বিশেষ বিপদ ঘটে থাকবে; নইলে, রামদাস তাঁরে অস্থির বলে মনে করতো না।"

এই কথা বলিতে বলিতে আমরা বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলাম। টেবিলের উপরেই একটী তামাক খাবার 'পাইপ'। 'পাইপটী' দেখিয়া প্রফুল্লকুমার সেটি হাতে করিয়া তুলিয়া লইলেন। বলিলেন,—"দেখ—দেখ, ভদ্রলোকটী পাইপটী ফেলে গেছেন। এতেই বোধ হচ্চে যে, সে ব্যক্তি বড়ই বিপন্ন, নইলে, তাঁর সখের পাইপ্ ফেলে যেতেন না।"

আমি বলিলাম,—"পাইপ্ আর সখের

কি? একটা গেলে, আর একটা কেনা ত অতি সহজ! ওর আর দাম কি?"

প্রফুল্লকুমার বলিলেন,—"না ভাই, তা নয়; পাইপটার দাম অতি সামান্য হলেও, এটা যে সেই ভদ্রলোকের অতি প্রিয় জিনিস, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। এই দেখ্‌চো না, পাইপটা দু'জায়গায় ভেঙ্গে গিয়েছিলো, অর্থব্যয় করে, এ দুই জায়গা রূপা দিয়ে মেরামত করিয়েছে। এটা মেরামত করতে যে টাকা খরচ হয়েছে, তাতে এমন দু'টা নূতন পাইপ কেনা যেতে পারে। কিন্তু যখন নূতন না কিনে এইটাই যত্ন করে মেরামত করিয়েছে, তাতেই বোধ হচ্ছে যে, এ জিনিসটা তাঁর বড় আদরের।"

আমি প্রফুল্লকুমারের কথা শুনিয়া একটু হাস্য করিয়া বলিলাম,—"তার পর?"

প্রফুল্লকুমার বলিলেন,—"কেমন, দেখো না ভাই! একটা সামান্য পাইপ থেকেও আমরা অনেক কথা বাহির করতে পারি। এই দেখ না কেন—এই পাইপটা যাঁর, সে ব্যক্তি দক্ষিণ হস্ত অপেক্ষা বাম হাতেই বেশী কাজ করতে পারেন। তাঁর গায়েও বেশ শক্তি আছে।"

আমি বলিলাম,—"কিসে জানলে?"

প্রফুল্লকুমার বলিলেন,—"প্রথমতঃ দেখ, লোকটি পাইপে তামাক জ্বালাবার সময় দিয়াশালাই দিয়ে না ধরিয়ে প্রদীপের আলোকেই ধরাইয়া থাকেন। এইজন্য, পাইপটার দক্ষিণ ধারটা পুড়ে গেছে। যে ব্যক্তি দক্ষিণ-হস্তে পাইপ ধরে, তার পাইপের বামদিক পুড়ে যাওয়াই সম্ভব। যদি বল, ভুলক্রমে সে ব্যক্তি ওরূপ করতে পারে; কিন্তু তা নয়। তাহলে কেবল দক্ষিণ-ধারটাই পুড়তো না—বামধারটাও পুড়তো। তার পর দেখ, এখানে কত দাঁতের দাগ! এতেই বোধ হয়, লোকটি সবলকায়—"

প্রফুল্লকুমার আরও বক্তৃতা করিতেন; কিন্তু এই সময়ে পদশব্দ হওয়াতে বলিলেন,—"চুপ কর; বোধ হয় সেই ব্যক্তিই আস্‌চেন।"

অনতিবিলম্বে একটি দীর্ঘকায় যুবাপুরুষ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে অভিবাদন করিলেন। যুবাটির বয়স অনুমান ত্রিশ বৎসর। সবলকায় বটে। তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"মহাশয়, আমায় অপরাধ গ্রহণ করবেন না, আমি বড় বিপন্ন। যদি একেবারে গৃহমধ্যে আসাতে কোন অপরাধ হয়ে থাকে, অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন।"

এই কথা বলিতে বলিতেই, তিনি একখানি কেদারায় বসিয়া পড়িলেন!

প্রফুল্লকুমার তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"মহাশয়, আমার বোধ হয় আপনার দু'একদিন ভাল নিদ্রা হয় নাই। তাতেই আপনাকে বড় দুর্ব্বল বলে বোধ হচ্ছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীরকে যত না ক্লান্ত করে, অনিদ্রায় তার চেয়ে অনেক বেশী কাতর করে ফেলে। এখন বলুন—আমায় কি করতে হবে?"

আগন্তুক বলিলেন,—"আমি আপনার পরামর্শ চাই। আমার সমস্ত জীবন বিষময় বোধ হচ্ছে। কি করলে আবার আমার মন সুস্থির হতে পারে? আপনি বিজ্ঞ ব্যক্তি। আমি আপনার নাম শুনেই এসেছি। কিন্তু আমি যে বিষয়ের পরামর্শ নিতে এসেছি, তা আপনাকে বলা উচিত কিনা, তাই এখনও বুঝ্‌তে পারচি-নে।" এই কথা বলিয়াই, তিনি একটু চুপ করিলেন; অনতিবিলম্বেই আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"উচিত হোক আর অনুচিত হোক, যখন বল্‌তে এসেছি, তখন বল্‌বো; আপনি বিজ্ঞ ব্যক্তি, আমায় সদ্‌যুক্তি দেবেন।"

প্রফুল্লকুমার বলিলেন,—"কেদার বাবু!"

আগন্তুক বলিলেন,—"সে কি মশাই! আপনি কি আমার নাম জানেন?"

প্রফুল্লকুমার হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"মহাশয়! যদি আপনার নাম অন্যকে জান্‌তে দিবার অনিচ্ছা থাক্‌তো,তাহলে পিরাণ, চাদর ও ধুতির কিনিরায় নিজের নাম দিয়ে চিহ্নিত কর্‌তেন না। তা' সে,কথা যাক্; এখন বল্‌ছিলাম কি?—এই ঘরে কত ব্যক্তি তাঁদের হৃদয়ের গুপ্ততম কথা-সকল বলে, আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন; তা সংখ্যা করা সাধ্য নয়। অনেকেই আবার জগদীশ্বরের কৃপায় শান্তিলাভ কর্‌তে সমর্থ হয়েছেন। যদি জগদীশ্বরের অনুগ্রহে আপনার উপকার কর্‌তে পারি, তাহ'লে কৃতার্থ হ'বো। কিন্তু বিলম্ব কর্‌বেন না; যা বল্‌বার, শীঘ্র বলে ফেলুন।"

আগন্তুক বলিলেন,—"মহাশয়! আমার মন নিতান্ত অস্থির। হয় ত বল্‌তে বল্‌তে কোন কথা ভুলেও যেতে পারি; সুতরাং যা প্রয়োজন হবে, জিজ্ঞাসা করবেন। আমার নাম—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম হলেও, আমি পঠদ্দশাতেই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করে,উপবীত ত্যাগ করেছি। বৎসর তিন হলো, আমি একটি বিধবার পাণি-গ্রহণ করেছি। আমার পত্নী আমায় খুব ভালবাসেন; সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু গত সোমবার থেকে আমার মনোমধ্যে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। আমি নিজে যথা-সাধ্য চেষ্টা করেও সে সন্দেহের কিছুই মীমাংসা করে উঠ্‌তে পারি-নি। আমার বোধ হয়, তাঁর হৃদয়ের মধ্যে একটা কিছু গোপনীয় বিষয় আছে—যা তিনি আমার নিকট কিছুতেই প্রকাশ কর্‌তে পারেন না। কিন্তু পত্নীর এমন কি গোপনীয় বিষয় থাক্‌তে পারে, যা পতির জান্‌বার পক্ষে বাধা আছে? এই বিষয়টি যতক্ষণ আমি জান্‌তে না পারচি, ততক্ষণ কিন্তু আর আমার মন স্থির হয় না। যদিও আমার পত্নী বিধবা, কিন্তু তাঁহার বয়স কেবল কুড়ি বৎসর। পূর্ব্বে তাঁর নাম ছিল—সুধাময়ী দাস। তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে বোম্বাই-নগরে ছিলেন; সেখানেই তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর পূর্ব্বস্বামী আনন্দরাম দাস, অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেছিলেন; তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তিও বেশ ছিল। তাঁর প্রথম বিবাহের এক বৎসরের পরে একটী সন্তান হয়, তৎপরবৎসরেই প্লেগ-রোগে তাঁর পতিপতি ও সে সন্তানটির মৃত্যু হয়েছিল এবং তিনি বড়ই বিপন্ন অবস্থায় পড়েছিলেন। আমাদের আচার্য্য মহাশয় সে সময়ে বোম্বাই সহরেই ছিলেন; তিনি আনন্দরাম বাবুর একজন বন্ধু, তাই ইনি তাঁর সঙ্গে এখানে আসেন। আচার্য্য মহাশয়ের বাটীতেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়; সেই পরিচয় হ'তেই ক্রমে পরিণয়। বিবাহের পর তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আমার হস্তে অর্পণ করেন। ঐ সম্পত্তি নগদে ও কোম্পানীর কাগজে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা। আমি ব্যবসায় করিয়া থাকি। আমার বার্ষিক আয় খরচ-খরচা বাদে বার শত টাকার কম নয়। আমরা এখন সহরতলীর বাহিরে একটি ছোট দোতালা বাড়ী করে, সেইখানেই থাকি। এই তিন বৎসরের মধ্যে একদিনের তরেও আমাদের মধ্যে একটি কথান্তর হয় নাই। আমার স্ত্রী যখন আমার হস্তে তাঁর সম্পত্তি অর্পণ করেছেন, তখন আমি নিষেধ করলেও,তিনি আমাকে তাঁর নগদ টাকাগুলা আমার কারবারে খাটাতে অনুরোধ করেন, এবং কোম্পানির কাগজগুলি আমার নামে পরিবর্ত্তিত করে নিতে বলেন। এখনো টাকাগুলি আমি কারবারে খাটাতে আরম্ভ করেছি বটে, কিন্তু কোম্পানির কাগজ-

গুলি ওঁর নামেই আছে। প্রায় দেড়মাস কি দুই মাস হলো, একদিন তিনি আমার কাছে এসে বল্লেন যে—'আমার পাঁচ শত টাকার দরকার হয়েছে, আমাকে টাকা দিতে হবে।' আমি মনে করলাম—বুঝি কোন গহনা প্রস্তুত করাবার প্রয়োজন। তাই বললাম—'একেবারে এত টাকা কি হবে?' তিনিও হাস্তে হাস্তে বল্লেন—'তুমি আমার টাকা গচ্ছিত রেখেছ, যখন দরকার হবে, চাইবো। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা চাইতে গেলে কি—কি জন্য টাকা চাই, তা বলতে হয় নাকি?' আমি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে, পাঁচ শত টাকা দিলাম। তার পরে বললাম—'কি দরকার, শুন্তে কিছু বাধা আছে না কি?'

আমার স্ত্রী বলিলেন,—'কিছু দিন পরে বল্‌বো।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কেদার বাবুর কাহিনীর শেষ।

কেদার বাবু একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। প্রফুল্লকুমার অন্যমনস্ক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তার পর?"

কেদার বাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আমরা যেখানে বাস করি, তাহার অদূরে একটি উদ্যান মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ী আছে। বহুদিন থেকে ঐ বাড়ী খালি আছে। গত সোমবার দিন বিকালে আমি ভ্রমণ করতে করতে দেখ্‌লাম যে, বাড়ীটি ভাড়া হয়েছে। বাহিরে একখান গরুর গাড়ীতে করা কতকগুলি জিনিস। একখান ঘোড়ার গাড়ী অতি অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই বাগানের মধ্য হইতে ফিরিয়া গেল। আমি কৌতুহলপরবশ হইয়া,বাটীতে কে আসিল জানিবার জন্য, উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করলাম, দেখ্‌লাম—একটি বৃদ্ধা! সে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কে মশাই!"

আমি বল্লাম,—'আমি অদূরে ঐ বাড়ীতে বাস করি। আপনারা আমাদের প্রতিবেশী হলেন; তাই আপনাদের প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলাম।"

বৃদ্ধা বল্লে,—'বাড়ী আমিই ভাড়া নিয়েছি। যদি কখন আমার প্রয়োজন পড়ে, আপনাকে সংবাদ দিব। এখন আপনি যেতে পারেন।"

আমি বৃদ্ধার বাক্যগুলি শুনে, কিছু কষ্ট-বোধ করলাম। যাইহউক, হঠাৎ উপরদিকে দৃষ্টি পড়াতে দেখ্‌লাম, জানালায় একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে; সে আমায় দেখে একটু সরে গেল। একে সন্ধ্যাকাল, তায় দূরে; ভাল চিন্তে পারলাম না। লোকটীর আকৃতি কিরূপ, তাও ভাল বুঝ্‌তে পারলাম না। মনে করলাম—হয় তো স্ত্রীলোক হবে। যাইহউক, রাত্রে আমার স্ত্রীর নিকট এ গল্প করলাম। তিনি ভালমন্দ কিছুই বল্লেন না। তৎপরে আমরা নিদ্রিত হ'লাম।

সচরাচর আমার নিদ্রা বড় প্রগাঢ়। একবার নিদ্রিত হলে প্রভাতের পূর্ব্বে কখনই নিদ্রাভঙ্গ হয় না। কিন্তু সেদিন মধ্যরাত্রে হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হলো। দেখ্‌লাম, ঘরে আলো জ্বলছে—আমার পত্নী একখান মোটা-চাদর গায়ে দিয়ে বাহিরে গেলেন। আমি সাশ্চর্য্যে শয্যার উপর উপবেশন করে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম—ইনি গেলেন কোথায়? সদর দরজায় শব্দ হলো—বুঝ্‌লাম, বাটীর বাহিরে গেলেন।

প্রায় আধ্ ঘণ্টা পরে আমার পত্নী প্রত্যাবৃত্ত হলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সুধা! এত রাত্রে কোথা গিয়েছিলে?"

তিনি চমকিতা হইলেন। বলিলেন,—"তুমি জেগেছ?"

আমি বল্লাম,—"হাঁ জেগেছি! তুমি কোথা গিয়েছিলে ?"

তিনি নিজের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন,—"তুমি আশ্চর্য্য বোধ কর্‌তে পার। কিন্তু আমার বড় গরম বোধ হচ্ছিল ; তাই একটু বাহিরে গিয়েছিলেম।"

গরম বোধ হচ্ছিল বলে, মোটাচাদর গায়ে-দেওয়া!! যাই হোক, আমি আর কিছু বল্‌লাম না; কিন্তু বুঝ্‌লাম যে, তিনি আজ আমার কাছে কিছু গোপন কর্‌লেন। আমার মনটা বড় খারাপ হলো। তার পরদিন আর কর্ম্মস্থানে গেলাম না। দেখ্‌লাম, আমার স্ত্রীও কিছু চঞ্চল! যাই হউক, আমি বাড়ীতেও থাকতে পারলাম না; যেমন কর্ম্মস্থানে যাই, তেমনি খাওয়া-দাওয়া করে ইতস্ততঃ ভ্রমণ কর্‌তে কর্‌তে, বেলা একটার সময় দারুণ পিপাসায় ব্যগ্র আবার গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হ'তে লাগ্‌লাম। এমন সময়ে দেখি, আমার পত্নী সেই বাগান-বাড়ী হ'তে বাহিরে এলেন। আমি তাকে দেখে আশ্চর্য্য বোধ করলাম; তিনিও আমায় দেখে চমকিত হলেন। কিন্তু শীঘ্রই মনোভাব গোপন করে বল্লেন,—"আমাদের প্রতিবেশিনী বৃদ্ধাটির সঙ্গে আলাপ কর্‌তে এসেছিলাম। তুমি কি সেজন্য আমার উপর বিরক্ত হয়েছ ?"

আমি বল্‌লাম,—"কাল রাত্রেও তবে তুমি এখানেই এসেছিলে ?"

তিনি বল্‌লেন,—"সেকি ?"

আমি বল্‌লাম,—"তুমি যে এখানে এসেছিলে, তাতে আমার কিছুই সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বাটীতে কে আছে ?"

তিনি বল্‌লেন,—"আমি এর আগে এখানে আসি্‌নি।"

আমি কিছু ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লাম,—"কেন মিছে কথা বল্‌চো ? তোমার মুখভঙ্গি, তোমার গলার স্বর, তোমার দৃষ্টি, স্পষ্টই প্রকাশ করে দিচ্ছে যে, তুমি আমার কাছে কিছু গোপন কর্‌চো। আমার সন্দেহ যদি মিথ্যা হয়, তবে চল—কুটীরে কে কে আছে, আমার সঙ্গে পরিচিত করে দেবে—চল।"

তিনি বল্লেন,—"না না, ওখানে গিয়ে কাজ নেই। চল, আমি ক্রমে তোমায় সব বল্‌বো। আমার কথায় বিশ্বাস কর! আমি কোন মন্দ অভিসন্ধিতে আসি নাই।"

আমি কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাক্‌লাম। ক্ষণেক চিন্তা করে বল্লাম,—"ভাল, তুমি যে ভাবেই এসে থাক, তা আমি আর অনুসন্ধান কর্‌বো না, কিন্তু তোমায় প্রতিজ্ঞা কর্‌তে হ'বে যে, আর তুমি এখানে আস্‌বে না।"

তিনি বল্লেন,—"ভাল, তাই হবে। আর কখন আস্‌বো না। কিন্তু তুমি আমায় অবিশ্বাস করো না। আমি কোন অবিশ্বাসের কাজ করি-নি।"

আমরা গৃহে ফিরে এলাম। কিন্তু মনে শান্তিলাভ হলো না। কত রকমে মনকে শান্ত কর্‌তে চাইলাম, কিছুতেই শান্ত হলো না।

যাইহোক, আমি দুই দিন গৃহেই থাক্‌লাম; দিনরাত্রির মধ্যে একবারও পত্নীকে আমার নিকট হতে উঠ্‌তে দেখ্‌লাম না।

তৃতীয় দিনে কর্ম্মস্থানে গেলাম। প্রধান কর্ম্মচারী আমার অনুপস্থিতে সমস্ত কার্য্যই সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহ করেছেন।

সচরাচর আমি সন্ধ্যার সময় বাটীতে ফিরে আস্‌তাম; কখন কখন তদপেক্ষাও বিলম্ব হত। এক-একদিন রাত্রি ৮টা পর্য্যন্তও থাক্‌বার আবশ্যক হত। কিন্তু সেদিন ২টার সময়ই বাড়ীতে ফিরে এলাম। আমি উপরে উঠ্‌ছি; দেখি, দাসী বাহিরে গেল। আমি

ঘরে গিয়ে দেখি, আমার স্ত্রী ঘরে নেই; জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি, দাসী ঊৰ্দ্ধশ্বাসে সেই বাড়ীর দিকে চলেছে। মহাশয়, বল্‌বো কি, আমার প্রাণের মধ্যে যে কি প্রকার যন্ত্রণা হতে আরম্ভ হলো, তা বল্‌তে পারি না। কাপড় না ছাড়িয়াই আমিও সেই বাড়ীর দিকে যেতে আরম্ভ কর্‌লাম। এমন সময়ে আমার পত্নী দাসীর সঙ্গে ব্যস্তসমস্তভাবে ফিরে আস্‌চেন, দেখ্‌তে পেলাম। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আর দেখা না করে, আমি সেই বাড়ীর দিকেই গেলাম, কিন্তু আশ্চর্য্য! গৃহে কেহই নাই। উপর-নীচে সকল ঘর অনুসন্ধান কর্‌লাম—জনহীন! উপরের একটি কক্ষ সুসজ্জিত; দেখি, একধারে আমার প্রাণের প্রতিমূর্ত্তি। ঐ ছবিখানি আমারই এক বন্ধু অঙ্কিত করে দিয়েছিলেন। ছবিখানি আমারই শয়নকক্ষে ছিল। সকালে কর্ম্মস্থানে যাবার পূর্ব্বেও ছবিখানি দেখে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার স্ত্রী ছবিখানি কার জন্যে এখানে আনলেন? বুঝাই বা কে? বাড়ীতেই বা আর থাকে কে?

নিষ্ফল হয়ে বাড়ীতে ফিরে এলাম। মনে কর্‌লাম—যদি পত্নী সকল কথা অকপটে বলে, ভাল; নৈলে, এ জন্মের মত গৃহত্যাগ করবো। এই ভেবে, আমার পাঠাগারে এসে, আমার পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করতে আরম্ভ কর্‌লাম।

আমার পত্নীও আমার সঙ্গে সঙ্গেই এলেন। তিনি বল্‌লেন,—"আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে বড় অপরাধ করেছি। কিন্তু যদি তুমি কারণ শোনো, নিশ্চয়ই ক্ষমা করবে, সন্দেহ নাই।

আমি বললাম,—"ভাল সমুদায় কথা ভেঙ্গে বল।"

তিনি বল্‌লেন,—"তা পার্‌বো না।"

আমি বল্‌লাম,—"যদি না বল, আমি নিশ্চয়ই তোমায় বিশ্বাস করতে পারি না। যখন তুমি তোমার ছবিখানি নিয়ে গিয়ে তাকে দিয়েছ, তখন সে যে তোমার আপনার লোক, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু কে সে?"

কিন্তু তিনি কিছুই বল্‌লেন না। আমি তাই গৃহত্যাগ করে কাল পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছি। মনে শান্তি নাই, চক্ষে নিদ্রা নাই। হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। দিন রাত কেবল এই ভাবছি—আমার সুধা—"সুধা না বিষ?"

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব কবিরত্ন।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

চীনের যুদ্ধ।—নাঙ্গাসাকি হইতে সর্ব্বশেষ সংবাদ এই যে, জাপানীরা চীনদিগের সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত; কিন্তু যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ নগদ ৩০ কোটী 'জেন' (মুদ্রা) এবং অধুনা-অধিকৃত দেশ-সকলে একাধিপত্য চাহে। আরও, চীন এ প্রস্তাবে সম্মত না হইলে, তাহারা প্রতিনিবৃত্ত হইতে প্রস্তুত নহে এবং পরে অধিক পাইবার প্রত্যাশা করিবে—এমন কি, ক্রমে তাহারা চীনরাজধানী পিকিন ও তদ্রূপ অন্যান্য স্থানও দখলকরিবার ভরসা রাখে। ইহার পরের সংবাদ, জাপানীরা 'পিচিলি' উপকূল আক্রমণের জন্য বিপুল উদ্যোগ করিতেছে।

কল্যকার সংবাদ — রাজকীয় কাগজপত্রে প্রকাশ—মাঞ্চুরিয়ার জরীপ করিতে যাইলে, বহুসংখ্যক চীন-সেনার সহিত জাপানীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী যুদ্ধ হইয়াছিল। জাপানীরা অবশেষে খাণ্টঙে প্রত্যাগত হইয়া তথায় জাপ্-সৈনের প্রধান অবস্থিতি-স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে।

***

মাদাগাস্কারের যুদ্ধ।—ফরাসীদিগের 'মেরোস্' নামক একখানি যুদ্ধ-জাহাজ পোর্ট সৈয়দ হইতে মাদাগাস্কারে প্রেরিত হইয়াছে।

***

নাটোরের মকর্দ্দমা।—যে মকর্দ্দমায় নাটোরের রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় ও তাঁহার পুত্র কুমার-বাহাদুর প্রভৃতি অভিযুক্ত হয়েন, এসেসরগণ তাহাতে তাঁহাদিগকে নির্দ্দোষী বলিয়া মত-প্রকাশ করিয়াছেন। জজসাহেব বাহাদুর আগামী ১১ই ডিসেম্বর ঐ মকর্দ্দমার রায় দিবেন। এক্ষণে, রাজা ও রাজকুমার বিনা-জামিনে খালাস পাইয়াছেন; এবং মথুরানাথ পাল নামক অপর এক জন আসামী ২০০০৲ হাজার টাকার জামিনে খালাস আছে। সংবাদ এই যে কাহারও বিরুদ্ধে দোষ প্রমাণ হয় নাই।

***

রাজকোষের অসচ্ছলতা।—উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্যর অক্‌লাণ্ড কল্‌ভিন্ বাহাদুর 'নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরী' পত্রে এই সম্বন্ধে একটী যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে যুদ্ধবিভাগের ব্যয়-বৃদ্ধিতেই এই অসচ্ছলতার প্রসার এতটা বাড়িয়াছে। সে ব্যয় কমাইবার তিনি নানারূপ প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাব উত্তম; কিন্তু কার্য্যে ইহার কি হইবে, বলা যায় না।

রাজার নিকট দেশের আশা।—বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য-নির্ব্বাচনের ক্ষমতা এক্ষণে কেবল 'বি-এ' উপাধিধারীদেরই আছে; কিন্তু যাহাতে 'বি-এ' উপাধি-প্রাপ্ত ব্যক্তিরাও সে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, এজন্য বড়লাট এল্‌গিন বাহাদুরের নিকট আবেদন করা হইয়াছিল। স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র, জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণই সে আবেদন পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই সামান্য প্রার্থনায়ও বড়লাট বাহাদুর উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। রাজার অনুগ্রহে আশা কি পর্য্যন্ত, ইহাই তাহার দৃষ্টান্ত।

***

পুলিশ-বিভাগের সংস্কার।—এই সম্বন্ধে বেশ সুন্দর কয়েকটী প্রস্তাব করিয়া, সংপ্রতি 'ইণ্ডিয়া'-পত্রে একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। পুলিস বিভাগের নিম্নস্তরের সম্পূর্ণ সংস্কার ও তৎস্থলে কিছু অধিক বেতন দিয়া বিজ্ঞ-বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করা—এই প্রবন্ধের অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে ব্যয়সংকুলানের উপায়ও প্রবন্ধে এইরূপে স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগের বেতন কতক কমাইয়া এবং সেরূপ কোন কোন পদ একেবারে উঠাইয়া দিয়া, সেই উদ্বৃত্ত টাকায় নিম্ন-স্তরের উন্নতি সাধিত হইতে পারে। প্রবন্ধের যুক্তি বড়ই সমীচিন। পুলিষের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টদিগের বেতন—১০০০৲ টাকার ৫ জন, ৯০০৲ টাকার ২ জন, ৮০০৲ টাকার ৭ জন, ৭০০৲ টাকার ১২জন, ৬০০৲ টাকার [illegible] জন, ৫০০৲ টাকার টাকার ১৩ জন—এখন এইরূপ আছে। ইহাতে মাসে ৩৫, ৫০০৲ টাকা ব্যয় হয়। প্রবন্ধ-লেখক বলেন, ইহার বদলে ৮০০৲ টাকার ৫ জন, ৭০০৲ টাকার ৬ জন, ৬০০৲ টাকার ১০ জন,

টাকার ৫জন এবং ৪০০৲ টাকার ১৫জন রাখিলে, মাসিক ২৭৬০০৲ টাকার চলিতে পারে। অর্থাৎ মাসিক ৬,৮০০৲ টাকা ও বৎসরে প্রায় ৮১,৬০০৲ টাকা বাঁচিতে পারে। এতদ্ভিন্ন, সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদটা একেবারে উঠাইয়া দিলে, তাহা হইতেও ১৬৯,৮০০৲ বাঁচিতে পারে। অর্থাৎ দুই পক্ষে মোট ২৪১,৪০০৲ টাকার সাশ্রয় হয়। আর, সেই টাকা যদি নিম্ন-শ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া, সেই সকল পদে ভাল-লোক রাখা হয়, তবে অনেক কাযের সুবিধা হইতে পারে। প্রধানতঃ পুলিসের সব্‌ইন্‌স্পেক্টার ও হেড কন্‌ষ্টেবোলদিগের কার্য্যের যেরূপ গুরুত্ব, সেই অনুসারে বেতন বৃদ্ধি করাই উচিত; তন্নিম্নে সামান্য বাড়াইলেও চলিতে পারে। প্রবন্ধের যুক্তি বিজ্ঞমাত্রেরই অনুমোদিত হইতে পারে; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কি সে বিবেচনা করিবেন?

***

অনুসন্ধান-সমিতির সাহায্যকারিগণ।— এ বৎসর যাঁহারা অনুসন্ধান-সমিতির প্রতি সহানুভূতি, সাহায্য বা পৃষ্ঠপোষণ করিয়াছেন, পরপর তাঁহাদের নাম; যথা,—

১। কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর,
এ্যাটর্ণী, সভাবাজার রাজবাটী।

২। রায় রোহিণীকুমার রায় চৌধুরী,
জমীদার, বরিশাল।

৩। রাজা গোবিন্দলাল রায় বাহাদুর,
তাজহাটরাজবাটী।

৪। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মিত্র, বি এল,
উকীল, হাইকোর্ট।

৫। শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ বসু,
জমীদার, বাগবাজার।

৬। শ্রীযুক্ত রায় বিপিনবিহারী মিত্র,
জমীদার, শ্যামবাজার।

৭। মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর,
সভাবাজার-রাজবাটী।

৮। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

৯। শ্রীযুক্ত গোপাললাল মিত্র,
ভাইস্ চেয়ারম্যান, কলিকাতা মিউনিঃ

১০। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

১২। মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩। রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী,
কাকিনা-রাজবাটী

১৪। রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর,
জমীদার, সেরপুর

১৫। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন।
'ইণ্ডিয়ান মিরার' সম্পাদক।

১৬। পণ্ডিত কৈলাশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ,
এম-এ।

১৭। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।

এই সকল মহানুভব এবৎসর নানারূপে আমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন ও আমাদিগের কার্য্যসম্পাদন-সম্বন্ধে বহু উপদেশ-পরামর্শ দিয়াছেন। এজন্য আমরা সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞ আছি।

শীঘ্রই সমিতির একটী অধিবেশন হইবে। ইঁহাদের সকলকে এবং সমিতির অন্যান্য সহৃদয় বন্ধুবান্ধবদিগকে তাহাতে আহ্বান করিয়া, কার্য্যপ্রণালীর প্রসার ও পরিচালনার আরও সুবন্দোবস্তের উপায় অবধারিত হইবে।

বিজয়া বটিকা

পুরাতন জ্বর ধ্বংস করিতে, বিজয়া বটিকা অদ্বিতীয় শক্তি। যেরূপ কঠিন পুরাতন জ্বর হউক না, বিজয়া বটিকা সেবনে নিশ্চিতই শুভফল ফলিবে। প্রবল পুরাতন জ্বর, ঘুষঘুষে জ্বর, প্লীহা-যকৃৎ ফোলা-কাসযুক্ত জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, অস্থিগত জ্বর, দৈকালীন জ্বর,—সকল রকম পুরাতন জ্বরেই বিজয়া বটিকা সেবনীয়। বঙ্গের ম্যালেরিয়া বা আসামের কালাজ্বরের পক্ষে ইহা ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ।

কুইনাইন সেবনে যে দূষিত জ্বর যায় নাই যে বিষম জ্বরের নিকট কুইনাইন অবনত বদন ম্লানমুখ—বিজয়া বটিকায় সে জ্বর সহজেই যায়।

বিজ্ঞ ডাক্তার এবং কবিরাজের চিকিৎসায় কত কঠিন জ্বর রোগ আরাম হয় নাই,—বিজয়া বটিকা সেবনে সে রোগ আরোগ্য হইয়াছে। --এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

এই মহৌষধ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। প্লীহা জ্বর যকৃতে ভুগিয়া ভুগিয়া যে রোগীর অস্থিচর্ম্ম সার হইয়াছে, ডাক্তার এবং কবিরাজে যে রোগীকে জবাব দিয়াছেন, আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশী যাঁহার আসন্ন মৃত্যু স্থির করিয়াছেন, অন্ততঃ সেই রোগীকে এই এক ৩নং বড় কৌটা বিজয়া বটিকা সেবন করিবার অবসর দিউন। চূড়ান্ত পরীক্ষা হইবে। তখন প্রত্যক্ষ সুফল দেখিয়া আপনি এবং সকলেই বিস্মিত, বিমোহিত এবং স্তম্ভিত হইবেন।

বটিকার সংখ্যা,		মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাকিং
১ নং কৌটা	১৮	৵০	।০	৵০
২ নং কৌটা	৩৬	১৵০	।০	৵০
৩ নং কৌটা	৫৪	॥৵০	।৵০	।০

ভ্যালুপেবলে কৌটা লইলে, মূল্য ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং চার্জ্জ ছাড়া গ্রাহককে আরও দুই আনা অধিক দিতে হয়।

বিজয়া বটিকার আরোগ্য-সমাচার।

লক্ষ লক্ষ লোক আরোগ্য হইয়াছে।

কেবল কয়েকখানি পত্র প্রকাশিত হইল।

রাজসাহীর অন্তর্গত নাটোর রাজধানীর ছোট তরফের প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী লিখিয়াছেন;—"আপনার বিজয়া বটিকা সেবনে আমি আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছি। আমার চারি মাসের জীর্ণজ্বর আপনার মহৌষধে আরোগ্য হইয়াছে।"

২৪ পরগণা ভাটপল্লীর প্রধান নৈয়ায়িক এবং মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম লিখিয়াছেন;—"বিজয়া বটিকার আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া আমি মোহিত হইয়াছি। কুইনাইন বা অন্য কোন ঔষধে যে প্লীহাযুক্ত পুরাতন জ্বর আরাম হয় নাই, বিজয়া বটিকা এক মাস কাল সেবন করিয়া সে জ্বর সম্পূর্ণ আরাম হইয়াছে।

"আমি গত বৎসর কার্ত্তিক মাসে জ্বরাক্রান্ত হইয়া এক বৎসর কাল ক্রমাগত ভুগিয়া আসিতেছিলাম। বয়স ৬০ ষাট বৎসরের ঊর্দ্ধ হইয়াছে। দীর্ঘকাল জ্বরে ভুগাওয়ায় আমার শরীর অতিশয় জীর্ণ হইয়াছিল এবং আমার পাকস্থলী গৃহমধ্যে ঘোঁচ্য মেহ সংক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত জীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। আমি প্রথমে ডাক্তারি চিকিৎসা করাইয়াছিলাম। বিশেষ ফল না পাওয়ায়, কবিরাজী চিকিৎসা করাইলাম। কবিরাজী চিকিৎসাতেও কোন বিশেষ ফল পাই নাই। আমার জ্বর এক বৎসর মধ্যে কখন এককালীন ত্যাগ হয় নাই। সর্ব্বদাই নাড়ীতে জ্বরবেগ থাকিত। অবশেষে হতাশ হইয়া আত্মীয় স্বজনের পরামর্শে গত কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ এই দুই মাস কাল যথানিয়মে বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া এক্ষণে আমি বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আমার জ্বর এককালীন নাড়ী হইতে ত্যাগ হইয়াছে, মেহেরও বিশেষ উপকার হইয়াছে এবং ক্ষুধা বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে। এমন আশ্চর্য্য গুণ সম্পন্ন ঔষধ আমি কখন দেখি নাই।

আশীঃ শ্রীসঞ্জীবন মুখোপাধ্যায়

আড়ংলিয়া, রাণাঘাট, নদীয়া।

নিম্নলিখিত স্থানে বিজয়া বটিকা প্রাপ্তব্য।

কলিকাতা ১২ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, বি, বসু কোং নিকট।

এক ব্যক্তি অন্ধ ও এক প্রদীপের কথা।

এক অন্ধকার রজনীতে এক অন্ধ ব্যক্তি হস্তে একটি প্রদীপ ধারণ, ও স্কন্ধে একটা জালা, বহন করিয়া হট্টের ভিতর দিয়া গমন করিতে-ছিল। তাহাতে কোন এক ব্যক্তি তাহাকে আহ্বান করিয়া কহিল, "ওরে। মূঢ় ব্যক্তি! তোর চক্ষে দিবা ও রাত্র সকলই সমান; সে জন্য তোর পক্ষে প্রদীপ ব্যবহারে কি উপকার দর্শাইবেক?" তাহাতে, ঐ অন্ধ ব্যক্তি, কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিল; "ওরে, মহা পামর! তুই কি এমন মনে করিস, যে, এই প্রদীপ হয় কেবল আমারই উপকারার্থে? তা নয়; ইহা হয় কেবলই তোরি কারণ; তুই যেন এই অন্ধকারের মধ্যে আমার জালাটা না ভাঙ্গিয়া ফেল।" এবং এই তিমিরাচ্ছন্ন রজনীতে, ঐ অন্ধ ব্যক্তির প্রদীপ যেমন অতি উজ্জ্বলরূপে প্রজ্বলিত হইয়াছিল; সেইরূপ যেন, তোমার জীবনের প্রদীপ, কায়িক স্বাস্থ্যের দ্বারা দীপ্যমান করা হউক! এই দেহ হয় প্রদীপের আধার; এবং এই রুধির হয় প্রদীপের স্বরূপ। যদ্যপি ঐ রুধির বিশুদ্ধ থাকে তাহা হইলে, জীবনের দীপ উজ্জ্বলতার সহিত দীপ্যমান হইবেক। এক্ষণে, যেমন ঐ অন্ধ ব্যক্তির প্রদীপ ঐ ঝড়ময় যামিনীতে বায়ুর বিপক্ষে রক্ষা করা হইয়াছিল; সেইরূপ তুমি কি তোমার রুধিরকে এমন প্রকারে রক্ষা করিয়া থাক যে, তদ্দ্বারা যেন ঐ রুধির, নানাবিধ ব্যাধি সকল, যাহারা উহাকে ভয় প্রদান করিয়া থাকে তাহাদিগকে প্রতিকূল করিতে পারে। আর কে যে উহাকে ভয় প্রদান করে, তাহা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিলে, তুমি আপনি আপনাকে এই নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলিন জিজ্ঞাসা কর। তোমার কি অন্তরদেশে মলবদ্ধ হইয়াছে? পার্শ্ব কিম্বা স্কন্ধদেশ সকলেতে কি মন্দমন্দ বেদনা বোধ হয়? বারম্বার কি বমনাদি শিরঃপীড়া হইয়া থাকে? সময়ে সময়ে দেহের চর্ম্ম কি রুক্ষ ও শুষ্ক হইয়া থাকে? মুখে কি কিছু বিস্বাদ জন্মিয়া থাকে? কখন কি শিরোঘূর্ণন হইয়া থাকে? আহারের কি হ্রাস হইয়া গিয়াছে? শরীরের রুধির কি ঘোলা ও অপ্রবাহ হইয়া থাকে? চক্ষুঃদ্বয়ের শ্বেতবর্ণাংশ সকল কি পীতবর্ণে রঞ্জীন করা হইয়াছে? মূত্র কি স্বল্প মাত্র ও গাঢ় রঙ্গবিশিষ্ট হয়? পাকস্থলিতে কি এমন কোন বেদনা আছে, যে তদ্দ্বারা এমন বোধ হয় যে, যেন সেস্থানে একগুরুতর ভার স্থাপিত আছে? সময়ে সময়ে কি চক্ষুঃ এমন অস্পষ্ট হইয়া থাকে, যেন উহাতে দৃশ্য বিন্দুবর্গ ভাসিতে লাগিতেছে? এক্ষণে, উপরোক্ত লক্ষণ সকল একেবারেই দেখা দেয় নাই; কিন্তু যখন রুধির দোষক হয়, তখন ঐ লক্ষণ সকল সময়ক্রমে কালে কালে প্রকাশ পাইবেক; কিন্তু তুমি ইহা স্মরণ করিয়া রাখিবে যে, যদ্যপি ঐ লক্ষণ সকলের মধ্যে দুইটা বা তিনটা একেবারে দেখা দেয়; তাহা হইলে তোমায় যে যকৃৎ ও রুধির দোষজ হইয়াছে; তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। উহার জন্য বিষন্ন হইও না; তোমার পক্ষে এ বিষয়ে এখন ভরসা আছে। আমি তোমাকে আহ্লাদের ও সুখের কথা জানাইয়া দিব। সিগেল্স্ কউরেটিভ সিরপ্ নামক ঔষধীয় দ্বারা তোমারা রোগ সম্পূর্ণ ও নিশ্চয়রূপে বিমোচন হইয়া যাইবেক। এই ঔষধা ব্যাধির মূলচ্ছেদনপূর্ব্বক উহাকে তোমার শরীর হইতে একেবারে শাখামূলে উৎপাটন করিয়া ফেলিবেক। ইহা স্মরণ করিয়া রাখ, যে, রীতিমত কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবার জন্য এবং শরীরের প্রত্যঙ্গে নিরাট ও বীর্য্যবান স্বাস্থ্য প্রদান করিবার জন্য, সকল ঔষধা অপেক্ষা ইহাই হয় সর্ব্বতোভাবে সুফলদায়ক। এইরূপে তোমার দেহ ব্যাধির বিপক্ষে স্থিত হইয়া, ও তোমার জীবনের প্রদীপ প্রস্তরের উপর স্থাপিত হইয়া উজ্জ্বলরূপে প্রজ্বলিত হইতে থাকিবেক; মরুৎ উহাকে স্পর্শ ও করিতে পারিবেক নাহি; বোধ হইবেক যেন আকাশমণ্ডলই উহাকে রক্ষা করিতেছে; এবং ঐ প্রদীপ নির্ব্বাণ হইবার বিপদ হইতে বিমোচন পাইয়া প্রজ্বলিত হইতে থাকিবেক; এবং যেন তোমার দেহের দীপ প্রজ্বলিত হইতে থাকুক, ও তোমার মনের বাঞ্ছা পরিপূর্ণ হউক।

সিগেল্স কিউরেটিভ্ সিরপ নামক ঔষধটী ভারতভূমের প্রধান প্রধান বাজার সকলেতে প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিম্বা অধিকারির ঠিক বরাবর নিকট হইতে প্রাপ্য হওয়া যাইবেক। তাহার ঠিকানা এ যে হোয়াইট্ লিমিটেড, ৫ নম্বর, রুবি স্ট্রীট্, বম্বে।

বোতল পিছু মূল্য ১ এক টঙ্কা; ২ দুই টঙ্কা ও ৪ চারি টঙ্কা। ঔষধ সেবন করিবার নিয়ম সকল বোতলের গাত্রের মোড়ক্ কাগজে দেখিতে পাওয়া যাইবেক। B. M.

জ্বরারি ।

সকল প্রকার জ্বরের অব্যর্থ পরীক্ষিত ঔষধ ।

ম্যালেরিয়া জ্বরের, প্লীহা যকৃৎযুক্ত জ্বরের ও পুরাতন ঘুসঘুসে জ্বরের এ পর্য্যন্ত একটীও রোগনির্ম্মূলক ঔষধ প্রচার হয় নাই, যে একমাত্র অবলম্বন বিদেশীয় কুইনাইন বা ৮ জ্জাত মিশ্রে বা বটিকা, তাহাতে কোনও কোনও স্থলে কিছু দিনের জন্য জ্বর বন্ধ হয় বটে, কিন্তু অবশেষে এক বিষের স্থানে দুই বিষ একত্রিত হইয়া আমরণ মরণাধিক যন্ত্রণা দেয়। আমি ও আমার, বন্ধুগণ বৎসরকাল জ্বরারি ব্যবহার করিয়া প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে, পুরাতন ও ম্যালেরিয়া জ্বরে প্লীহা-যকৃৎযুক্ত জ্বরে, ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট অনেক ডাক্তার কবিরাজ যে সকল রোগ আরাম করিতে পারেন নাই, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন যাঁহার জীবনের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই প্রকার উৎকট রোগীও আমাদের জ্বরারি সেবনে একবারে আরোগ্য লাভ করিয়া পুনরায় সহজ শরীরে কাজ কর্ম্ম করিতেছে। কুইনাইনে যে জ্বর বন্ধ হয়, জ্বরারি সেবনে সেই জ্বর অল্প দিনেই বন্ধ হয়। জ্বরারির আর একটি বিশেষ গুণ যে, ইহার দ্বারা রোগ একবার আরোগ্য হইলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। ইহা জ্বরঘ্ন, অগ্নিউদ্দীপক, কোষ্ঠপরিষ্কারক, প্লীহানাশক, যকৃদ্দোষ নিবারক এবং দূষিত রক্তজন্য রোগ নাশের প্রতিবিধায়ক।

১নং	কোটা	৩৪	বটিকা	‌॥০	প্যাকিং	৶০ আনা
২নং	,,	২৮	,,	১৲	,,	৶০ ,,
৩নং	,,	৪২	,,	১৷৶০	,,	৶৹ ,,

ডাকমাশুল চারি আনা স্বতন্ত্র লাগে।

মফঃস্বলে নগদ কিনিলে প্রতি কৌটায় ৶০ অধিক মূল্য লাগে।

এক সঙ্গে এক ডজন লইলে মূল্য ১নং ৫৲ টাকা প্যাকিং ॥৶০ ;

২নং ১০৲ টাকা প্যাকিং ॥৶০ ; ৩নং ১৪৲ প্যাকিং ১৲ টাকা।

ভ্যালুপেবলে লইলে মণি অর্ডার কমিশন অধিক লাগে।

জ্বরারি পাইবার ঠিকানা :—এম, সি, সোম, জ্বরারি আফিস

১নং চীনাবাজার লেন, কলিকাতা।

অব্যর্থ মহৌষধ

প্রমেহচূর্ণ, অর্শমলম ও উপদংশ মলম !

প্রত্যেক ঔষধটির মূল্য মায় ডাক মাশুল ১০০ আনা মাত্র সমাগত রোগীদিগকে বেলা ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত বিনা মূল্যে ঔষধ দেওয়া যায় তিনটি ঔষধই সজীবের ন্যায় ডাকিলে কথার উত্তর দেয়। যেপ্রকার, যত দিনের এবং যেরূপ অবস্থার প্রমেহ, অর্শ এবং উপদংশ হউক না কেন একদিনেই উপশম জানিতে পারা যায় ; এক সপ্তাহে আরোগ্য নিশ্চয়। পারা নাই কোন বিষাক্ত পদার্থ নাই, খাইতে কষ্ট নাই, লাগাইতে বা ধারণ করিতে জ্বালা যন্ত্রণা নাই।

শ্রীরামগোপাল দেব শর্ম্মন ১১২ বহু বাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ছন্দোবোধ শব্দসাগরের

প্রশংসা।

বিদ্যাসাগর শ্রীলশ্রীযুক্ত নীলকমল লাহিড়ী ভূমাধিকারি——আপনার চিন্তাপ্রসূত অভিধান কীর্ত্তি দেখিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিলাম। বহু দিবস হইতে বঙ্গভাষায় [illegible] হইতেছে এবং নানা প্রকার অভিধানেও [illegible] হইয়াছে কিন্তু এ প্রণালীর অভিধান [illegible] আকারাদি বর্ণ ক্রমে সংস্কৃত অভিধান [illegible] কর্ত্তা ও স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, [illegible] ভাষার অন্ত্যবর্ণের অকারাদি ক্রমে [illegible] আপনারই এই প্রথম আবিষ্কৃত, এই [illegible] নার অসীম চিন্তা ও পরিশ্রমের ফলে ছন্দো রচয়িতাগণের ইহা দ্বারা অনেক প্রয়োজন সাধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন—
বাঙ্গালায় অন্ত্যবর্ণ [illegible] কোন কোষ নাই। আবিষ্কারকের শ্রেণীতে [illegible] নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত এবং শ্রী [illegible] দিগের কণ্ঠে উচ্চারিত ও পাঠ [illegible] সংস্কৃত প্রণালী অপেক্ষা ক্রমে [illegible] প্রণালী ইহাতে নূতন, পড়িতে ছন্দের [illegible] বোধ হয়। [illegible] দ্বারা কবিদিগের [illegible] হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায়—
বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ পুস্তক [illegible] প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহাতে যে অনেকের উপকার ও বিশেষ সাহায্য হইবে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী—
এই অভিধান সাহিত্য জগতে নূতন প্রকাশিত হইল। আশা করি পদ্য লেখকগণ এই অভিধান দ্বারা বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইবেন।

বঙ্গবাসী সম্পাদক—
পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হওয়ায় কবিতালেখকদিগের আর ছন্দোমিলনের জন্য ভাবিতে হইবে না। কথার কাঙ্গাল হইতে হইবে না একথা বলাই বাহুল্য। গ্রন্থকার গ্রন্থে বহুল পরিশ্রমের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার শ্রম সার্থক হইবে।

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ সম্পাদক—
শব্দ যোজনা ইত্যাদি দেখিয়া বাস্তবিকই সুখী হইলাম। স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব—"শব্দ কল্পদ্রুম" প্রকাশ করিয়া যেমন সর্ব্ব সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন * * কালীমোহন বাবুও তেমনি একটী অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিবেন। কালীমোহন বাবু অদম্য উৎসাহে স্বতন্ত্র স্বীয় বাটীতে মুদ্রাযন্ত্র আনিয়া স্বয়ং প্রুফ দেখিয়া [illegible] সময়ের মধ্যে যে ভাবে এই গ্রন্থের মুদ্রণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা মনে করিলে ইঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়া [illegible] পুস্তকের [illegible] ক্রমাদিও খুব [illegible] হইয়া ছাপাও বেশ হইয়াছে। [illegible] সম্পন্ন হইয়াছে।

[illegible] সম্পাদক—কালীমোহন বাবুর শব্দসাগর বাঙ্গালায় একখানি নূতন প্রণালীর অভিধান। অভিধান প্রণয়নের [illegible] অপূর্ব্ব অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। কালীমোহন বাবুর উদ্ভাবনী [illegible] যথেষ্ট প্রশংসিত হয়। তাঁহার 'শব্দ [illegible] পক্ষে যেমন শব্দার্থ বোধক [illegible] রচনাকারীগণের পক্ষেও তেমনি [illegible] হইয়াছে।

[illegible] সম্পাদক—কালীমোহন বাবুর [illegible] তিন খণ্ড শব্দসাগর পাঠ করিয়া আমরা [illegible] করিয়াছি। এরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় ইতিপূর্ব্বে রচিত হয় নাই। এই [illegible] সঙ্কলনে কালীমোহন বাবু যে [illegible] পরিশ্রম, বিপুল অর্থ ব্যয় ও কঠোর আয়াস স্বীকার করিয়াছেন তাহা ইহার যে কোন একটী পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই স্পষ্ট জানা যায়। মতিরক্ষা ও ছন্দের অনুরোধে যিনি যেরূপ শব্দ ইচ্ছা করিবেন ইহাতে সেইরূপই পাইবেন। গ্রন্থখানি বাঙ্গালা শব্দের রত্ন ভাণ্ডার বলা যাইতে পারে। এরূপ প্রকাণ্ড অভিধানে গ্রন্থকার যেরূপ সতর্কতার সহিত শব্দ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা অতীব শ্লাঘনীয়।

আরও বহু প্রশংসা পত্র মজুদ—

এই পুস্তক ২০০২ পৃষ্ঠায় ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ [illegible] সংস্করণের ৩ খণ্ড ৩৲ ও বিশেষ সংস্করণের ৩ [illegible] ভাঃ ও ডাঃ ৷৷০ আনা স্বতন্ত্র।

শ্রীকালীমোহন রায় চৌধুরী, হরিদেবপুর,
জেলা রঙ্গপুর।

লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানি

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতা

প্রধান ঔষধালয়—১০১ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

শাখা, ঔষধালয় সমূহ—(১) কলিকাতার শাখা, ২৯৯নং অপার চিৎপুর রোড; (২) বড়বাজার শাখা ১৯৯নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীট, (৩) বাঁকীপুর শাখা, (৪) পাটনা শাখা, (৫) ডালহাউসি স্কোয়ার শাখা, ; ১নং ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার; (৬) মথুরা শাখা।

আমাদের ঔষধালয় কলিকাতার একজন সুদক্ষ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধীয় যে কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে, তিনি আমাদের ঠিকানায় পত্র লিখিলেই সত্বর সদুত্তর প্রাপ্ত হইবেন। সর্ব্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় পুস্তক, চিকিৎসোপযোগী সমস্ত যন্ত্রাদি যথামূল্যে আমাদের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

ঔষধপূর্ণ বাক্স সকল।

(১) ওলাউঠা চিকিৎসার ছোট বাক্স। আবশ্যকীয় ১২ শিশি ঔষধ, চিকিৎসোপযোগী অত্যুৎকৃষ্ট একখানি পুস্তক, একশিশি ওলাউঠার অব্যর্থ মহৌষধ, রুবিনির ক্যাম্ফর, সর্ব্বসমেত মূল্য ৫ টাকা।

(২) ওলাউঠা চিকিৎসার বড় বাক্স।—২৮ শিশি ঔষধ, পুস্তক ও ক্যাম্ফর ও ফোটা ফেলিবার যন্ত্র সমেত মূল্য ৮॥০ টাকা।

(৩) গার্হস্থ্য চিকিৎসার ছোট বাক্স—২৪ শিশি ঔষধ, গৃহচিকিৎসা পুস্তক এবং ফোটা ফেলিবার যন্ত্র সহ মূল্য ৮৸০ আনা।

(৪) গার্হস্থ্য চিকিৎসার বড় বাক্স।—৩৬ শিশি ঔষধ, পুস্তক, ফোটা ফেলিবার যন্ত্র সহ মূল্য ১২ টাকা।

পত্র লিখিলেই, বাঙ্গালা, ইংরাজী, হিন্দী উর্দ্দু ক্যাটালগ পাঠান যায়।

লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানির ইংরাজী হোমিওপ্যাথিক বিভাগ।

১০১নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমরা বরাবর কাউন্ট ম্যাটির নিকট হইতে ইলেক্ট্রোহোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক [illegible] আমদানি করিয়া থাকি।

পত্র লিখিলে ইলেক্ট্রোহোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ পাঠান যায়।

হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী কৃত।

১। জ্বর-চিকিৎসা—জ্বর-চিকিৎসা বিষয়ক অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক, ১২ খানি চিত্র সহ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩॥০ টাকা, ডাঃ মাঃ।০ আনা।

২। নর-শরীরতত্ত্ব—(ফিজিওলজি) শতাধিক চিত্র আছে, মূল্য ৪, ডাঃ মাঃ।০।

৩। গৃহ-চিকিৎসা—৩য় সংস্করণ, প্রত্যেক গৃহস্থেরই উপযোগী; স্ত্রী ও শিশু চিকিৎসা সহ সমস্ত রোগের চিকিৎসা আছে। মূল্য ৸০ আনা ডাঃ মাঃ ৵০, আনা।

৪। হোমিওপ্যাথির বিপক্ষে আপত্তি খণ্ডন—হোমিওপ্যাথি কি যদি জানিতে চাও তবে ইহা পাঠ কর। মূল্য ৵০ আনা; ডাঃ মাঃ ৴০ আনা।

৫। চিকিৎসা তত্ত্ব—গৃহস্থ ও প্রথম শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা পুস্তক প্রায় ৫৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৸০ ডাঃমাঃ ৵০।

১। ওলাউঠা-চিকিৎসা—২য় সংস্করণ। এরূপ উৎকৃষ্ট পুস্তক আর নাই। মূল্য ৴০ আনা। ডাঃ মাঃ ৴০ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিপ্রপ্রদাস চক্রবর্ত্তী কৃত

২। ভৈষজ্যতত্ত্ব—এরূপ সুবৃহৎ অত্যুৎকৃষ্ট ভৈষজ্যতত্ত্ব আর নাই। ৫ সংস্করণ, মূল্য ৫॥০ টাকা; ডাঃ মাঃ ৵০।

ডাক্তারী অভিধান—বঙ্গভাষায় এরূপ অভিধান আর নাই। মূল্য ১॥০ টাকা; ডাঃ মাঃ ।০ আনা।

৩। ভৈষজ্য-বিধান-ঔষধের আময়িক ব্যবহার ও সমগুণ, ঔষধের প্রভেদ বিচার। ১ম খণ্ড মূল্য ১॥০ টাকা, ২য় খণ্ড মূল্য ১॥০ টাকা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং
১০১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রবৃত্তি বলবতী হইলেও অংশানুরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। সম্প্রতি আমরা শাস্ত্রের একটি নিগূঢ় তাৎপর্য্য, যাহা অনেকেরই অবিদিত রহিয়াছে, এস্থলে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

চন্দ্রলোক বা চন্দ্রমণ্ডল যে, অন্যান্য গ্রহোপগ্রহ হইতে পৃথিবীর অধিকতর নিকটবর্ত্তী, উপপত্তিক জ্যোতিঃশাস্ত্র তাহা বিশদরূপে প্রমাণ করিয়াছে। চন্দ্রমণ্ডল যে, কেবল পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী এরূপ নহে, ইহাকে পৃথিবীর অংশ বিশেষও বলা যায়। বিশাল সাগর-গর্ভস্থ কোন মহাদ্বীপের সমীপবর্ত্তী ক্ষুদ্র দ্বীপ যেরূপ সেই মহাদ্বীপের অধিকাংশ স্বভাব ধারণ করে, অনন্ত আকাশ-গর্ভস্থ পৃথিবী সম্বন্ধে চন্দ্রমণ্ডলও সেইরূপ। (১) তবে পৃথিবীতে মৃত্তিকার ভাগ অধিক থাকাতে যেরূপ ইহা "মৃন্ময়ী" নামে অভিহিত হয়, চন্দ্রমণ্ডলে জলের ভাগ বেশী থাকায় সেইরূপ তাহাকে "জলময়' বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক চন্দ্রমণ্ডল যে জলময়, জ্যোতিঃশাস্ত্রে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (২) জলময় হইলেও চন্দ্রমণ্ডলে প্রাণী-বিশেষের বসবাস আছে। বিশেষতঃ চন্দ্রমণ্ডলের উর্দ্ধভাগে পিতৃলোকের অবস্থানের প্রমাণ পাওয়া যায়। (৩) চন্দ্রমণ্ডলে গোলার্দ্ধ মাত্র মানুষের দৃশ্য, অপর গোলার্দ্ধ কদাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। অদৃশ্যভাগকেই উর্দ্ধ বলা যায়, এই উর্দ্ধভাগই পিতৃলোক। সূর্য্যের দর্শন অদর্শনই যেরূপ পৃথিবীতে দিবারাত্রীর কারণ, পিতৃলোকেও সেইরূপ একমাত্র সূর্য্যই দিবারাত্রীর কারণ হয়। (৪) কিন্তু পৃথিবীতে যেরূপ চতুর্ব্বিংশতি ঘটিকাতে দিবারাত্রী সম্পন্ন হয়, চন্দ্রলোকে সেরূপ হয় না। কৃষ্ণাষ্টমীর শেষ অর্দ্ধাংশ হইতে শুক্লাষ্টমীর প্রথমার্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত পিতৃলোকের দিবস এবং শুক্লাষ্টমীর শেষার্দ্ধাংশ হইতে কৃষ্ণাষ্টমীর প্রথমার্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত উক্ত লোকের রাত্রীর পরিমাণ। সুতরাং অমাবস্যা পিতৃলোকের মধ্যাহ্ন এবং পূর্ণিমা মধ্যরাত্রি। কৃষ্ণাষ্টমী প্রাতঃকাল আর শুক্লাষ্টমী সন্ধ্যা। অতএব মানবগণের এক চান্দ্রমাসের পরিমাণও যাহা, পিতৃগণের এক দিবারাত্রীর পরিমাণও তাহাই। চন্দ্রমণ্ডলে পিতৃগণ ব্যতীত অপর কোন প্রাণীর অবস্থান আছে কি না এ প্রবন্ধে আমরা তাহার আলোচনা করিব না। পিতৃগণেরই বিশেষ পরিচয় প্রদান করিব। কেন না পিতৃগণই এ প্রবন্ধের বিষয়। আর্য্যশাস্ত্রে অনাবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি ভেদে মানবগণের দুই প্রকার পারলৌকিক গতি উক্ত হইয়াছে। যে সকল মানব জ্ঞান ও ভক্তিযোগের দ্বারা পুণ্য-পাপ বিনাশের পর মুক্তিযোগ্য হন, মৃত্যুর পর(৫)

---

(১) কোন কোন ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ বলেন যে, চন্দ্রমণ্ডল প্রথমতঃ পৃথিবীর পৃথক অংশরূপে পৃথিবীর সহিত সংলগ্ন ছিল; পৃথিবীর ঘূর্ণন-বেগে পরে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। এ মতে বিশ্বাস করিবার কোন উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(২) উপচিতি মুপযাতি শৌক্ল্য মিন্দোঃ
ত্যজত ইনং ব্রজতশ্চ মেচকত্বং।
জলময় জল জস্য গোলকত্বাৎ
প্রভবতি তীক্ষ্ণ বিষাণ রূপ তাস্য॥
(শৃঙ্গোন্নত বাসনা গোলাধ্যায়)

(৩) বিধূর্দ্ধভাগে পিতরো বসন্ত। স্বাধঃ সুধা দীধিতি মামনন্তি। (গোলাধ্যায়)

(৪) কপৃষ্ঠগানাং ক্রানিশং যথা নৃণাং
তথা [illegible]নাং শশি পৃষ্ঠবাসিনাং॥
(গোলাধ্যায়)

(৫) অমাবস্যাকে যেরূপ ইন্দুক্ষয় বলা যায়; কিন্তু অমাবস্যাতে চন্দ্রবিম্বের বিন্দুমাত্রও ক্ষয় হয় না, কেবল চন্দ্রকলারই ক্ষয় হইয়া থাকে।

তাহাদিগের আত্মা সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন পূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডলে নীত হন। সূর্য্যমণ্ডলই বিষ্ণুলোক, এই অনাময় বিষ্ণুলোকে যাইয়া সেই আত্মা সবিতা দেবের ভর্গস্বরূপ ব্রহ্মতেজে বিলীন হয়, সুতরাং এরূপ আত্মার আর পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হয় না। জ্ঞানীগণ ব্রহ্ম নির্ব্বাণ ও ভক্তগণ সচ্চিদানন্দময় অপ্রাকৃত মুক্তিলাভ করিয়া কৃতার্থ হন। পরন্তু যে সকল জ্ঞান ও ভক্তিহীন মানব সদসৎকর্ম্ম দ্বারা পুণ্য-পাপ সঞ্চয় করে, পুণ্য-পাপের উপযুক্ত ফলভোগের নিমিত্ত তাহাদিগের আত্মা মৃত্যুর পরে, চন্দ্র-রশ্মি অবলম্বন পূর্ব্বক চন্দ্রলোকে নীত হয়। এই চন্দ্রলোকগত আত্মা সকলই পিতৃলোকে বা পিতৃগণ নামে অভিহিত হন। (৬) চন্দ্রলোকগত আত্মার পুনরাবৃত্তি হয় অর্থাৎ শুভাশুভ ফলভোগের নিমিত্ত ইহাদিগের পুনর্জ্জন্ম হইয়া থাকে। মৃত্যুর পরে জীবের পুনর্জ্জন্ম হয়—হিন্দুসমাজের আবাল-বৃদ্ধ বনিতা এ বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস করে; কিন্তু কি প্রকারে জীবের পুনর্জ্জন্ম হয়—কি প্রকারেই বা জীব মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, এ বিষয় অনেকেরই অবিদিত রহিয়াছে। বিদেশীয় ও বিজাতীয় কৃতবিদ্য লোকেরা আর্য্যশাস্ত্রের এই জন্মান্তর-বাদের কথা শুনিয়া কেহ হাস্য-রসে—হাবু-ডুবু খান, কেহ বা হিন্দুদিগের অদ্ভুত বিশ্বাসের কথা মনে করিয়া বিস্ময়-সাগরের অতলতলে নিমগ্ন হইয়া পড়েন। সে যাহা হউক, জন্মান্তর-বাদ অভ্রান্ত অথবা ভ্রান্তি-সংকুল, এ স্থলে সে বিষয়ের কোন বিচার করিব না। আর্য্যশাস্ত্রানুসারে জীবের কিরূপে জন্মান্তর হয় স্পষ্টাক্ষরে তাহাই পরিব্যক্ত করিব।

কেশাগ্রকে শত ভাগ করিলে তাহা যে প্রকার সূক্ষ্ম হয়, জীবাত্মা তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম পদার্থ অর্থাৎ জড়সম্বন্ধে যেরূপ পরমাণু, চেতন সম্বন্ধে সেইরূপ জীবাত্মা। এই আত্মা প্রাগুক্ত নিয়মানুসারে শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলে নীত হইয়া নিয়মিত কালান্তে নীহার-সংযুক্ত হয় এবং পৃথিবীস্থ শস্যাদি খাদ্য বস্তুজাত পতিত হইয়া কিছুকাল উহাতে অবস্থিতি করে, তদনন্তর মনুষ্যাদির খাদ্যযোগে রেতঃরূপে স্ত্রী-গর্ভে প্রবেশ করিয়া, কর্ম্মানুরূপ শরীরী হইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকে। কর্ম্মানুসারেই মনুষ্য পশু ও তীর্য্যগাদি শরীর প্রাপ্ত হয়। (৭) আনুসঙ্গিক জীবের জন্মান্তরের বিষয় যথা-শাস্ত্র উক্ত হইল; সম্প্রতি প্রস্তাবের অনুসরণ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে। হিন্দুশাস্ত্রে যে পিতৃলোকের পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবার বিধান আছে, ইদানীং অনেক হিন্দু সন্তানই তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন; আজকাল সচরাচর পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ প্রায় দেখা যায় না।

দেহের স্পন্দন ও ক্রিয়াশক্তি-রাহিত্যকেও সেইরূপ আত্মার মৃত্যু বলা যায়, বাস্তবিক দেহনাশে আত্মার বিনাশ হয় না।

(৬) অগ্নি র্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণং।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণ ষণ্মাসা দক্ষিণায়ন।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥
ইত্যাদি
(ভগবদ্গীতা ৮ অধ্যায়)

(৭) পতিত্বা মণ্ডলে চেন্দোস্ততো নীহার সংযুতঃ।
ভূমৌ পতিত্বা ব্রীহ্যাদৌ তত্রস্থিত্বা চিরং পুনঃ॥
ভূক্তা চতুর্ব্বিধং ভোজ্যং পুরুষৈ র্ভুজ্যতে ততঃ।
রেতো ভূত্বা পুনস্তেন ঋতৌ স্ত্রীযোনি সিঞ্চিতঃ।
যোনি রক্তেন সংযুক্তং জরায়ু পরিবেষ্টিতং॥
ইত্যাদি
(অধ্যাত্ম রামায়ন কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড ৮ সর্গ)

এই শ্রাদ্ধ অমাবস্যা তিথিতে করিবার বিধান আছে। শ্রাদ্ধে যে পিণ্ড প্রদান করা যায়, তাহা পিতৃগণের ভোজ্যান্নরূপেই কল্পিত হইয়া থাকে। মনুষ্যদিগের মধ্যাহ্নই ভোজনের মুখ্যকাল, তদনুসারে ইহারা পিতৃগণের পিণ্ডরূপে ভোজ্যান্ন পিতৃলোকের মধ্যাহ্ন অমাবস্যা তিথিতেই প্রদান করে। অমাবস্যাতে পিতৃশ্রাদ্ধের ইহাই যুক্তিযুক্ত কারণ। কদাচিৎ পিতৃলোকের প্রাতঃকাল কৃষ্ণাষ্টমীতেও শ্রাদ্ধ করিবার বিধান আছে। পূর্ব্বকালে ঋষি সমাজে প্রাতর্ভোজনের রীতিও প্রচলিত ছিল; সুতরাং তাঁহারা পিতৃগণকে প্রাতর্ভোজন করাইবেন আশ্চর্য্য কি? ফলতঃ মধ্যাহ্নই ভোজনের মুখ্যকাল।

শাস্ত্রালোচনা দ্বারা অমাবস্যাতে পিতৃশ্রাদ্ধের যে কারণ আমরা উপলব্ধি করিয়াছি, এস্থলে তাহাই ব্যক্ত করিলাম। অভিজ্ঞ পাঠক ইহাতে যদি কোন ভ্রমপ্রমাদ দেখিতে পান, তাহার সংশোধন অথবা এতদপেক্ষা অন্য কোন উপাদেয় যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারিলে পরম লাভ বোধ করিব। কেন না শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য প্রকাশ করাই আমাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা।

শ্রীগোবিন্দমোহন রায়।

বিজয়া।

(ক্ষুদ্র গল্প)

(১)

আবার বঙ্গে বাজনা বাজিল। সুনীল গগনে শরতের চাঁদ আবার সুবিমল হাসি ছড়াইতে লাগিল। শোক-দুখ, জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলিয়া বাঙ্গালি-হৃদয় আবার মায়ের পূজায় নাচিয়া উঠিল। প্রবাসী হেমচন্দ্রের মনেও গৃহ-স্মৃতি জাগাইয়া তুলিল। বহুদিন হইল বাড়ী যান নাই, তাই আজ নব-আশায় বুক বাঁধিয়া, হৃদয়ে সুখের প্রদীপ জ্বালাইয়া প্রবাস-তীর্থের উদ্‌যাপনে মনস্থ করিয়াছেন। সপরিবারে নৌকাযোগে রওনা হইলেন। যমুনার কাল জলে শ্বেতোর্ম্মিরাশী দলিত করিয়া নৌকা [illegible] ছুটিতে লাগিল। মাঝিরা ধীর বাতাসে পাইল তুলিয়া দিল; নৌকা ক্রমে প্রয়াগের নিকট আসিল।

দিবা অবসান-প্রায়। সুদূর অম্বরে দিবাকর সিন্দুর ঢালিয়া দিয়া ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইলেন। দূর হইতে প্রয়াগের সান্ধ্য আরতির মধুর ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। হেমচন্দ্রের মনে আশা-প্রদীপ আবার দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল। পিতা মাতার প্রশান্ত মূর্ত্তি হৃদয়ে স্মরণ করিয়া আবার উৎসাহে হৃদয় নাচিয়া উঠিল।

কিন্তু একি! অকস্মাৎ চারিদিক ঘনমেঘে আচ্ছন্ন হইল। সজোরে বায়ু বহিতে লাগিল। কল্লোলিনী গভীর গর্জ্জনে নাচিয়া উঠিল

উর্দ্ধের উপর ঊর্ম্মি আসিয়া নৌকা অতলস্পর্শ করিল। ঝড়-বৃষ্টি-মহাপ্রলয়;—সেই ঘনান্ধকারে কে কোথায় ভাসিয়া গেল।

(২)

প্রসাদপুর একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। এলাহাবাদের প্রায় দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। জগৎ বাবু গ্রামের একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক। বাড়ীতে নিয়মিত পূজা পার্ব্বণাদি হইয়া থাকে। হেমচন্দ্রই তাঁহার একমাত্র সন্তান। আজ তিন বৎসর হইল তিনি হেমচন্দ্রকে দেখেন নাই। হেমচন্দ্র পরিবার লইয়া বাড়ী আসিতেছেন, তাই এবার পূজায় বড় ধূম। বহুদিন পরে পুত্র ও পুত্রবধূর মুখ দর্শন করিবেন; বড়ই আনন্দে সমস্ত আয়োজন করিতেছেন।

প্রসাদপুরের প্রায় দুই ক্রোশ দূরে ভগ্ন প্রাচীর-বেষ্টিত একটি ভগ্ন অট্টালিকা দৃষ্ট হয়। একদিন ঐ ভগ্ন স্তূপ হৈমময় ছিল, কত সুখ-শান্তির আবাস ছিল। হায়! আজ কালের গতিতে সকলই ভগ্নস্তূপে পরিণত। উহাই হেমচন্দ্রের শ্বশুর-বাড়ী। হেমচন্দ্রের শ্বশুর বহুদিন হইল কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধ শাশুড়ী আজিও আশায় বুক বাঁধিয়া সেই শৃগাল-গৃধিনীর বিকট চিৎকারের মধ্যেও দীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। তিন বৎসর পরে তাঁহার একমাত্র হৃদয়ের ধন বিজয়াকে দেখিবেন, তাই শ্মশানে আজিও কুসুম ফুটিয়াছে।

(৩)

ক্রমে ষষ্ঠীর নিশি প্রভাত হইল। চারিদিকে মঙ্গল-বাদ্য বাজিয়া উঠিল। কিন্তু জগৎ বাবুর বাড়ী আজ নীরব। বাড়ীর চারিদিকে যেন বিষাদের ছায়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জীবন-সর্ব্বস্ব পত্নী জলে বিসর্জ্জন দিয়া হেমচন্দ্র ফিরিয়া আসিয়াছেন। আশা, উৎসাহ, সুখ শান্তি, সকলই চলিয়া গিয়াছে; নীরব একটি প্রকোষ্ঠের দ্বার রুদ্ধ করিয়া হেমচন্দ্র আজ গভীর বিষাদ-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন।

একে একে চারিদিন অতিবাহিত হইল। কাল বিজয়া আবার প্রভাত হইল। বিজয়ার আনন্দে লোক মাতিয়া উঠিল। বৈকালে আবার বিজয়ার কোলাহলে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইল। কিন্তু এ বিষাদ-প্রকোষ্ঠে যেন আর দিনমণি দেখা দিলেন না।

হেমচন্দ্রের দেহ কঙ্কালে পরিণত হইয়াছে। গভীর শোকে শীর্ণ হইয়াছে, হৃদয়ের আশা-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া হেমচন্দ্র সেই নীরব প্রকোষ্ঠে শ্মশানের ছাই বুকে লইয়া পড়িয়া আছেন। এত অনুরোধ, এত আশার ছবি, এত সুখস্বপ্ন —কিছুতেই সে রাত্রিতে দরজা খুলিলেন না। পিতার অশ্রু, মাতার হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ এবং আত্মীয় জনের দুঃখসন্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস কিছুই করিতে পারিল না। নিরাশায় একরূপ জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

(৪)

রাত্রি অধিক হইয়াছে। চারিদিক নীরব, জন-কোলাহল-শূন্য। চন্দ্রের সুবিমল জ্যোৎস্না বাতায়ণ পথ দিয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছে। সে নির্ম্মল চাঁদের হাসি আজ হেমচন্দ্রের নিকট বিষবৎ বোধ হইতেছে। তিনি ধীরে ধীরে একবার উন্মুক্ত বাতায়ন পানে তাকাইলেন। একখানি বিষাদ-প্রতিমা নয়ন-পথে পতিত হইল। স্থির, ধীর, নিশ্চল, স্পন্দহীন ছবিখানি আলুলায়িত কেশে পাগলিনী বেশে হেমচন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হেমচন্দ্র হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। একি স্বপ্ন! সম্মুখে কি তাঁহা-

পারিলেন না। সেই ক্ষীনদেহ প্রফুল্ল হইল। হস্ত প্রসারিত করিয়া বাষ্পকণ্ঠে বলিলেন—"বিজয়া—আয়—বুকে আয়, প্রা—ণ—ধা—য।" আর বলিতে পারিলেন না। আলেক্ষ্য নয়ন-পথ হইতে অপসারিত হইল। হেমচন্দ্র মূর্চ্ছা গেলেন। গৃহ অন্ধকারে পূর্ণ হইল। সমস্ত অট্টালিকা অন্ধকারে ঢাকিয়া 'বিজয়ার চন্দ্র' ধীরে ধীরে অস্ত গেলেন। গৃহ প্রাঙ্গন পিতা-মাতার দারুণ ক্রন্দনে পূর্ণ হইল। হেমচন্দ্রের শোকে চারিদিকে যেন শ্মশানের অগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

(৫)

হেমচন্দ্রের মৃত্যুর পর দুইটি বৎসর ধীরে ধীরে কালের হিল্লোলে ডুব দিল। একদিন সন্ধ্যার সময় সকলে দেখিল, দূর হইতে একটী সন্ন্যাসিনী গ্রামে প্রবেশ করিতেছে। দেখিবার জন্য কতলোক সমবেত হইল। পাগলিনী-বেশে দ্রুত পদক্ষেপে সন্ন্যাসিনী গ্রামে প্রবেশ করিল। হস্তে লম্বমান ত্রিশূল, মস্তকে কেশপাশ বিন্যস্ত ও ধুলিধুসরিত, অঙ্গে ভস্ম বিলেপিত, পরিধানে গৈরিক বসন, মুখমণ্ডলে গভীর কালিমা-রাশী। সন্ন্যাসিনী নিঃশঙ্কে গ্রামে প্রবেশ করিল। দূরে হেমচন্দ্রের বৃহৎ অট্টালিকা—আজ ধ্বংসো-মুখ। সন্ন্যাসিনীর মনে এক অতীত-স্মৃতি জাগাইয়া তুলিল। নীরবে অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে সন্ন্যাসিনী উদ্দেশে প্রণাম করিল। সকলে স্তম্ভিত, ভীত ও চকিত।

ক্রমে গ্রাম উত্তীর্ণ হইয়া সন্ন্যাসিনী প্রসাদ-পুরের দুই ক্রোশ দূরস্থ একটি ভগ্ন অট্টালিকার নিকট আসিল। শার্দ্দূল-শৃগালের বিকট রব ব্যতীত আর কিছুই শ্রুত হইল না। নীরবে অশ্রু মুছিতে মুছিতে দূরস্থিত একটি ক্ষীণা-লোক লক্ষ্য করিয়া, সেই দারুণ অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিতে লাগিল। দ্বারে উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসিনী ডাকিল—"মা।"

এক দুখিনী অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছে। "কে ও মা, আমার হৃদয়ের ধন বিজয়া এলি," বলিতে বলিতে দুঃখিনী মূর্চ্ছা গেল।

(৬)

চারি বৎসর পরের একটি দৃশ্য। নিশি অবসান-প্রায়। যমুনা-তটে বসিয়া একটি ভৈরবী বীণা বাজাইতে বাজাইতে গাহিল—"কাল বিজয়া-নিশি কেন রে পোহালী"। উষা-সমীর ধীরে ধীরে বৃক্ষপত্র কম্পিত করিয়া গাহিল—"নিশি কেন রে পোহালী" সম্মুখে কল্লোলিনী কলনাদে তরঙ্গ তুলিয়া গাহিতে লাগিল—"নিশি কেন রে পোহালী।"

আবার ভৈরবী তান ধরিল—"সারদচন্দ্রে কলঙ্ক কেনরে পশিলা" সুদূর অম্বরে শুকতারা যেন মৃদু কম্পনে গাহিল—"কলঙ্ক কেন রে পশিলী।" আবার বায়ুর হিল্লোলে শব্দ হইল-"কলঙ্ক কেন রে পশিলা।" যমুনা-তরঙ্গে আবার গাহিল—"কেন রে পাশলী।"

* * *

ক্রমে রজনী প্রভাত হইল। সেই জন-শূন্য নীরব যমুনা-তট জন-কোলাহলে পূর্ণ হইতে লাগিল। দূরে "বিজয়া মন্দিরের" দ্বারে সহস্র সহস্র অনাথ, আতুর, দীন দুঃখী আসিয়া উপস্থিত হইল। অর্দ্ধ ক্রোশ দূরস্থ যমুনা-তট হইতে "বিজয়া মন্দিরের" দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আজ লোকে লোকারণ্য। সকলেই উৎসুক-মনে বিজয়ার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।

মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে ভৈরবী-বেশে বিজয়া বাহির হইলেন। চির দুঃখীর মুখেও আজ হাসি দেখা দিল। বিজয়া ধীরে ধীরে গিয়া অন্নছত্রের দ্বার খুলিলেন। সহস্র সহস্র লোক বিজয়ার

পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সারাদিন ধরিয়া বিজয়া ঐ সমস্ত দুঃখী দরিদ্রদিগকে অন্নদান করিলেন। মহানন্দে সকলে হেমচন্দ্র ও বিজয়ার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যার পর চারিদিক কম্পিত করিয়া কীর্ত্তন বাহির হইল। দূর-আকাশে সে কীর্ত্তন ধ্বনিত হইল। যমুনার কাল জল সে রসে উছলিয়া উঠিল।

(৭)

পাঠক! এই গভীর নিশিথে ঐ মন্দিরাভ্যন্তরে একবার নয়ন ফিরাও। ঐ দেখ এক আর্দ্র-বসনা, আলুলায়িত-কুন্তলা বিধবা যুবতী, ফুল বিল্বদল সম্মুখে রাখিয়া, যুক্ত-করে ও অবনত-শিরে, নিমিলিত-নয়নে হেমচন্দ্রের হৈম-মূর্ত্তির পূজা করিতেছেন। একপার্শ্বে স্বর্ণ দেউটি জ্বলিতেছে, অপর পার্শ্বে বৃহৎ ত্রিশূল লম্বমান রহিয়াছে। রমণীর কুসুম অঙ্গে আর্দ্র গেরুয়া বসন; তাহাও অশ্রুজলে ভাসমান। রমণী যুক্ত-করে, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"স্বামীন্ দেবতা; আমায় ক্ষমা কর। হতভাগিনী বিজয়া আজ তোমার পূজা করিতেছে। দেব! আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার আদেশ প্রতিপালন করিয়া পরজন্মে তোমারই চরণে স্থান পাই।

*   *   *   *

এই খানেই "বিজয়া উৎসবের" দৃশ্য শেষ করিলাম। এখনও এলাহাবাদের দক্ষিণে সেই মন্দিরে উৎসব হইয়া থাকে, হৈম-মূর্ত্তির নিকট সোনার দেউটি জ্বলিয়া থাকে। কিন্তু আর সে বিজয়া নাই—আর সেখানে নিশিথে বীণার ঝঙ্কারও শোনা যায় না।

কন্যাভার ও সমাজ সংস্কার।

বাহ্য জগতের অনেক বিষয় লইয়াই শিক্ষিত বাঙ্গালী আজ-কাল উন্নতির সোপানে ধীরে ধীরে অধিরোহণ করিতে সচেষ্ট এবং অনেকাংশে সফলকাম; সমাজ-সংস্কার ব্যাপারটাও তাঁহার কর্ত্তব্যের বহির্ভূত নহে। কিন্তু স্বদেশের ও স্বজাতির প্রকৃত কল্যাণকর বিষয়ে তাঁহাকে অল্পই হস্তক্ষেপ করিতে দেখা যায়। রাজনৈতিক কার্য্যক্ষেত্রে ইংরাজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার—জেতা-বিজিতের মধ্যে সাম্য সংস্থাপন করিবার—সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই; আমাদিগের জাতীয় সমাজে বিজাতীয় রীতি প্রবর্ত্তনেও অশান্তি ভিন্ন সুমঙ্গলের চিহ্ন দেখা যায় না। এরূপ অবস্থায় ঐ সমস্ত অনাবশ্যক সংস্কারে হস্তক্ষেপ করার পূর্ব্বে জাতীয় সমাজের কলঙ্ক অপনোদনে বদ্ধপরিকর হওয়া অধিকতর সমীচীন বোধ হয়।

অন্য কলঙ্কের কথা উত্থাপন করার পূর্ব্বে আমরা বর্ত্তমান আন্দোলনমূলক কন্যা-ভার-ব্যাপারে দুই-চারি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। কন্যাভার-প্রপীড়িত মধ্যবিধ ভদ্রসন্তানের অবস্থা ভাবিয়া দেখুন, সেই ভার লাঘব করিতে

পারিলে কত উপকার সাধন হয় এবং তাহা বর্ত্তমান থাকাতে কত ভদ্র পরিবার একেবারে উৎসন্ন হইতেছে। "বঙ্গবাসী" প্রভৃতি অনেক সংবাদ ও সাময়িক পত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে ইহার আলোচনা হইয়াছে, কত সভা-সমিতিতেও এই কথা উত্থাপিত হইয়াছে সুবিদ্বান সম্মৌলিক কায়স্থবংশজ শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার সরকার মহাশয় স্বীয় কন্যাভারাক্রান্ত অবস্থায় এই কুপ্রথার বিষময় ফল সুধী-সমাজে ব্যক্ত করিয়াছেন, কুলীন-কায়স্থ-বংশোদ্ভব নটপ্রবর অমৃতলাল বসু মহাশয় প্রাণের আবেগে এই কুপ্রথাময় সমাজ-চিত্র তাঁহার বিবাহ-বিভ্রাটে অঙ্কিত করিয়াছেন, রাজা শশিশেখরেশ্বর এবং স্বর্গীয় বরদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে এই কুপ্রথা উন্মূলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, কিছুতেই এই কলঙ্কময় কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ হয় নাই—পুত্রের বিবাহের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে কোন পিতামাতাই পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। নিজ নিজ কন্যার বিবাহে সকলেই দারুণ দুশ্চিন্তার অধীন হয়েন, এই কুপ্রথার প্রতি কটূক্তি ও সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষপাতও করিয়া থাকেন, কিন্তু পরক্ষণেই পুত্রের বিবাহকালে, সেই ঘৃণাহ অবলম্বন পরিহার করিতে পারেন না, বরং কন্যার বিবাহজনিত ব্যয়ও এই সূত্রে মিটাইয়া লইতে বদ্ধপরিকর হয়েন। যাঁহাদিগের পুত্র-কন্যা উভয়ই আছে, তাঁহাদিগের পক্ষে এ ক্ষোভ মিটাইবার বরং সুযোগ হইতে পারে; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, এমন অনেকে আছেন, যাঁহাদিগের কন্যা মাত্র সার—তাহাও একটী নহে, হয়ত উপর্য্যুপরি ৫।৭টী। এরূপ অবস্থাতেও স্বচ্ছল সংসারের পক্ষে অবশ্য বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতে না পারে; কিন্তু সংসারে স্বচ্ছল অপেক্ষা নিঃস্বের ভাগই অধিক—এই সমস্ত নিঃস্ব পরিবার নিতান্ত অর্থাভাব সত্ত্বেও সৎপাত্রে কন্যা সমর্পণ করিবার সাধ না মিটাইয়া থাকিতে পারেন না, সুতরাং দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইয়া পড়েন—অধিক কি, অনেক সময়, নিজ 'বাস্তু' খানি পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া বসেন।

স্থল বিশেষে দেখা যায়, এই কন্যাভার অপনোদনের নিমিত্ত অনেকে সদ্যোজাত শিশুর প্রাণসংহার করিয়া বসে। এই লোমহর্ষণ কাণ্ড হিন্দু পিতামাতার পক্ষে সম্ভব কি না বলিতে পারি না; তবে পুত্র-কন্যার জন্মোপলক্ষে পিতামাতার মানসিক অবস্থার তারতম্য স্পষ্টই লক্ষ্য করিয়াছি। পুত্র প্রসবের সময় গর্ভধারিণীর যেরূপ আনন্দ, যেরূপ উৎসাহ, এমন আর কিছুতেই হয় না। পুত্রের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহার আশার সঞ্চার হয়,—তাহার বিদ্যানুশীলনের উন্নতি দর্শনে উৎসাহস্রোত প্রবল হয়,—আবার যদি "ছেলে পাশ করা" হয়, তবে আর পুত্র-প্রসবিনীর আহ্লাদের ইয়ত্তা থাকে না, তিনি তখন মনুষ্যকে তৃণ-জ্ঞান করেন, ধরাকে 'সরাখান' দেখেন, আর পুত্রের বিবাহের নিমিত্ত করাল-বদনা ভীমা-মূর্ত্তিতে কন্যাকর্ত্তার যথাসর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে মুখব্যাদান করেন!—দুঃখিনী কন্যা প্রসবিনীর, পক্ষান্তরে সুখের লেশ মাত্র নাই; কন্যার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার উদরে অন্ন যায় না, স্বামী ও আত্মীয় গুরুজনের গঞ্জনাতে অস্থির হইতে হয়, কন্যার বিনাশ না হউক—নিজের জীবন জাহ্নবীর জলে বিসর্জ্জন দিতে দারুণ আকাঙ্ক্ষা জন্মে। পুত্রের বিদ্যা-শিক্ষার জন্য পিতা যদি কিছু ঋণগ্রস্ত হয়েন, পুত্রের বিবাহ দিয়া সেই ঋণ পরিশোধ করিবেন, "উপরন্তু যৎকিঞ্চিৎ" সংস্থান করিবেন বলিয়া তিনি

করিয়া থাকেন। দুর্ভাগ্য কন্যা-কর্ত্তা আযৌবন এ দেশ ও দেশ করিয়া, কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ করিয়া দুঃখে শাকান্নে উদর-পূর্ত্তি করিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এক কন্যা পার করিতে সে সমস্ত জলাঞ্জলি দিলেন। সাম্য-বাদী সংস্কারক দল অন্যবিধ সংস্কারের পূর্ব্বে এই নিদারুণ বৈষম্য দূর করা কি সমাজের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলকর বোধ করেন না?

সামাজিক উন্নতির পথের এই কণ্টক অপ-সারিত করেন, এই কলঙ্কময় কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ করেন, আমাদিগের দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে এমন কৈ দেখিতে পাই না। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন কয়েক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডিগ্রীধারী যুবক এই কুপ্রথা দূর করিবার অভিপ্রায়ে, কিছু কাল গত হইল, এক সমিতি করিয়াছিলেন এবং আপনাপন বিবাহকালে তাঁহারা তত্তৎ শ্বশুর মহাশয়ের অযথা অর্থশোষণ করিবেন না বলিয়া আপনা-দিগের মধ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, অনতিবিলম্বেই এই সভার সম্পাদক মহাশয়—অধুনা এক জন গণ্য মান্য উকীল—স্বীয় বিবাহ কালে সাংসারিক সম্পূর্ণ স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও "অর্দ্ধেক রাজত্ব আর এক রূপ-বতী কন্যা" লাভের লোভ ত্যাগ করিতে পারেন নাই এবং তাঁহার এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহারের হেতু জিজ্ঞাসিত হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহো-দর—শিক্ষিত সমাজের একজন অগ্রণী—বৈবা-হিক ক্রিয়ার কর্ত্তা বলিয়া তাঁহার শিরে সমস্ত দোষ আরোপণ করিতে কুণ্ঠিত বোধ করেন নাই। সুশিক্ষিত এবং সদ্বংশজাত ও সদ্গুণসম্পন্ন সন্তানের নিকটেই যখন সমাজের এইরূপ অবস্থা-বিপর্য্যয় সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াই সুদূর মসূরী-শৈল-প্রবাসী বাবু রসিকলাল রায় সম্প্রতি হইয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা কতদূর সফল হইবে, বা সুফল প্রসব করিবে, বিধাতাই জানেন। তবে, তাহা লইয়া আজ কাল একটু আন্দোলন চলিতেছে। হিন্দু সমাজের সুমঙ্গল-প্রয়াসী 'বঙ্গবাসী' তাহাতে একটু ক্ষোভ ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। রসিক বাবু তাহার 'উত্তরে' বঙ্গবাসীর প্রতি কিঞ্চিৎ ভ্রূকুটী বিক্ষেপ করি-য়াছেন—এ সমস্ত আমরা দেখিতে ও শুনিতে পাইতেছি। এই গুরুতর প্রশ্ন—'বঙ্গবাসী' এবং রসিকবাবু—উভয়েরই হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে, সন্দেহ নাই; কন্যা-ভারের গুরুত্ব ও সমাজের অবস্থা বুঝিয়া উভয়েই মর্ম্মাহত। তবে রসিক বাবু উপায়ান্তর অবধারণে অক্ষম হইয়া রাজদ্বারে সাহায্য-প্রার্থী, আর খৃষ্টিয়ান রাজার নিকট হিন্দুর সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা অবৈধ বিবেচনায় 'বঙ্গবাসী' রসিক বাবুর ব্যবহারে বিশেষ রুষ্ট। এখন কাহার কথামত কার্য্য করি; কি উপায়ে এই কঠোর সমাজ-কলঙ্ক দূর করিতে পারি—এই ভাবনায় আমরা আত্মহারা।

'বঙ্গবাসী' আমাদিগের হিন্দুসমাজের মুখ পত্র—হিন্দুর হিন্দুত্ব অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য অনুক্ষণ সচেষ্ট; তাঁহারই কথা প্রথমে আলো-চনা করা যাউক। "খৃষ্টান ইংরেজ-রাজ হিন্দুর সামাজিক আচার-ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করেন," ইহা তাহার সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত—প্রকৃত হিন্দুমাত্রেরই অনভিমত হওয়া সম্ভব ও স্বাভাবিক। বস্তুতঃ বিধবার দুঃখে বিকল-চিত্ত স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত বিধবা-বিবাহ, সমাজ-সংস্কার-কামনা-পরতন্ত্র ব্রাহ্মমণ্ডলী বিহিত জাত্যন্তর-পরিগ্রহ, পাশ্বি-পুরুষের নিতান্ত মর্ম্মপীড়ক সহবাস-সম্মতি, প্রভৃতি যে কোন কার্য্যে সরকার বাহাদুরকে হস্তক্ষেপ করিতে দেখা গিয়াছে, তাহাতেই অহিন্দুত্বের লক্ষণ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়াছে।

যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।

অষ্টম বর্ষ। } ৬ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। { [illegible]

সাপ্তাহিক।

সূচী।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী)।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী,

কার্য্যাধ্যক্ষ,

"অনুসন্ধান"-কার্য্যালয়, ১৮৯নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছন্দোবোধ শব্দসাগরের

প্রশংসা।

বিদ্যাসাগর শ্রীলশ্রীযুক্ত নীলকমল লাহিড়ী ভূম্যধিকারি——আপনার চিন্তা প্রসূত অভিনব রীতি দেখিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিয়াছি, বহু দিবস হইতে বঙ্গভাষার অনুশীলন হইয়াছে এবং নানা প্রকার অভিধানেরও প্রচার হইয়াছে কিন্তু এ প্রণালীর অভিধান এই নূতন, অকারাদি বর্ণ ক্রমে সংস্কৃত অভিধানের সৃষ্টি কর্ত্তাও স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, বঙ্গ ভাষার অন্ত্যবর্ণের অকারাদি ক্রম অবলম্বন আপনারই এই প্রথম আবিষ্কৃত. এই গ্রন্থ আপনার অসীম চিন্তা ও পরিশ্রমের ফল। ছন্দোরচয়িতাগণের ইহা দ্বারা অনেক প্রয়োজন সাধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন—

বাঙ্গালায় অন্ত্যবর্ণ মিলের কোন কোষ নাই। আবিষ্কারকের শ্রেণীতে আপনার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত এবং কবিসমাজদিগের কণ্ঠে উচ্চারিত ও পঠিত হইবে। সংস্কৃতপ্রণালী অপেক্ষা ক্রমে অক্ষর বৃদ্ধির প্রণালী ইহাতে নূতন, পঠিত ছন্দের ন্যায় বোধ হয়। ইহার দ্বারা কবিদিগের উপকার হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায়—

বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ পুস্তক আপনি প্রথম করিয়াছেন, ইহাতে যে অনেকের উপকার ও বিশেষ সাহায্য হইবে তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী—

এই অভিধান সাহিত্য জগতে নূতন প্রকাশিত হইল। আশা করি পদ্য লেখকগণ এই অভিধান দ্বারা বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইবেন।

বঙ্গবাসী সম্পাদক—

পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হওয়ায় কবিতালেখকদিগের আর ছন্দোমিলনের জন্য ভাবিতে হইবে না। কথার কাঙ্গাল হইতে হইবে না এ কথা বলাই বাহুল্য। গ্রন্থকার গ্রন্থে পরিশ্রমের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার শ্রম সার্থক হইবে।

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ সম্পাদক—

শব্দ যোজনা ইত্যাদি দেখিয়া বাস্তবিকই সুখী হইলাম। স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব—"শব্দ কল্পদ্রুম" প্রকাশ করিয়া যেমন সর্ব্ব সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন * * কালীমোহন বাবুও তেমনি একটি অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিবেন। কালীমোহন বাবু অদম্য উৎসাহের সহিত স্বীয় বাটীতে মুদ্রাযন্ত্র আনিয়া স্বয়ং প্রুফ দেখিয়া অল্প সময়ের মধ্যে যে ভাবে এই গ্রন্থের মুদ্রন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা মনে করিলে, ইঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। পুস্তকে মুদ্রণভ্রমাদিও খুব অল্প লক্ষিত হইল। ছাপাও বেশ হইয়াছে। তাঁহার অর্থব্যয়ও পরিশ্রম সফল হইয়াছে।

লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সম্পাদক—কালীমোহন বাবুর শব্দসাগর বাঙ্গালায় একখানি নূতন প্রণালীর অভিধান। অভিধান প্রণয়নের ইনি একটী অপূর্ব্ব অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। কালীমোহন বাবুর উদ্ভাবনী শক্তির যথেষ্ট সুখ্যাতি হয়। তাঁহার 'শব্দসাগর' সাধারণের পক্ষে যেমন শব্দার্থ বোধক গান ও কবিতা রচনাকারীগণের পক্ষেও তেমনি সাহায্যকারক হইয়াছে।

অনুসন্ধান সম্পাদক—কালীমোহন বাবুর সঙ্কলিত তিন খণ্ড শব্দসাগর পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। এরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় ইতিপূর্ব্বে রচিত হয় নাই। এই বিশাল গ্রন্থের সঙ্কলনে কালীমোহন বাবু যে বিস্তর পরিশ্রম, বিপুল অর্থ ব্যয় ও কঠোর আয়াস স্বীকার করিয়াছেন তাহা ইহার যে কোন একটী পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই স্পষ্ট জানা যায়। মতিরক্ষা ও ছন্দের অনুরোধে যিনি যেরূপ শব্দ ইচ্ছা করিবেন ইহাতে সেইরূপই পাইবেন। গ্রন্থখানি বাঙ্গালা শব্দের রত্ন ভাণ্ডার বলা যাইতে পারে। এরূপ প্রকাণ্ড অভিধানে গ্রন্থকার যেরূপ সতর্কতার সহিত শব্দ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা অতীব শ্লাঘনীয়।

আরও বহু প্রসংশা পত্র মজুদ—

এই পুস্তক ২০০২ পৃষ্ঠায় ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ সুলভ সংস্করণের ৩ খণ্ড ৩, ও বিশেষ সংস্করণের ৩ খণ্ডে ৪॥ ভ্যাঃ ও ডাঃ ৷৹ আনা স্বতন্ত্র।

শ্রীকালীমোহন রায় চৌধুরী, হরিদেবপুর,
জেলা রঙ্গপুর।

অষ্টম বর্ষ। | ৬ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১[illegible] | দ্বাত্রিংশ সংখ্যা।

আত্মজ্ঞান।

আত্মার আত্ম-সম্মিলন-আশা। শৈলবিহারিণী শৈবলিনী সাগর-সঙ্গমে ধাবমান; প্রবাহচ্ছিন্ন বালুকা-কণা সৈকত-প্রান্তে অবনত; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড, বিস্তীর্ণ-বৃহতের দিকে অগ্রসর। এইরূপ, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের যেদিকে দৃষ্টিপাত করি, সকলেই আপনার জনের অন্বেষণ করিতেছে। প্রাণ, আপনার জনকে প্রাণের মধ্যে রাখিতে চায়; কর্ণ, আত্মজনের বাক্য সুধা লাভে উন্মুখ; দর্শন, প্রিয়-দর্শনে অনিমিষ দৃষ্টি; ঘ্রাণ, যেন প্রিয়-পাশে পারিজাতের আঘ্রাণ পায়।

সৌন্দর্য্য—প্রিয়-সন্দর্শনে; অমৃত—আত্ম-সন্নিধানে। আবার, সৌন্দর্য্যে—প্রিয়দর্শন; অমৃতে—আত্ম-জ্ঞান। উভয়ের মধ্যে যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় অব্যক্ত আকর্ষণ—উভয়ে যেন জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধগুণে পারস্পরিক-সম্বন্ধে সুসম্বদ্ধ। শরতের সুন্দর শশধর, আমার নিকট এত প্রিয় কেন? মর্ত্ত্যের প্রিয়-মুখশশী, কেন ত্রিদিব-সৌন্দর্য্যে তুলনীয়? [illegible] ইন্দ্রধনু, অনন্ত আকাশের কোন প্রান্তে অবস্থিত; অথচ, আমার প্রাণ তারেই চায় কেন? [illegible] বিশ্বের তিলমাত্র সৌন্দর্য্যে তিলোত্তমার সৃষ্টি; কিন্তু সে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়া, আমার মন রূপসীর রূপের দিকেই আকৃষ্ট হয় কেন? এদিকে আবার অঙ্গার-মাত্র [illegible] আপনার নিকট কনিত কাঞ্চনের ন্যায় সৌন্দর্য্যময়; দর্পণ-প্রতিবিম্বে আত্ম-প্রতিকৃতি সুন্দর প্রতিফলিত দেখি। অতএব [illegible] পারি—দেখিতে পাই—ভালবাসা সৌন্দর্য্য-[illegible], সৌন্দর্য্যে আত্মপ্রীতি।

বড় মজার কথা [illegible]—ভালবাসা সৌন্দর্য্য-স্বরূপিণী। [illegible] ভালবাসি, যারে আপনার ভাবি, তার নিকট কি সৌন্দর্য্যাধার আর কিছু আছে? ভাল বাসিতে-বাসিতে সৌন্দর্য্য যেন আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে—ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে যেন গুণ-গৌরব বর্দ্ধিত হয়। কোন্ [illegible]

ঘরে—কোন্ দূরদেশে ছিল—সে; কিন্তু যেদিন হইতে আমার ঘরে আসিয়াছে, সেই দিন হইতে অণু-পরমাণু-ক্রমে তার ভালবাসা আমার হৃদয় অধিকার করিতে গিয়াছে; ক্রমে এখন—সে আমার—আমি তার, তার প্রেমে আমি মগ্ন—আমার প্রেমে সে আত্মহারা। জগতে কি তার চেয়ে সুন্দর আর কিছু নাই—না সেই কুরূপ-কুৎসিৎ আমিই এ জগতে একমাত্র সৌন্দর্য্যাধার? তা' যদি না হয়, তবে কি ইহাই সত্য নহে—যারে আপনার করিয়া লইবার চেষ্টা করি—ভাল বাসিতে-বাসিতে, তাতেই সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাই? শুধু সে একা কেন?—সংসারে যার দিকে তাকাই, আপনার হইতে হইতে, ক্রমেই সে সুন্দর হয়—ভাল বাসিতে-বাসিতেই ক্রমে সৌন্দর্য্য পাই।

তবে ভাল বাসি না কেন? আপনার জনে যদি এত তৃপ্তি, ভালবাসার মূলে যদি এত সৌন্দর্য্য, তবে ভাল বাসি না কেন?—আপনার বলিয়া তবে পরকে আপনদিকে টানিয়া লই না কেন? আর নিগূঢ় অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তবে অন্তরে কোন গতি দেখিতে পাই?—প্রাণের প্রকৃতিগত প্রসার কোন্ দিকে—আত্মা আত্ম-অন্বেষণে কোন্ দিকে অগ্রসর, দেখিতে পাই—তাহার স্বভাবগত গতি—প্রাণগত আবেগ—আত্মজ্ঞানে। প্রাণ আকাঙ্ক্ষা করে—আপনার বলিয়া অপরকে আত্ম-সন্নিকটে টানিয়া লইতে; মন—কাহাকেও আপনার বলিয়া ডাকিতে পারিলেই যেন অধিক আনন্দ অনুভব করে। এ যেন ঈশ্বর-দত্ত কি এক অপূর্ব্ব ভাব! দরিদ্রে দয়া করিবার প্রবৃত্তি, আমার অন্তরে এত জাগরূক কেন? পরের উপকার জন্য সময়ে সময়ে মনে কেন এত উদ্বেগ-ক্লেশ উপস্থিত হয়? আবার, উপকারীর প্রত্যুপকার-লালসা কার না হৃদয়ের নিগূঢ় প্রদেশে রাজত্ব করে? এ সব কি?—হৃদয়ের এ সকল সদ্বৃত্তি কোন মহদুদ্দেশ্য-সাধন-সম্বন্ধে প্রেরিত হইয়াছে? ইহাদের সকলেরই মূলে কি সেই একমাত্র আত্ম-জ্ঞানতত্ত্ব নিহিত নহে? ইহাদের সকলেই কি একবাক্যে আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে না—"মানুষ! তুমি মানুষমাত্রকেই আপনার বলিয়া জ্ঞান কর?" আমি যখন দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার দেখিয়া তাহার নিরসন-জন্য ব্যাকুল হই, আমি যখন অন্নের ভিখারী দরিদ্র কাঙ্গালীকে আমার মুখের গ্রাস অকাতরে প্রদান করিতে যাই, তখন কি তাহাদিগকে আপনার করিয়া লই না? আমার অন্তর্নিহিত দয়া-বৃত্তি আমায় যেমন অপরের প্রতি আত্ম-জ্ঞান করিতে উপদেশ দেয়, অপরকেও কি তেমনি তদ্বিনিময়ে আমার প্রতি অনুরক্ত হইতে পরামর্শ দেয় না? আমার প্রণয়, আমার প্রীতি, আমার ভালবাসা—এমন কি, আমার যে কোন গুণ-গৌরব—সকলই কি আমার প্রতি অপরের বা অপরের প্রতি আমার অনুরাগ-স্থাপনার সাহচর্য্য করে না? ফলতঃ, আত্মনিবেশ-সহকারে দেখিলে, এই দেখা যায়—জগৎ-শুদ্ধ সকলেই যেন আমায় আপনার জন বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছে, আর আমিও যেন অন্তরের অন্তস্তলে তাহাদিগকে স্থান দিবার জন্য নিরন্তর ব্যাকুল রহিয়াছি।

যদি তাই হয়, তবে কেন অপরকে 'আপনার' জন করিয়া লই না? সেই সর্ব্বমঙ্গলময় পরম-পিতাই বা আমাদিগকে কেন এ শুভসূত্রে ধরাইয়া দেন নাই? দেন নাই কি?—তিনি অবশ্যই তাহা ধরাইয়া দিয়াছিলেন। যেদিন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, সেদিন জননীর প্রাণে সে প্রবল পুত্রস্নেহ কে দিয়াছিল?—তার পর, জননীর প্রতি আমার সে অকপট আত্ম-নির্ভরতা—তাই বা আমি কোথায় শিখিয়াছিলাম? শুধু জনক-জননীই বা কেন?—আমার আত্ম-

পরিজন, ভাই-ভগিনী—তাদের দিকে দেখিলেই বা কি দেখিতে পাই? আমার জন্মগ্রহণের কত পূর্ব্ব হইতে, কে তাহাদের প্রাণে তেমন স্নেহ-মমতা, প্রীতি-ভালবাসা স্তূপে স্তূপে সজ্জিত রাখিয়া, আমার প্রাণকে তাহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট করিতেছিল? শৈশবের শিক্ষাগুরু, 'হতে খড়ি' দিয়া অক্ষর-অঙ্কনেরই সহায়তা করেন; লিপিকুশলতা বালক অভ্যাস-বশেই শিক্ষা করে। দিঙ্‌নির্ণয়-যন্ত্র দশ-দিকের এক দিকই দেখাইয়া দেয়; দর্শক অপর কয়দিক আপনার জ্ঞানগুণেই নির্ণয় করিয়া লয়। সেইরূপ, ঈশ্বরও আমাদিগকে এক একটী সদনুষ্ঠান-সূত্রে ধরাইয়া দেন; আমরা, আমাদের নিজত্ব-প্রভাবে, তাহার সম্প্রসার-সঙ্কোচ করিয়া লই। সুতরাং মঙ্গলময় পরমেশ্বর যে আমাদিগকে সর্ব্বরূপে সর্ব্বজনে আত্মজ্ঞান করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা ধ্রুব সত্য; তদ্বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই।

তারপর, এই আত্ম-জ্ঞানে—অপরকে আপনার ভাবিয়া ভাল বাসিতে-বাসিতে ক্রমশঃ সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের প্রতিই প্রীতি-প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়, এবং তাঁহাতে আত্মলীন হওয়া যায়। কথাটা আরও একটু বিশদ করা যাউক। বিশ্বেশ্বর বিশ্ব-রূপ বিরাট পুরুষ; জল-স্থল-মরুৎ-ব্যোমে চরাচর তাঁহাতে পরিব্যাপ্ত; তিনি সর্ব্বময় সর্ব্বাধার সর্ব্বেশ্বর। আমাতে তোমাকে তাঁহাতে সকলে তাঁহার অংশ বিদ্যমান। পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম, নর-অমর সর্ব্বত্রই ন্যূনাধিক-পরিমাণে তিনি বিরাজ করিতেছেন। এরূপ স্থলে, প্রাণী-রাজ্যের এই শ্রেষ্ঠ-সুন্দর পদার্থ মনুষ্যে তিনি যে অনেকটা পূর্ণ-অংশে বিদ্যমান, তাহাতে আর সংশয় কি? অন্যান্য জীবজন্তু যেমন অণুপরমাণুক্রমে তাঁহার অংশভাগী কৃতিত্বের তারতম্যানুসারে দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম পাইয়া আমরা যেমন অধিক পরিমাণে তন্ময়; অমরার অমরগণ তেমনি তাঁহাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মলীন। আর, সেই কারণে বোধ হয়, হিন্দুশাস্ত্রে দেব-দেবীর আরাধনা-প্রণালী এত বিশদ ও বিস্তৃত—সেই কারণেই বোধ হয়, হিন্দুর দেবদেবী অসংখ্য-অগণ্য 'তেত্রিশ কোটী'—সেই কারণেই বোধ হয়, মঙ্গলময়ের অংশ-স্বরূপে পশুপক্ষীকীটপতঙ্গ সর্ব্বপ্রাণীই হিন্দুর আরাধনার সামগ্রী। অতএব, দেখা গেল—প্রকৃতিগত সর্ব্বপ্রাণীই ভক্তির শ্রদ্ধার, প্রীতির ও ভালবাসার সামগ্রী, এবং তাঁহার অংশাধিক্য-হেতু অমরগণের পরেই তদ্বিষয়ে মনুষ্যের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। দেবতার দর্শন দুর্ভাগ্যের দুরদৃষ্টসাপেক্ষ; পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চয় না করিতে পারিলে—কঠিন-কঠোররূপে আত্ম-লীন হইতে না পারিলে—সম্পূর্ণ পবিত্র আত্ম-জ্ঞান না জন্মিলে, দেব-সন্নিকর্ষ সুদুর্লভ; এবং তাহাতে অনেক ধ্যান-ধারণা জ্ঞানগরিমার আবশ্যক। কিন্তু মনুষ্য—আমার সম-পদবী সমশ্রেণীর জীব—তার প্রতি প্রীতি-প্রেম অনায়াস-সাধ্য। সে সম্ভাষণে আমার নিম্নস্তরে অবনমিত হইবার আশঙ্কায় সঙ্কুচিত হইতেও হইবে না, বা ঊর্দ্ধরাজ্যে যাইবার দুশ্চিন্তা-দুরায়াস সহ্য করিতেও হইবে না। প্রকৃতি ও সময়-গত অনেক সামঞ্জস্য যখন উভয়ের মধ্যে বর্ত্তমান, তখন সামান্য বিভেদ অনায়াসে মিলিত হইতে পারে। তাই বলি, যদি ভাল বাসিতে হয়, তবে, আপনাকে, আপনার জনকে, আপনার সম্প্রদায়কে, আগে ভাল-বাসিতে শিখ; এবং তাহাকে ভাল বাসিতে-বাসিতেই ক্রমে ঈশ্বরকে ভালবাসা হইবে। কিন্নর-নর-অমর-ঈশ্বর যেন নিম্নোচ্চ স্বর; নিম্নে না নাম, অন্ততঃ সমান হইতে ও উপরে

উঠিতে চেষ্টা কর, অবশ্যই আশানুরূপ ফল-লাভ হইবে।

আরও, যাহা সৎ, যাহা শুভ, প্রাণ তাহারই আকাঙ্ক্ষা করে। আত্ম-জ্ঞান আমাদের পক্ষে সেই শুভকর—সেই মঙ্গলজনক পদার্থ। আত্ম-জ্ঞানে অমঙ্গল নাই—আত্মজ্ঞানে অনিষ্টাশঙ্কা নাই—আত্মজ্ঞান সর্ব্বমঙ্গলময়। আমি পরকে যদি আপনার জ্ঞান করিতে পারি, শত্রুকে যদি মিত্র জ্ঞানে আলিঙ্গন করিতে সাহসী হই, তবে আর আমার অনিষ্টাশঙ্কা কোথায়? আত্মজ্ঞানে উন্মত্ত-প্রাণ ধ্রুব—পঞ্চম বর্ষীয় নিরুপায় শিশু—নিকট ব্যাঘ্র-সমক্ষে নিপতিত; কিন্তু সে তখন দেখিতেছে—সর্ব্বত্র আত্ম-ময়, সর্ব্বত্র ঈশ্বর-সামীপ্য; সুতরাং নির্ভয়ে ব্যাঘ্র-সমীপে অগ্রসর হইতেছে। এইরূপ, আত্মজ্ঞানে উন্মত্ত-প্রাণ বিল্বমঙ্গল দেখিতেছেন—সে ত সর্প নয়—চিন্তামণি যেন তাঁহার জন্য রজ্জু-স্থাপন করিয়া রাখিয়াছে। আর, এই জ্ঞানেই বুঝি সে সর্প-সন্নিকটে বিল্বমঙ্গলের কোন অনিষ্ট ঘটিল না। এইরূপ, আরও বিবিধ-বিষয়ক আলোচনায় দেখান যাইতে পারে যে, আত্মজ্ঞানে কোনই অমঙ্গল নাই—আত্মজ্ঞান সর্ব্বমঙ্গল-বিধায়ক।

অতএব, ব্রহ্মাণ্ডের সকলকেই আপনার জ্ঞান কর—আপনার জ্ঞানে প্রাণের নিকটে টানিয়া লও। অতএব,—

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুতঃ আয়াত
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥"

"সংসারে কেহ কাহারও আপনার নয়"—এ কবি-গীতির স্থূল-অর্থ ধরিয়া, সংসার-মরীচিকায় অন্ধ হইও না। ভাব—সকলেই আমার আপনার—জগৎ আত্মময়—ভাই ভাই এক প্রাণ, এক আত্মা। ইহাতে শুধু আত্মোন্নতি হইবে না—আত্মোৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সেই জগদাধার-সন্নিকর্ষ লাভ সুসাধ্য হইয়া আসিবে। যেমন—সাগর-সঙ্গম-প্রয়াসী স্রোতস্বতী, শাখা-সমষ্টির সংযোগ পাইলেই দ্রুতগতি লাভ করে, বা খণ্ডমেঘনিচয়ের সংযোগ ঘটিলেই বারি-পতন সত্বর হইয়া আসে; তেমনি, আপন-পরে অভিন্ন-জ্ঞান জন্মিলেই মুক্তির পথ সরল ও সুপ্রশস্ত হইয়া আসিবে।

শ্রীজ্ঞানানন্দ তত্ত্বরত্ন।

যোগী-সন্দর্শন।

যোগশাস্ত্র কেবল ভারতবর্ষে প্রচলিত। কি ইংরাজী, কি অন্য কোন ইউরোপীয় ভাষায়, ইহার প্রতিশব্দটী পর্য্যন্ত নাই। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ ইহার তথ্য যে সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ, তাহা নিঃসন্দেহ। আর তাই, আজকালকার পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যোগশাস্ত্রকে "হম্বগ" (Humbug) মিথ্যা বলিয়া, হেয় ও তুচ্ছ জ্ঞান করেন, এবং ভেল্কি-বিদ্যার সহিত ইহার তুলনা করেন। যাঁহাদের জ্ঞান বাহ্য জড়পদার্থের অনতিরিক্ত, তাঁহাদের নিকট যোগের যোগ্য-সমাদর প্রকৃতই অতি দুরূহ জিনিষ। যে সকল বৈজ্ঞানিকেরা কেবল জড় জগৎ ও পদার্থ-সম্বন্ধে চিন্তা ও আলোচনা করেন, তাঁহারা ইহাকে উপহাস করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যোগশাস্ত্র কি? যেমন, পদার্থ-বিজ্ঞান বাহ্য-পার্থিব বস্তুর

বিষয় উল্লেখ করে, মনোবিজ্ঞান মনুষ্যের মানসিক জ্ঞান-সম্বন্ধে আলোচনা করে, তদ্রূপ যোগশাস্ত্র পারমার্থিক জ্ঞান-বিষয় বর্ণন করে। সংক্ষেপতঃ দৈহিক হইতে ঐশিক জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় ও অবলম্বন—যোগশাস্ত্র। অস্মদ্দেশীয় প্রাচ্য মণিবিগণ—বৃক্ষ হইতে ফল কি নিমিত্ত ভূতলে পড়ে, বাষ্প জল হইতে কেন গগনমার্গে উঠে—এবম্প্রকার প্রাত্যহিক ঘটনার আলোচনা পরিহার-পূর্ব্বক ইহা হইতে অধিক গভীর বিষয়ের চিন্তা করিতেন। এই জন্যই আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মনোবিজ্ঞান ও যোগশাস্ত্রের এতদূর উন্নতিসাধন করিতে সক্ষম হন, এবং ঐ সকল অদ্যাপি সাধারণের নিকট আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। "টেলিপ্যাথি" (Telepathy), "মেসমারিজম্" (Mesmerism) প্রভৃতি যে সকল নাম আমরা আজকাল শুনিতে পাই, উহাও আর কিছু নহে—উহা হিন্দু-যোগের সামান্য অনুকরণ ও সমাধির ফল মাত্র। যাহা হউক, যোগশাস্ত্র-সম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদ বা যোগের মাহাত্ম্য বর্ণন জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা নহে ; এ প্রবন্ধে কেবল যোগীদের কয়েকটি আশ্চর্য্য ও প্রকৃত বিবরণ বিবৃত করিব। ভরসা করি, উহা সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাগণের মনস্তুষ্টি-সাধন করিবে। ঘটনাগুলির সত্যতা-সম্বন্ধে মুখবন্ধে ইহা বলা আবশ্যক যে, এই গল্পের নায়কের সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রমুখাৎ স্থূল বিবরণ অবগত হইয়া, লেখক ইহা নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নতুবা ইহা লেখকের কাল্পনিক নহে ; এবং ঘটনাগুলি যে প্রকৃত, সে বিষয় নিঃসন্দেহ।

কেদার কিঞ্চিৎ উদ্ধত-প্রকৃতির অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক। কোন দোষে বাটীর অভিভাবকগণ কর্তৃক তিরস্কৃত হওয়ায়, অভিমান করিয়া, কোন্নগর পরিত্যাগ করিয়া পূর্ত্তবিদ্যা-শিক্ষার্থ রুড়কি যাত্রা করিল। তথায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষের নিকট বিদ্যালয়ের সর্ব্ব-নিম্ন-শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবার নিমিত্ত আবেদন করিলে, তাৎকালিক অধ্যক্ষ সাহেব, তাহার উর্দ্দু-ভাষায় অভিজ্ঞতার পরিচায়ক কোন প্রশংসাপত্র না থাকায়, তাহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করি- । আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময় রুড়কি-কলেজে প্রবেশার্থ কোন প্রবেশিকা পরীক্ষার নিয়ম প্রচলিত হয় নাই। কেদার নিরাশ্বস্ত ও হতাশ হইয়া, দেশে আর ফিরিয়া না আসিয়া, রুড়কির সন্নিকটে তাহার দাদা-শ্বশুরের বাটীতে গমন করিল। সেই-খানে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে, হঠাৎ এক দিবস একজন সন্ন্যাসীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ সন্ন্যাসীর সহিত নানাপ্রকার আলাপে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে, সাহসী হইয়া, একদিন, তাহাকে শিষ্য করিবার নিমিত্ত, সন্ন্যাসীকে অনুরোধ করিল। তদুত্তরে সন্ন্যাসী বলিলেন যে, গুরুর আদেশ ব্যতীত তিনি তাহাকে দীক্ষা দিতে পারেন না। সে কথা শুনিয়া, কেদার, তাঁহার গুরুর নিকট লইয়া যাইবার জন্য, বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিল। উত্তরে জানিল যে, তাঁহার গুরুজি দুরধিগম্য হিমাচল-শিখরোপরি 'হৃষিকেশে' তপস্যা করেন। কিন্তু তাহাতেও সে নিবৃত্ত হইল না। তখন অগত্যা তিনি তাহাকে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন।

আমরা যে দিনের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহার পর দিন প্রাতঃকালে কেদারের শ্বশুর-বাটীর সকলে তাহাকে খুঁজিয়া পায় না। তাহার সন্ধানে চতুর্দ্দিকে তারযোগে সংবাদ প্রেরণ করা হইল। বাটীতে মহা কান্নাকাটি আরম্ভ হইল। ক্রমে তাহার খুস্‌-রাশি কোন্নগরে কেদারের

নিকটবর্তী পর্য্যন্ত উঠিল। ক্রমে দিনান্তে সপ্তাহ, সপ্তাহান্তে পক্ষ গত হইল; তথাপি কেদারের কোন তথ্য, কি সমাচার পাওয়া গেল না। কেহই কেদারকে বাটী হইতে বহির্গত হইতে দেখে নাই, কিম্বা তাহার গতিবিধি বিষয় অবগত নহে। তাহার সহসা অন্তর্দ্ধান, যেন কোন নিগূঢ় রহস্যাবৃত বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল। অনুসন্ধানে কেবল ইহা জানা গেল যে, নিশাশেষে, অন্ধকার থাকিতে,বহির্দ্বার উদ্ঘাটন-পূর্ব্বক সঙ্গে একখানি কম্বল ও একটি ঘটি মাত্র সম্বল লইয়া, রুড়কি পরিত্যাগ করিয়া কেদার কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

ইতিমধ্যে কেদার, সন্ন্যাসী-সমভিব্যাহারে নানা দুর্গম ও জঙ্গলময় বক্র পথ অতিক্রম করিয়া, সপ্তাহান্তে, পুণ্যসলিলা গঙ্গাতটে হরিদ্বারে আসিয়া উপনীত হইল। সর্ব্বপাপক্ষয় নিমিত্ত, কলুষনিবারিণী পতিতপাবনীতে অবগাহনার্থ, সন্ন্যাসী কেদারকে বলিলেন। তখন পৌষ মাস; পার্ব্বতীয় নদীর রীতি-অনুসারে স্রোত একমুখেই প্রধাবিত। এরূপ অবস্থায় অবগাহন করিতে, কেদারের মনে ত্রাস হওয়া অসম্ভব নহে। কেদার ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু সন্ন্যাসী কেদারের উড়ানিখানি তাহার কটিদেশে বাঁধিয়া তাহাকে জলে নামিতে বলিলেন ও নিজে উপর হইতে মুষ্টি দৃঢ় করিয়া ধরিয়া রহিলেন। কিরূপে আমরা অবগত নহি, ইচ্ছা করিয়া বা অকস্মাৎ, সন্ন্যাসীর মুষ্টি শিথিল হওয়াতে, সহসা কেদার স্রোতে ভাসিয়া অনেক দূর গেল। শীঘ্র বলক্ষয় হওয়ায় এবং আতঙ্কে, কেদার অচৈতন্য হইয়া পড়িল। কেদার যখন ভাসিয়া যায়, সেই সময় একটি জলোচ্ছ্বাস ও "সত্যোয়া নাশ হুয়া" এইরূপ একটি আর্ত্তনাদ শুনা গেল; তৎপরের ঘটনা কেদারের কিছুই স্মরণ নাই। কিন্তু যখন সে সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিল, তখন দেখিতে পাইল যে, সঙ্গী সেই মহাপুরুষ, বৃক্ষশাখা ও পত্রাদি সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা বহ্নি জ্বালিয়া, তাহার পার্শ্বে বসিয়া, তাহার উত্তাপে, তাহার শীতল দেহ উত্তপ্ত করিতেছেন। কেদার সম্পূর্ণ আরোগ্য হইলে, পুনর্ব্বার তাহারা তাহাদিগের অভীষ্ট গন্তব্য-প্রদেশ-মুখে যাত্রা করিল। প্রথম হইতে দশ দিবসান্তে তাহারা তথায় উপস্থিত হইল। যখন তাহারা হৃষিকেশে উপস্থিত হইল, তখন বহুপথ-পর্য্যটনে কেদার অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পদদ্বয় ফুলিয়া উঠিয়াছে; সে আর চলিতে কি দাঁড়াইতে নিতান্ত অসমর্থ।

সেইস্থানে—ঘোর-সমাধিস্থ, মুদিত-নেত্র, পুত্তলিকাবৎ নিস্পন্দ, একাধারে ভয় ও ভক্তির আধার—সেই ঋষির সাক্ষাৎকার লাভ হইল; তিনি জীবিত কি মৃত,সহসা বুঝা ভার। সন্ন্যাসী ও কেদার—তাহারা সম্মুখীন হইয়া, সেই পূজ্যপাদ ঋষিপুঙ্গবকে ভূমিষ্ঠ-প্রণিপাত করিল। ঋষিশ্রেষ্ঠ, চতুষ্পার্শ্বে শিষ্যবর্গ-পরিবৃত হইয়া রহিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ সুমধুর স্বরে বেদপাঠ করিতেছেন, কেহ বা উপাসনায় রত, কেহ বা ধর্ম্ম-কর্ম্মে, অন্য কেহ বা অন্যান্য কার্য্যে তৎপর। ঐ সকল দৃশ্য, তাঁহাদের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ও নিস্তব্ধতা, স্থানীয় পবিত্রতা ও দৃশ্যের সহিত মিলিত হওয়ায়, কেদারের তরুণ হৃদয়ে এক অদ্ভুত ভাব ও ভীতির উদ্রেক করিল। সে মনে মনে কৃতসঙ্কল্প হইল যে—এই নশ্বর দেহ, সে সেই পুণ্যক্ষেত্রে শেষ করিবে। যাঁহারা ঐরূপ স্থানে পরিভ্রমণ না করিয়াছেন বা উহার বিষয় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত না আছেন, তাঁহারা ঐ সকল ভাব ও চিন্তার বিষয় কল্পনায় আনিতেও সক্ষম নন। ঐ অবস্থা চিত্রিত করিবার ভাষাও

বুঝি বা নাই। হৃষিকেশ ঋষিগণের লীলাস্থল ও আশ্রম-ভূমি। ইহা হরিদ্বার হইতে ৭ ক্রোশ উত্তর। বিখ্যাত লক্ষ্মণঝোলা প্রভৃতি বহু প্রাচীন কালের নিদর্শন অদ্যাপি এখানে বর্ত্তমান আছে। এই স্থানে সপ্তর্ষিমণ্ডলী তপস্যা করিয়াছিলেন। নিখিল আর্য্যাবর্ত্তে এবম্প্রকার যে কত আশ্রম ছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না। এবং ঐ সকল নির্জ্জন স্থানে ছাত্রেরা যোগ ও দর্শনশাস্ত্র-সকল পাঠ ও অভ্যাস করিত। কে বলিতে পারে—এখনও ঐ প্রকার কত আশ্রম হিমাচলের অত্যুচ্চ শিখরে বর্ত্তমান আছে?

ঋষিপ্রবরের সমাধি ভঙ্গ হইলে, উপস্থিত সকলেই তাঁহার চরণ-বন্দনা করিল। এইবার তিনি আমাদিগের পূর্ব্ব-পরিচিত সন্ন্যাসীকে, কেদারকে সঙ্গে আনিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাঁহার শিষ্য হইবার বাসনা সংক্ষেপে জ্ঞাত করিলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ কহিলেন,—"না, উহার এখনও দীক্ষিত হইবার সময় হয় নাই। উহার অদৃষ্টে এখনও সাংসারিক দুঃখ ও ক্লেশ-ভোগের পরিশেষ হয় নাই।" তৎপর কেদারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে,—'সে এখনও মায়াসূত্রে সংসারের সহিত আবদ্ধ আছে। যতদিন না সেই সূত্রের ছেদন হয়, ততকাল উদাসীন হওয়ার বাসনা পরিত্যাগ করা উচিত। এবং সে সময়ের এখনও বিলম্ব আছে। পূর্ত্ত-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সাহেব তাহাকে ভর্ত্তি না করাতে তাহার যে মনঃক্ষোভ জন্মিয়াছে, তাহা আর অধিকক্ষণ স্থায়ী হইবে না; কারণ, এবার তথায় ফিরিয়া গেলে, নিশ্চয় সে ছাত্ররূপে পরিগণিত হইবে। সে কি নিষ্ঠুর সন্তান! তাহার শোকে তাহার জননী নিতান্ত অধীরা ও অবসন্না হইয়া শয্যায় শায়িত, এবং তাহার পরিবারবর্গের অন্যান্য সকলেরও সেই অবস্থা। তাহার অবিলম্বে ফিরিয়া যাওয়া উচিত।' ইহা বলিয়া, তাহাকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া, তাহার হস্তে দুইখানি পেড়া ও দুইখানি বরফি দিয়া, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অদূরে প্রস্রবণের শীতল বারি পান করিবার জন্য সঙ্কেত করিলেন। ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া, কেদার তাঁহার গাত্রাবরণের একপার্শ্বে অবশিষ্ট বন্ধন করিয়া রাখিল। তথায় কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া, তাহার উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক সেই সন্ন্যাসীর সহ, নিতান্ত অনিচ্ছা-সহকারে, পাহাড় হইতে পুনরায় অবতরণ করিবার বাসনা করিল। আশীর্ব্বাদ সহ কেদারকে বিদায় দিবার কালীন, ঐ ঋষিপুঙ্গব তাহার হস্তে দুইটুকরা ইষ্টক-সদৃশ পদার্থ দিয়া উহা সাবধানে ও সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য বলিলেন। কারণ, কেদারের স্ত্রী প্রতিবার প্রসবকালে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিবেন এবং কেবল উহার স্পর্শে তাঁহার নিরাপদে সন্তান প্রসব হইবে। কেদার, বিশেষ যত্নের সহিত, উহা দৃঢ়রূপে তাহার উত্তরীয়ের আর একভাগে বন্ধন করিল এবং ঋষি-বাক্য-শ্রবণে ও কার্য্যকলাপ-দর্শনে অবাক হইল—তিনি মনুষ্য কি দেবতা, সে বিষয়ে মনে মনে অনেক চিন্তা করিতে লাগিল। ঐ মহাপুরুষ কেদারের সমভিব্যাহারী সেই সন্ন্যাসীবরকে কেদারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে বলিলেন—কারণ, সময়ে সময়ে তাহার ঘোর বিপদে পতিত হইবার সম্ভাবনা। ইহার পর সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন, কেদার কি প্রকার অনিচ্ছাসহ ঐ পুণ্যস্থান পরিত্যাগ করিল।

এইরূপে তিন সপ্তাহের অনুপস্থিতির পর, সহসা এক দিবস কেদার তাহার দাদা-শ্বশুরের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া সকলে আহ্লাদিত ও বিস্মিত হইল। এই সুসমাচার তারযোগে কোন্নগরে কেদারের

বাটীতে প্রেরণ করা হইল। পরে ইহাও জানা গেল যে, কেদারের জননী অদ্যাবধি তাহার শোকে নিতান্ত অধীরা হইয়াছিলেন। সকলেই কেদারের সহসা তিরোভাব ও আবির্ভাবের বিষয় জানিতে উৎসুক হইয়া, নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল। কেদার কাহাকেও কিছু না উত্তর দিয়া, পুনরায় রুড়কি যাইবার বন্দোবস্ত করিল।

কি আশ্চর্য্যের বিষয়! এবার যখন কেদার রুড়কি-কলেজের অধ্যক্ষ সাহেবের সদনে উপস্থিত হইয়া নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাত করিল; সাহেব, তাহাকে পূর্ব্ববৎ বিদায় না করিয়া, বিদ্যালয়ের কেরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তখনও অধস্তন শ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট ছাত্রসংখ্যা পূরণ হইয়াছে কি না? তদুত্তরে 'হাঁ' জানিয়াও, অধ্যক্ষ সাহেব এবার কেরাণীকে আদেশ করিলেন,—"এই যুবককে ঐ শ্রেণীতে ভর্ত্তি কর। উহাকে উর্দ্দু ভাষায় জ্ঞানসম্বন্ধে প্রশংসাপত্র ছয় মাস মধ্যে দিতে হইবে।" অনেক ক্লেশের পর তাহার আশালতা ফলিত হইল বলিয়া, কেদার নিতান্ত আহ্লাদিত হইল; ঋষিবাক্যের সফলতা দৃষ্টে মনে মনে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিল।

কেদার যখন তাহার উত্তরীয় বসন উন্মুক্ত করিল, তখন সেই বরফি ও পেড়ার পরিবর্ত্তে দুইটি সুগন্ধ পুষ্প প্রাপ্ত হইয়া অধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কেদারের দিদিশাশুড়ী ঋষিদত্ত ইষ্টকখণ্ড দ্বারা প্রসূতিগণের উপর পরীক্ষা করিয়া উহার সম্যক্ উপকারিতার বিষয় নিশ্চিত অবগত হইলেন। ঐ দুই খণ্ডের এক খণ্ড তাঁহার নিকট রহিল ও অপর খণ্ড অদ্যাবধি কেদারের বংশাবলীতে আশ্চর্য্য পৈতৃক ধন বলিয়া রক্ষিত হইতেছে। প্রকৃতই কেদারের স্ত্রীকে প্রতিবার প্রসবকালে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত এবং ঐ আশ্চর্য্য-গুণ-সম্পন্ন ইষ্টক স্পর্শ ব্যতীত তাঁহার কদাপি নির্বিঘ্নে প্রসব হইত না। এতদূর পর্য্যন্ত ঋষিবাক্য সত্য হইল।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র।

হিন্দুর জ্যোতিষ।

পূর্ব্বপ্রস্তাবে মন্দোচ্চ ও পাত এই দুইটি—শব্দের উল্লেখ করা গিয়াছে। এবারে সর্ব্বাগ্রে সেই দুইটির বিষয়ই একটু বিশেষ করিয়া বলা যাইতেছে।

মন্দোচ্চ।—গ্রহের গতিপথ বা কক্ষার যে অংশ পৃথিবী হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরে অবস্থিত, তাহাই মন্দোচ্চ শব্দে কথিত হইয়া থাকে। গ্রহের কক্ষাগুলিরও অতি অল্প গতি আছে।

পাত।—গ্রহকক্ষা যে দুই স্থানে রাশিচক্রকে স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, সেই দুই স্পর্শ-স্থানই পাত নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের পাত ও মন্দোচ্চের যে গতির পরিমাণ সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ব প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে। উহা দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, ঐ গতি নির্ণয় করা কিরূপ দুরূহ ব্যাপার। এক কল্পে অর্থাৎ ৪৩২ কোটি বৎসরে সূর্য্য-মন্দোচ্চ ভগণ-সংখ্যা ৩৮৭; তবেই এক ভগণে অর্থাৎ একবার রাশিচক্র ভ্রমণেই প্রায় ১১১৬২৭৯১ বৎসর অতীত হইয়া যায়। রাশিচক্রের এক অংশ মাত্র

স্থান গমন করিতে প্রায় ৩১০০৮ বৎসর।—এমন কি **এক কলা মাত্র স্থান অতিক্রান্ত** হইতেই প্রায় **পাঁচ শত সত্তর বৎসর অতীত** হইয়া যায়। অত-**এব, গ্রহগণের পাত ও মন্দোচ্চের** গতি এ কলিযুগের **ক্ষুদ্র মনুষ্যজীবনে** প্রত্যক্ষ করা **অসম্ভব**; কেবল চন্দ্রের মন্দোচ্চ ও পাতের গতি প্রত্যক্ষ ও পরিমেয়। **অন্যগুলি যোগবলে** স্থিরীকৃত বলিয়া বুঝিতে হইবে। নিম্নে গ্রহগণের পাত ও মন্দোচ্চের গতির এক চক্র প্রদত্ত হইল :—

পাত ও মন্দোচ্চের গতি-পরিমাণ চক্র।

গ্রহগণ।	এক কল্পে ভগণ-সংখ্যা।	এক ভগণে বর্ষ-সংখ্যা।	এক অংশে বর্ষ-সংখ্যা।	এক কলায় বর্ষ-সংখ্যা।
রবির মন্দোচ্চের	৩৮৭	১১১৬২৭৯০·৭	৩১০০৭·৮	৫১৬·৮
চন্দ্রের মন্দোচ্চের	৪৮৮২০৩০০০	৮·৮	·০২৪৪৪	·০০০৪০৮
,, পাতের	২৩২২৩৮০০০	১৮·৬	·০৫১৬৭	·০০০৮৬১
মঙ্গলের মন্দোচ্চের	২০৪	২১১৭৬৪৭০·৬	৫৮৮২৩·৫	৯৮০·৪
,, পাতের	২১৪	২০১৮৬৯১৫·৯	৫৬০৭৪·৮	৯৩৪·৬
বুধের মন্দোচ্চের	৩৬৮	১১৭৩৯১৩০·৪	৩২৬০৮·৭	৫৪৩·৫
,, পাতের	৪৮৮	৮৮৫২৪৫৯·০	২৪৫৯০·২	৪০৯·৮
বৃহস্পতির মন্দোচ্চের	৯০০	৪৮০০০০০·০	১৩৩৩৩·৩	২২২·২
,, পাতের	১৭৪	২৪৮২৭৫৮৬·২	৬৮৯৬৫·৫	১১৪৯·৪
শুক্রের মন্দোচ্চের	৫৩৫	৮০৭৪৭৬৬·৪	২২৪২৯·৯	৩৭৩·৮
,, পাতের	৯০৩	৪৭৮৪০৫৩০·২	১৩২৮৯·	২২১·৫
শনির মন্দোচ্চের	৩৯	১১০৭৬৯২৩০·৮	৩০৭৬৯২·৩	৫১২৮·২
,, পাতের	৬৬২	৬৫২৫৬৭৮·২	১৮১২৬·৯	৩০২·১

অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ **ভাগশেষ, দশমিক** করিয়া দেওয়া গেল। **কেবল চন্দ্রের** দশমিক পাঁচ সংখ্যা ও ছয় সংখ্যা পর্য্যন্ত দেওয়া গেল। অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় অন্যগুলিতে এক সংখ্যা মাত্র দেওয়া গিয়াছে।

যন্মনুনাস্তু সম্পিণ্ড্য
কালং তৎসন্ধিভিঃ সহ।
কল্পাদিসন্ধিনা সার্দ্ধং
বৈবস্বতমনোস্তথা। ৪৫ ॥
যুগানাং ত্রিঘনং যাতং
তথা কৃতযুগং ত্বিদং।
প্রোজ্ঝ্য সৃষ্টেস্ততঃ কালং
পূর্ব্বোক্তং দিব্যসংখ্যয়া। ৪৬॥
সূর্য্যাব্দসংখ্যয়া জ্ঞেয়া
কৃতস্যান্তে গতা অমী।
খচতুষ্ক যমাদ্র্যগ্নি-
শররন্ধ্র নিশাকরাঃ ॥ ৪৭ ॥

সসন্ধি ছয় মন্বন্তর কল্পের আদিসন্ধি এবং বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তবিংশতি মহাযুগ ও অষ্টাবিংশতিতম মহাযুগের সত্যযুগ এই সমুদায়ের পরিমাণে বর্ষ একত্রিত করিয়া তাহা হইতে সৃষ্টি-কাল বিয়োগ করিবে। (ঐ সৃষ্টি-কাল পূর্ব্বেই ২৪ শ্লোকে দিব্যবর্ষ-পরিমাণে লিখিত হইয়াছে)। ঐ সৃষ্টিকাল সৌর বৎসরে পরিণত করিয়া বিয়োগ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে

যে, সৃষ্টির পর, পূর্ব্বকথিত সত্যযুগ পর্য্যন্ত ১৯৫৩৭২০০০০ সৌর বৎসর অতীত হইয়াছে।

উদাহরণ।—

		দিব্য বৎসর।		সৌরবৎসর।
কল্পের আদিসন্ধি	=	৪৮০০	=	১৭২৮০০০
সসন্ধি ৬ মন্বন্তর	=	৫১৪০৮০০	=	১৮৫০৬৮৮০০০
বৈবস্বতের ২৭ মহাযুগ	=	৩২৪০০০০	=	১১৬৬৪০০০০০
,, গত সত্যযুগ	=	৪৮০০	=	১৭২৮০০০
বর্ত্তমান কল্পের গত সত্য-যুগ পর্য্যন্ত	=	৫৪৭৪৪০০	=	১৯৭০৭৮৪০০০০ হইতে
সৃষ্টিকাল	=	৪৭৪০০	=	১৭০৬৪০০০০ বাদ দিয়া
প্রাপ্ত	=	৫৪২৭০০০	=	১৯৫৩৭২০০০০ বৎসর,

সৃষ্টির পর হইতে বর্ত্তমান মহাযুগের সত্যযুগ পর্য্যন্ত অতীত হইয়াছে।

অত ঊর্দ্ধ্বমমী যুক্তা
গতকালাব্দসংখ্যয়া।
মাসীকৃত্বা যুতা মাসৈঃ
মধুশুক্লাদিভির্গতৈঃ। ৪৮ ॥
পৃথক্‌স্থাস্তেঽধিমাসঘ্নাঃ
সূর্য্যমাস বিভাজিতাঃ।
লব্ধাধিমাসকৈর্যুক্তা
দিনীকৃত্য দিনান্বিতাঃ। ৪৯ ॥
দ্বিষ্ঠাস্তিথিক্ষয়াভ্যস্তাঃ
চান্দ্রবাসরভাজিতাঃ।
লব্ধোনরাত্রিরহিতা
লঙ্কায়ামার্দ্ধরাত্রিকঃ। ৫০ ॥
সাবনোদ্যুগণঃ সূর্য্যাৎ
দিনমাসাব্দ পাস্ততঃ।
সপ্তভিঃ ক্ষয়িতঃ শেষঃ
সূর্য্যাদ্যো বাসরেশ্বরঃ ॥ ৫১ ॥

তৎপরে অভীষ্ট কাল পর্য্যন্ত যত বৎসর গত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত বৎসর-সংখ্যার সহিত যোগ করিবে এবং ঐ সমুদায় বর্ষকে মাস করিয়া অভীষ্ট বর্ষের গত চৈত্রশুক্লা প্রতিপদ তিথি হইতে যত চান্দ্রমাস গত হইয়াছে, তাহাও যোগ করিবে। ঐ যোগলব্ধ ফলকে দুই স্থানে রাখিয়া, এক স্থানের অঙ্ককে এক মহাযুগের অধিমাস সংখ্যা দ্বারা গুণ করিয়া এক মহাযুগের সৌর মাস সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিবে। তাহা হইলে যে অঙ্ক প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তাহাই অভীষ্ট সময়ের অধিমাস সংখ্যা। উহা অপরস্থানস্থিত যোগ-প্রাপ্ত মাসসংখ্যার সহিত যোগ করিয়া সমুদায়কে দিবসে পরিবর্ত্তিত করিবে। এই আবার দুই স্থানে রাখিয়া, এক স্থানের অঙ্ককে এক মহাযুগের তিথিক্ষয় পরিমাণ গুণ করিয়া, এক মহাযুগের চান্দ্রদিবস পরিমাণ দিয়া ভাগ করিবে। * এই ভাগ-ফলই অভীষ্ট সময়ের তিথিক্ষয়-পরিমাণ। ঐ তিথিক্ষয়াঙ্ক দ্বিতীয় স্থানস্থ চান্দ্রদিবস-সমষ্টি হইতে বিয়োগ করিলে যে অঙ্ক পাওয়া যাইবে, তাহাই অভীষ্ট সময়ের মধ্যরাত্রে লঙ্কার সাবন দ্যুগণ বা অহর্গণ। উহাকে দিনরাশি বা দিনবৃন্দও বলা যায়। এই অহর্গণ হইতে দিবসাধিপ, মাসাধিপ ও বর্ষাধিপ নির্ণীত হইয়া থাকে। সপ্ত দ্বারা বিভক্ত করিলে যাহা অবশেষ থাকিবে, তাহা হইতে সূর্য্যাদি বারেশ নির্ণীত হইবেন ॥ ৪৮—৫১ ॥

অতঃপর এই কয়েকটি শ্লোক উদাহরণ দ্বারা বিশদ করা যাইতেছে। মনে করা যাউক, যেন

* এইস্থানে সূর্য্যসিদ্ধান্তকর্ত্তা ত্রৈরাশিকের নাম না করিয়াও দুইটি ত্রৈরাশিক কষিয়া দিলেন।

বর্ত্তমান ১৮১৬ শকাব্দার ৪ঠা ভাদ্রের অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত লঙ্কার সাবন অহর্গণ নির্ণয় করিতে হইবে। প্রথমতঃ—

বর্ত্তমান মহাযুগের সত্যযুগ পর্য্যন্ত = ১৯৫৩৭২০০০০ সৌর বৎসর।
সমগ্র ত্রেতাযুগ = ১২৯৬০০০ ,,
,, দ্বাপরযুগ = ৮৬৪০০০ ,,
,, কলেগতাব্দ = ৪৯৯৫ ,,

অতীতকাল পর্য্যন্ত গত = ১৯৫৫৮৮৪৯৯৫ ,,
উহাকে ১২ গুণ করিয়া
২৩৪৭০৬১৯৯৪০ মাস হয়।

উহাতে, গত চৈত্র শুক্লপ্রতিপদ হইতে ৪ চান্দ্রমাস যোগ করিয়া
২৩৪৭০৬১৯৯৪৪ হইল।

যেহেতু,—

লব্ধমাস + মহাযুগের অধিমাস ÷ মহাযুগের সৌর মাস = অভীষ্ট অধিমাস।

অতএব,—

২৩৪৭০৬১৯৯৪৪ + ১৫৯৩৩৩৬ ÷ ৫১৮৪০০০০০
= ৭২১৩৮৪৭১৬·৪২ অভীষ্ট অধিমাস।

এক্ষণে, পূর্ব্বপ্রাপ্ত মাস ২৩৪৭০৬১৯৯৪৪ সহিত অভীষ্ট অধিমাস ৭২১৩৮৪৭১৬ যোগ করিলে যোগফল ২৪১৯২০০৪৬৬০ মাস হইল। উহাকে মাসিক দিন-সংখ্যা ৩০ দ্বারা গুণ করিয়া ৭২৫৭৬০১৩৯৮০০ দিন হইল। উহাতে অভীষ্ট দিন পর্য্যন্ত চান্দ্রদিন ১৮ যোগ করিয়া ৭২৫৭৬০১৩৯৮১৮ দিন হইল।

এক্ষণে, যেহেতু,—

লব্ধদিন × মহাযুগের তিথিক্ষয় ÷ মহাযুগের চান্দ্রদিন = অভীষ্ট তিথিক্ষয়।

অতএব,—

৭২৫৭৬০১৩৯৮১৮ × ২৫০৮২২৫২ ÷ ১৬০৩০০০০৮০ = ১১৩৫৬০১৮৫৯৬৪ তিথিক্ষয়।

এক্ষণে, পূর্ব্বপ্রাপ্ত দিনসংখ্যা ৭২৫৭৬০১৩৯৮১৮ হইতে অভীষ্ট তিথিক্ষয় ১১৩৫৬০১৮৫৯৬ বাদ দিয়া ৭১৪৪০৪১২১২২২ লঙ্কার আর্দ্ধরাত্রিক সাবন দ্যুগণ প্রাপ্ত হওয়া গেল।

এই দ্যুগণ, অহর্গণ বা দিনবৃন্দ জ্যোতিষে বড়ই প্রয়োজনীয়। বিভিন্ন জ্যোতিষ-গ্রন্থে ইহা নির্ণয়ের বিভিন্ন নিয়ম। ফল কথা, কোন একটি নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে গণনা না করিলে, অনাদি কালের পরিমাণ কিরূপে হইবে? কাজেই এক-একজন জ্যোতির্ব্বিদ এক-একরূপে অহর্গণ নির্ণয় করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অর্থাৎ প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন সময় হইতে উহার গণনা করিয়াছেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তানুসারে গণনা করিতে গেলে বৃহৎ বৃহৎ হরণ-পূরণ করিতে হয়, অন্যান্য মতে উহা অপেক্ষা অল্পাঙ্কে কার্য্য সাধিত করা হইয়াছে। নিম্নে সিদ্ধান্তরহস্য-মতে ও গ্রহলাঘব-মতে দিনবৃন্দ আনয়ন করিয়া দেখান যাইতেছে।

সিদ্ধান্তরহস্য মতে——"বিশ্বেষুচন্দ্রোন শকোঽঙ্কপিণ্ডঃ কৃতাঙ্গরামৈর্গুণিতো নগঘ্নাৎ। অঙ্গাৎ খবাণাগ্নিধরাংশযুক্তাৎ সহস্রনিঘ্নাদ্ধ-যমাগ্নিবিষ্টৈঃ। যুক্তাৎ খখাষ্টৌঙ্ক্তমুক্তক্রিয়াদি-গতা-হযুক্তঃ শশিতো দিনৌঘঃ॥"

অর্থাৎ,—প্রথমতঃ শকাব্দাঙ্ক হইতে ১৫১৩ বিয়োগ করিলে যে অঙ্ক পাওয়া যায়, তাহার নাম অঙ্কপিণ্ড। ঐ অঙ্কপিণ্ডকে দুই স্থানে রাখিয়া

একস্থানে ৩৬৪ দিয়া ও অপর স্থানে ৭ দিয়া গুণ করিতে হইবে।

অব্দপিণ্ডকে সাত দিয়া গুণ করিয়া ১৩৫০ দিয়া ভাগ করিতে হইবে। ঐ ভাগলব্ধ অঙ্কের সহিত সপ্তগুণিত অব্দপিণ্ড যোগ করিবে।

অব্দপিণ্ড হাজারগুণ করিয়া তাহার সহিত ১৩৩২ যোগ করিয়া পূর্ব্ব যোগফলে যোগ করিবে, এবং তাহাকে ৮০০ দিয়া ভাগ করিয়া ৩৬৪ গুণিত অব্দপিণ্ডের সহিত যোগ করিয়া অভীষ্ট শকের বৈশাখের দ্বিতীয় দিন হইতে অভীষ্ট দিন পর্য্যন্তের দিনসংখ্যা যোগ করিলে অভীষ্ট দিনের দিনবৃন্দ হইবে।

যেহেতু, শকাব্দ—১৫১৩ = অব্দপিণ্ড ;

অতএব, ১৮১৬—১৫১৩ = ৩০৩ অব্দপিণ্ড।

৩০৩ ৩০৩

৩৬৪ ৭ গুণ করিয়া

১১০২৯২ ২১২১

২১২২

এবং ——— = ১'৫৭১

১৩৫০

পুনরায় ২১২১ সহিত

১'৫৭১ যোগ করিয়া

২১২২'৫৭১ হইল। তাহার সহিত

সহস্র-গুণিত অব্দপিণ্ড ৩০৩০০০ এবং

১৩৩২ যোগ করিয়া

৩০৬৪৫৪'৫৭১ হইল।

ঐ যোগলব্ধ ৩০৬৪৫৪'৫৭১কে ৮০০ দিয়া ভাগ করিয়া ৩৮৩'০৬৮২ হইল। এক্ষণে, ৩৬৪ গুণিত অব্দপিণ্ড ১১০২৯২ সহিত

ঐ— ৩৮৩'০৬৮২

এবং বৈশাখের ৩০

জ্যৈষ্ঠের— ৩১

আষাঢ়ের— ৩২

শ্রাবণের— ৩১

ও ভাদ্রের— „ ৪ দিন

যোগ করিলে, ১১০৮০৩'০৬৮২ অভীষ্ট দিন পর্য্যন্ত দিনবৃন্দ।

এই দিনবৃন্দ সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত সৃষ্টি-কালের পর হইতে গণিত না হইলেও, কার্য্য-কালে তুল্য ফল হইবে। অতঃপর গ্রহ-লাঘব-মতে দিনবৃন্দ করা যাইতেছে। তাহার নিয়ম :—

“দ্ব্যাব্ধীন্দ্রোনিত শক ঈশহৃৎ ফলং স্যাচ্চক্রাখ্যং রবিহৃত শেষকং তু যুক্তং। চৈত্রাদ্যৈঃ পৃথগমুতঃ সদৃগ্ ঘ্নচক্রাদ্দিগ্ যুক্তাদমরফলাধিমাসযুক্‌ যঃ॥ খত্রিঘ্নঃ গতাতিথিযুঙ্ নিরগ্নচক্রাঙ্গাংশাঢ্যঃ পৃথগমুতোঽব্ধি ষট্ ফলৈঃ। ঊনাহৈর্বিযুত-মহর্গণো ভবেদ্ বৈ বারঃ স্যাদ্বরহৃতচক্রযুগ্‌গণো-ত্থাৎ॥” অর্থাৎ, শকাঙ্ক হইতে ১৪৪২ বিয়োগ করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহাতে একাদশ দ্বারা বিভাজিত করিয়া যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই চক্র-নামে অভিহিত। ভাগাবশেষ দ্বাদশ দ্বারা গুণ করিয়া তাহার সহিত চৈত্রশুক্লা প্রতিপদ তিথি হইতে যত চান্দ্রমাস অতীত হইয়াছে, তাহা যোগ করিয়া যোগলব্ধ অঙ্কের সহিত দ্বিগুণিত চক্রাঙ্ক ও দশ যোগ করিবে। তাহাকে ৩৩ দিয়া ভাগ করিয়া পূর্ব্বলব্ধ মাসাঙ্কে যুক্ত করিবে ও তাহাকে তিথিসংখ্যা অর্থাৎ ৩০ দিয়া গুণ করিয়া চান্দ্রদিনে পরিণত করিয়া অভীষ্ট দিন পর্য্যন্ত চান্দ্রদিন সংখ্যা যোগ করিবে। পরে চক্রাঙ্কের ছয় ভাগের একভাগ তাহাতে যোগ করিয়া যে অঙ্ক হইবে, তাহারই ৬৪ ভাগের এক ভাগ তাহাতে যোগ করিবে। ইহাই গ্রহলাঘব-মতে দিনবৃন্দ বা অহর্গণ। চক্রাঙ্কের পঞ্চগুণ তাহাতে যোগ করিয়া ৭ দ্বারা ভাগ করিলে অব-শিষ্ট সোম আদি বার হইবেক। পূর্ব্ব উদাহরণই এই মতে গণিত হইতেছে। যথা,—

শকাব্দাঙ্ক ১৮১৬ হইতে ১৪৪২ বাদ দিয়া ৩৭৪ হইল। পরে, ৩৭৪ কে ১১ দিয়া ভাগ করিয়া ৩৪ হইল। বাকি কিছুই রহিল না।

সুতরাং অবশেষকে আর ১২ গুণ করিয়া মাস করিতে হইল না। এই ৩৪ই চক্রাঙ্ক।

চৈত্রশুক্লা প্রতিপদ হইতে ৪ চান্দ্রমাস গত, তৎসহ চক্রাঙ্ক ৩৪ কে দ্বিগুণ করিয়া ৬৮ হইল। তাহাতে ১০ যোগ করিয়া ৮২ হইল।

এই ৮২ কে ৩৩ দিয়া ভাগ করিয়া ২'৪৮৪৮ হইল। ইহার সহিত ৪ চান্দ্রমাস যোগ করিয়া ৬'৪৮৪৮ হইল।

ইহাকে তিথিসংখ্যা ৩০ গুণ করিয়া ১৯'৪৫৪৪ চান্দ্রদিন হইল। ইহাতে অভীষ্ট দিন পর্য্যন্ত ১৮ চান্দ্রদিন যোগ করিলে, ৩৭'৪৫৪৪ চান্দ্রদিন হইল। ৩৭'৪৫৪৩ চান্দ্রদিন, তৎসহ চক্রাঙ্কের ষষ্ঠাংশ ৫'৬৬৬৬ যোগ করিয়া ৪৩'১২১০ হইল।

এক্ষণে, ৪৩'১২১০ ÷ ৬৪ = '৬৭৩৭ হয়। পরে, ৪৩'১২১০ — '৬৭৩৭ = ৪২'৪৪৭৩ গ্রহলাঘব-মতে দিনবৃন্দ।

তাহার সহিত পঞ্চগুণিত চক্রাঙ্ক ১৪০ যোগ করিয়া ১৮২ হইল। তাহাকে সাত দিয়া ভাগ করিলে ২৬ ভাগফল হইয়া মিলিয়া যায়। সুতরাং ঐ ১৯ই তারিখে সোমবারাবধি গণনার সপ্তম অর্থাৎ রবিবার হইল।

সিদ্ধান্তরহস্যের দিনবৃন্দকে ৭ দিয়া ভাগ করিয়া (১১০৮০১ ÷ ৭) ১৫৮২৯২ হয়। সোমবারাবধি ৭ম রবিবার সূর্য্যসিদ্ধান্তের দিনবৃন্দ বা অহর্গণ ৭১৪৪৩০৪১২১২২২ কে সাত দিয়া ভাগ করিলে, ভাগফল ১০২০৫৭৬৩১৭৪ হইয়া ১ বাকী থাকে। সুতরাং রবিবারাবধি প্রথম অর্থাৎ রবিবার হইল।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কবিরত্ন

নিরুপমা।

একাদশ অধ্যায়।

আজ কোজাগর-পূর্ণিমা। মালঞ্চ-গ্রামের উপর দিয়া কত গ্রামের কত লোক গঙ্গাস্নানে যাইতেছে। যে নবীন সন্ন্যাসী আজ কয়েক দিন হইতে দেখা দিয়াছেন, তিনি রাস্তার ধারে রাধাবিনোদ বাবুর বাঁধা-ঘাটের পার্শ্বে একটী বেলগাছের তলায় আসন গাড়িয়াছেন। লোকে লোকারণ্য; পথ দিয়া যে যাইতেছে, সে একবার না দাঁড়াইয়া যাইতে পারিতেছে না। সন্ন্যাসী অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়নে ধ্যানমগ্ন আছেন।

সন্ন্যাসীটী বড় বুজরুক। তিনি লোকের মুখ দেখিয়াই নাম বলিয়া দিতেছেন; সেদিন লীলাবতীর স্বামীর নাম বলিয়া দিয়াছেন, কিরণের কোন গ্রামে শ্বশুর-বাড়ী তাহা বলিয়া দিয়াছেন, ঘোষালদের বাড়ীতে কয়খানা ঘর আছে তিনি না দেখিয়া চক্ষু মুদিয়া তাহা বলিয়া দিয়াছেন। কেহ বলিতেছে পিশাচসিদ্ধ, কেহ বলিতেছে তাল-বেতাল-সিদ্ধ, কেহ বলিতেছে 'হয় ত কোন দেবতা শাপভ্রষ্ট—ছলতে এসেছেন; গ্রামের কৈলাস দে বলিয়াছে যে, সে শেষরাত্রিতে তাহার গরু খুঁজিতে গিয়া দেখে এসেছে—রাত্রিতে সন্ন্যাসীর কপালের উপর আগুণ জ্বলে, চারটে হাত হয়।

তাহার উপর সন্ন্যাসী আবার হাত দেখিয়া ভবিষ্যতের শুভাশুভ বলিয়া দিতে পারেন। মেয়ে-মহলে তাহা লইয়া বড় একটা হৈ-চৈ পড়িয়া

পড়িয়া গিয়াছে। মোক্ষদার ছেলের তিনটে ফাঁড়া গিয়াছে তাহা বলিয়াছেন; বড়গিন্নি লোকের ভাল করে, লোকে তাহার মন্দ করে—এ কথাও বলিয়াছেন; রাঙ্গাদিদির তীর্থে মৃত্যু হবে, তাহাও বলিয়াছেন। গ্রামের সকল লোকেই প্রায় হাত দেখাইয়াছে: কেবল একটী মেয়ে মনের দুঃখেই মরিয়া আছে, সে আপনার ভবিষ্য-জীবনের শুভাশুভ আপনিই দেখিয়া ঠিক্ করিয়া রাখিয়াছে, কেবল সেই হাত দেখাইতে আসে নাই। পাড়ার মেয়েরা সন্ন্যাসী-ঠাকুরকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; তিনি বলিয়াছেন—সম্মুখে না আসিলে কাহারও কোন কথা বলেন না।

নিরুপমার জননীকে ঐ কথা সকলেই বলিয়াছে—"নিরুপমাকে লইয়া সন্ন্যাসীঠাকুরের কাছে একবার যাইতে পারিলে যদি তাঁর দয়া হয়, তাহলে নিরুপমার কপালের দোষ ঘুচ্‌লেও ঘুচ্‌তে পারে; ও'রা মহাপুরুষ, ও'দের কৃপায় না হয় কি?" তাই আজ কয়দিন পরে নিরুপমার জননী অনেক বলিয়া কহিয়া নিরুপমাকে সঙ্গে লইয়া সন্ন্যাসী-ঠাকুরের কাছে আসিয়াছেন। নিরুপমার অদৃষ্টে শেষ কি আছে জানিবার জন্য গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, রাস্তায় লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে। সন্ন্যাসী এখন ধ্যানমগ্ন; সেইজন্য নিরুপমা, জননী-সঙ্গে রমণীমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইয়া, মহাপুরুষের ধ্যানভঙ্গের অপেক্ষা করিতেছে। কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী একটী করতালি দিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলেন: অমনি সমস্ত দর্শকমণ্ডলী গলায় কাপড় দিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া "জিতা রহো" বলিয়া সকলের প্রতি আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিলেন।

সময় বুঝিয়া, স্ত্রীলোকেরা নিরুপমাকে লইয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর কাছে দাঁড় করাইল; বলিল—"ঠাকুর। এই দেখ—সেদিন আমরা এই মেয়েটীর কথা বলেছিলাম। এর হাত দেখে বল দেখি—শেষ-কালে এর কপালে সুখ আছে, কি দুঃখ আছে?"

সন্ন্যাসী নিরুপমার মুখপানে চাহিলেন, তাঁহার দৃষ্টি যেন নিশ্চল হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চাহিতে চাহিতে, বড় বড় দুইটী ফোটা তাঁহার গণ্ডোপরি গড়াইয়া পড়িল। তিনি অধীরভাবে মুখ ফিরাইলেন; একটী অন্য গ্রামের লোক নিকটস্থ আর একজনকে বলিল,—"সন্ন্যাসী ঠাকুরের ভাবে বোধ হচ্ছে, এ মেয়েটীর কপাল ভাল নয়।"

নিরুপমার জননী একটু কাতরভাবে বলিলেন,—"কেন ঠাকুর! মুখ ফিরুলে যে? তবে কি আমার মেয়ের অদৃষ্টে সুখ নাই?"

সন্ন্যাসী কথা কহিতে যান, অমনি যেন কণ্ঠ রোধ হইয়া যায়। দুই তিন বার চেষ্টার পর বলিলেন,—"কৈ, দেখি হাতখানা?"

নিরুপমা, সন্ন্যাসীর একটু দূরে বসিয়া, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া, হাতখানি বাড়াইয়া দিল সন্ন্যাসী হাতখানি ধরিবা-মাত্র তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চ হইল।

অকস্মাৎ দর্শকমণ্ডলী দেখিতে পাইল—আর একজন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী, 'বোম' 'বোম' শব্দ করিতে করিতে, সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াই মেঘগম্ভীরস্বরে, জিজ্ঞাসিলেন,"কেমন, তোমার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে?"

নবীন সন্ন্যাসী, নিরুপমার হাত ছাড়িয়া দিয়া ব্যস্ত ভাবেউঠিয়া দাঁড়াইলেন, আভূমি শির নত করিয়া করযোড়ে বলিলেন,—"হাঁ প্রভো! পরীক্ষা শেষ হইয়াছে।"

"কি বুঝিতে পারিয়াছ?"

"সাধ্বীর প্রেম স্বর্গের ছায়া অপেক্ষাও সুশীতল।"

"সৌন্দর্য্য কোথায়?"

"সাধ্বীর হৃদয়ে।"

"তবে আর কেন—ব্রত উদ্‌যাপিত হউক।"

"তথাস্তু।"

"আমার নিকট যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলে, তাহা কখন দিবে?"

"যখন চাহিবেন।"

"তবে আমি এখন চাই।"

এই বলিয়া, তিনি পার্শ্ববর্ত্তিনী নিরুপমার পানে চাহিয়া বলিলেন,—"দেখি! তোমার হাত?"

নিরুপমা আবার হাতখানি বাড়াইয়া দিল। তিনি নিরুপমার হাতখানি বামহস্তে ধরিয়া, দক্ষিণহস্তস্থ আপনার মস্তকস্থ জটা ধরিয়া টান দিলেন; 'খস্' করিয়া সে কৃত্রিম জটাজুট খসিয়া পড়িল, সে কৃত্রিম শ্মশ্রুরাজি দূরে গেল, সকল লোক বিস্ময়-বিহ্বল-নেত্রে চাহিয়া দেখিল—তিনি সেই মালঞ্চার "রাধাবিনোদ বাবু।" রাধাবিনোদ বাবু নিরুপমার হাত ধরিয়া নবীন সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,— "ব্যোমকেশ! তুমি আজ এই সর্ব্বজনসমক্ষে তোমার দৃষ্টিশক্তি-লাভের পুরস্কার দান কর; যে আজীবন দুঃখিনী, যে স্বামীর একবিন্দু স্নেহ-ভালবাসা না পাইয়াও সর্ব্বদা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বামীর শুভানুধ্যায়িনী, যাহার ম্লানমুখ—যাহার প্রতি অশ্রুবিন্দু প্রতিনিয়ত আমার হৃদয়ে শত শত বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছে, যাহার পবিত্র নামের উদ্দেশে আমার যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গীকৃত করিয়াছি, যাহার অসহ্য যন্ত্রণা চক্ষুর উপর দেখিতে না পারিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া মালতীপুরে গিয়াছিলাম, সেই সরলা নিরুপমাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম; আমার আর কিছু প্রার্থনা নাই, তোমার হৃদয়ে যদি কিছুমাত্র স্নেহ-ভালবাসা থাকে, তাহা এই আশ্রয়ীর হৃদয় ভরিয়া ঢালিয়া দাও।" এই বলিয়া, নিরুপমার হস্তখানি নবীন সন্ন্যাসীর হস্তে দিলেন। নবীন সন্ন্যাসীরও সে জটাজুট দূরে গেল; মুহূর্ত্ত পরে সকলে দেখিতে পাইল, সেই সরোবর-তীরে, বিল্বমূলে, হস্তের উপর হস্ত দিয়া দাঁড়াইয়া—ব্যোমকেশ ও নিরুপমা।

নিরুপমা একেবারে এত আহ্লাদ সহ্য করিতে পারিল না। সে মূর্চ্ছিতা হইয়া ব্যোমকেশের বুকের উপর পড়িয়া গেল।

উপসংহার।

এখন ব্যোমকেশ গোকুলনগরে, মাতুলদের বাটীর সম্মুখে সুন্দর অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছে। রাধামাধব বাবুর সন্তান-সন্ততি নাই; তিনি আপনার প্রায় লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি 'দানপত্র' লিখিয়া নিরুপমাকে দিয়াছেন; এবং তাঁহারই প্রযত্নে কলিকাতার একটি হৌসের মধ্যে মাসিক দেড়শত টাকা বেতনে ব্যোমকেশের একটি চাকরী হইয়াছে। নিরুপমা স্বামী-সোহাগিনী হইয়াছে, স্বামী-হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসায় অধিকার করিয়াছে; শৈশবে সে যে সকল সুখের স্বপ্ন দেখিত, এখন একটী একটী করিয়া সে সুখস্বপ্নগুলি সফল হইতেছে; এখন তাহার একটী কন্যা, দুইটী পুত্র। নিরুপমা অধিকাংশ সময় কলিকাতায় স্বামীর নিকট থাকে, মধ্যে মধ্যে গোকুলনগরের বাটীতে আসে। সান্যাল মহাশয় ও রাধাবিনোদ বাবু উভয়েই সস্ত্রীক কাশীবাস করিয়াছেন।

একদিন ব্যোমকেশ কলিকাতার বাসার শয়ন-গৃহে শয়ন করিয়া একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল, বালিকা কন্যা সুষমা তাহার মাথার কাছে বসিয়া পাকা চুল অন্বেষণ করিতেছিল; কিন্তু না পাইয়া চুলের উপর সে বড়ই রাগ করিতেছিল। ব্যোমকেশ সংবাদপত্রে 'বিবিধ সংবাদ' পড়িতে পড়িতে দেখিতে পাইল—একস্থানে লেখা রহিয়াছে—

"মদনমঞ্জরী নামে একটা বেশ্যা খুন হয়;

তাহার পূর্ব্বনিবাস মালদহ-জেলার অন্তর্গত মালতীপুর গ্রামে ছিল। সে প্রথম যে লোকটার সহিত কলিকাতায় আইসে, সেই নাকি তাহার প্রেমে নিরাশ হইয়া এই হত্যাকাণ্ড করে; গত কল্য হাইকোর্টের বিচারে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইয়াছে।"

সেই সময় নিরুপমা আপন ছোট ছেলেটীকে কোলে লইয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ-মাত্র, ব্যোমকেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া সংবাদপত্রের সেই স্থানটা নিরুপমার চক্ষুর উপর ধরিল। নিরুপমা, পাঠ করিয়া একটু হাসিয়া, ব্যোমকেশের হস্ত হইতে সেই কাগজখানি কাড়িয়া লইয়া, দাঁত দিয়া কুটিকুটি করিয়া ফেলিল।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সমাপ্ত।

নৈদাঘ-নিশীথ-স্বপ্ন।*

বিনোদ।—মানদে! দাঁড়াও, শুন, রহ একতিল;
প্রেয়সি! জীবন মম! মানদা সুন্দরি!

মানদা।—চমৎকার!

প্রমদা।—প্রাণ! হেন ব্যঙ্গ করিও না আর!

বিপিন।—বিনয় বিফল হলে, শিখাইব বলে।

বিনোদ।—বলে? তুই শিখাইবি বলে? প্রমদার
বিনয়ের সমতুল পরাক্রম তোর?
মানদে! তোমার প্রেম আমার জীবন
কৃত্রিম আমার প্রেম বলিবে যে জন,
তার রক্তে মম বাক্য করিব প্রমাণ।

বিপিন।—
আমার প্রেমের কাছে তুচ্ছ সেই প্রেম।
(মানদাকে চাহিয়া।)

বিনোদ।—
মিথ্যাবাদি! দেখা অস্ত্রে প্রেমের প্রমাণ।

বিপিন।—দেখাইব আয়।

প্রমদা।—হায়! একি সর্ব্বনাশ!
(বিনোদের করধারণ।)

বিনোদ।—দূর হ'রে কালামুখি!

বিপিন।—নানা,—বিধুমুখি!
কেন কষ্ট পাও তুমি, ছাড় না উহারে?
হেন কাপুরুষ কভু, পারে কি এ রণে?
বীরত্ব মুখেই শুধু!

বিনোদ।—দূর হ' সরে যা, ছাড়, ছেড়েদে আমায়;
পিশাচি! ছাড়িব তোরে ভুজঙ্গেরমত!

প্রমদা।—কেন এ নিষ্ঠুর ভাব? কেন রূপান্তর,
বল প্রিয়তম?

বিনোদ।—তোর প্রিয়তম! তুই কাল কুরূপিণী,
ঘৃণিত ঔষধি, বিষ; দূর হ' ডাকিনী

প্রমদা।—ছাড় এই ব্যঙ্গ আর!

মানদা।—ব্যঙ্গ তোমারি সকল।

বিনোদ।—বিপিন, রাখিব পণ তোমার সহিত।

বিপিন।—কি দৃঢ় বন্ধন তব! ইচ্ছা করে মম,
হইতে ঐরূপ বন্দি, দেখাতে বিক্রম।

বিনোদ।—
তোর ইচ্ছা মারি আমি, অবলা রমণী;
যদিও তাহারে সত্য ঘৃণা করি আমি,
কিন্তু কোন কষ্ট দিতে পারিব না তারে।

প্রমদা।—ঘৃণার অধিক কষ্ট কি আছে জগতে?
ঘৃণিছ আমায় নাথ! কোন অপরাধে?

* সেক্সপীয়রের 'মিড সমার নাইট ড্রিমের' (A Midsummer Night's Dream) কাব্যানুবাদ—পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর।

আমি কি প্রমদা নহি? তুমি সে বিনোদ?
যেমন ছিলাম আমি, আছি ত তেমন!
এ নিশীথে কত ভাল বাসিলে আমায়;
এই নিশীথেই হায়! ছাড়িলে আমায়?
কেন? ক্ষম দেবগণ!

বিনোদ।—সত্য কথা বলি,
তোমায় দেখিতে আর নাহি মম সাধ।
ছাড় আশা, ত্যজ ভ্রম, ফিরে যাও ঘরে।
নিশ্চয় জানিও, তুমি ঘৃণিত আমার;
মানদা সুন্দরী মম প্রাণ-প্রণয়িনী।

প্রমদা।—ধিক কুহকিনী! ধিক নারী-কলঙ্কিনী!
ধিক তস্করিণী! তুই অসিলি নিশীথে,
হরিতে সর্ব্বস্ব মম প্রাণেশ-হৃদয়।

মানদা।—ভাল কথা! খেয়েছ কি শীলতা নারীর?
খেয়েছ লাজের মাথা? খাইতে কি চাহ—
আমার লাজের মাথা? নীচ-সম্ভাষণে
সম্ভাষিতে তোরে—রসনা বেদনা পায়!
দূর হ'রে পোড়ামুখি! নীচতার ছবি।

প্রমদা।—নীচতার ছবি? ওহো, বুঝিয়াছি আমি,
দু'জনের দেহ-ছায়া করেছ তুলনা!
খর্ব্ব আমি, দীর্ঘাঙ্গিনী তুমি—বুঝিয়াছি,
দোলায়ে দীর্ঘাঙ্গ তার হরিয়াছ মন।
খর্ব্ব আমি! সুসজ্জিত তালতন্বী তুমি!
তালগাছ! হও দীর্ঘ, নয়ন তোমার—
ছুঁইতে পারিবে তবু নখর আমার।

মানদা।—দেখ, আমি তোমাদের পায়ে পড়ি। তোমাদের রঙ্গকর্‌তে ইচ্ছা হয়, কর; কিন্তু ইহাকে আমায় আক্রমণ করতে দিও না। গালাগালিতে আমার বিদ্যা অল্প; আর আমি যথার্থ অবলা। সে যেন আমাকে মারে না। তোমরা মনে কর্‌তে পার যে, সে কিছু বেঁটে, সে আমার সঙ্গে জোরে পার্‌বে না।

প্রমদা।—বেঁটে! আবার শোন।

মানদা—প্রমদা, দেখ বোন, আমাকে এরূপ গালাগালি দিও না। আমি তোমাকে চিরকাল ভাল বেসেছি, কখনও তোমার কোন মন্দ করি নাই, কখনও তোমার কোন কথা কাহাকে বলি নাই। কেবল বিপিনকে ভালবাসি বলে, তোমাদের এই বনে পালিয়ে আস্‌বার কথাটী তাকে মাত্র বলেছিলাম। সে তোমাদের পশ্চাৎ এসেছে; আর তার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তার পশ্চাৎ এসেছি। এসে, তার প্রতিফল পেয়েছি, মুখ খেয়েছি, মার খেয়েছি, শেষে পদাঘাত পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। তা বোন, আমার মূর্খতা আমি মাথায় ক'রে নগরে চল্‌লাম। তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমরা আর আমার পশ্চাৎ আসিও না। দেখ, আমি কেমন সরল, প্রণয়ে বিহ্বল, আমাকে আর জ্বালা দিও না।

প্রমদা।—যেতে হয় যাও তুমি, কে রাখে ধরিয়া?

মানদা।—অবোধ হৃদয়, যাহা যেতেছি রাখিয়া!

প্রমদা।—বিনোদের কাছে?

মানদা।—না না, বিপিনের পায়ে।

বিনোদ।—মানদে! তুমি প্রমদার ভয় করিও না; তোমার কেশাগ্রও ছুঁতে পার্‌বে না।

বিপিন।—তুমি তাহার সারথি হইলেও কোন ভয় নাই।

মানদা।—মা গো, প্রমদা যখন রাগে, তখন যেন বুনো-বিড়াল। সে যখন পাঠশালায় পড়্‌তো, তখনও একটী ক্ষুদ্র খেঁকশেয়ালি ছিল। এখনও যদি ক্ষুদ্র, তবু ওতে বিষ কত!

প্রমদা।—আবার ক্ষুদ্র! কেবল ক্ষুদ্র, আর খর্ব্ব! এ ভিন্ন আর কথা নাই! তোমরা কি তাকে এরূপ ক'রে আমার নিন্দে করতে দেবে? সর, আমাকে একবার ওর কাছে যেতে দেও, আমি তাল-গাছটা একবার মেপে নিই।

বিনোদ।—তুই এক পা এগোবি, আমি

অমনি তোকে পোকাটির মত ডলে মারবো।

বিপিন।—দেখ, যে তোরে ভালবাসে না, তার খোসামুদি করে কি ফল? আর "মানদা,মানদা" করিস্ না। আবার মানদার নাম মুখে আনবি, তবে তার প্রতিফল পাবি।

বিনোদ।—কি তোর হাতে প্রতিফল? চল, মানদাতে কার্ অধিকার বেশী—অস্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করি!

বিপিন।—চল মাখনলাল! কীচক-বধ দেখ্‌বে।

(বিপিন এবং বিনোদের প্রস্থান।)

প্রমদা।—সর্ব্বনাশি! তোরই জন্যে এই আগুন জল্‌ল। পালা-লে।

মানদা।—তোর কাছে আমি আর থাকব না। তোর হাত দু'খানি বিজলি-বেগে চলে; আমি তোর কাছে পারব না। আমি চল্‌লাম।

(প্রস্থান।)

প্রমদা।—আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি—এ কি হলো!

(প্রস্থান।)

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

।-কথা।

কেউ কারো নয়।

আমি কেন কাঁদি? কাহার জন্য কাঁদি? এ সংসারে কে আমার? কেন ভাবি—আমার আমার? আমার ত কাহাকেও দেখি না! আমার জন্য যাহার প্রাণ কাঁদে—এমন ত কাহাকে দেখি না! আমি প্রাণ-বিনিময়ে কাহাকে ত পাই নাই! তবে কেন কাঁদি? কাহার জন্য শোক করি? প্রাণ দিলেও যখন কাহাকে পাওয়া যায় না, তখন 'আমার আমার' করিয়া কেন মরি? আমার মত ভ্রান্ত বা উন্মাদ-গ্রস্ত ত আর কাহাকে দেখি না। সবই জানিতেছি—সবই বুঝিতেছি, তথাপি ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি না কেন? এ জগতে আমার কেহ নাই—ইহা ভাবিতে প্রাণ ফাটিয়া যায় কেন? ভালবাসার সামগ্রী কাছে না থাকিলে বা কাছে না আসিলে—প্রাণের ভিতর রাবণের চিতা জলে কেন? এ চঞ্চলতা কেন? সংসারের ভালবাসা সমস্তই স্বার্থের অভিনয় মাত্র জানিয়াও, আমার প্রাণ দিতে চাহি না কেন? পরের প্রাণের জন্য আমার প্রাণ পাগল হয় কেন? যাহাকে ভালবাসি, তাহার প্রাণে আমার প্রাণ নিত্যযুক্ত হউক—এ ইচ্ছা বলবতী হয় কেন? প্রাণের হাটে প্রাণ কিনিতে গেলে অর্থ চাই জানিয়াও, নির্ধনের প্রাণ কিনিতে বাসনা কেন? এ মোহ কেন? এ বিড়ম্বনা কেন? যদি প্রাণ কিনিতে ইচ্ছা হয়, ত অগ্রে লক্ষ্মীর আরাধনা করিতে হইবে—লক্ষ্মী প্রসন্না না হইলে প্রাণ পাইব না জানিয়াও, লক্ষ্মীর আরাধনা না করিয়া, প্রাণের অনুসরণ করি কেন? আমি যাহাদিগকে ভালবাসি, যাহাদের প্রাণ-মন্দিরে আত্মপ্রাণ বলি দিয়াছি—আমি তাহাদিগের অনুসরণ করিতে যাই, আর তাহারা আমায় দেখিয়া ঘৃণায় নাসিকা আকুঞ্চন করিয়া পলায়ন করে। কারণ, তাহারা প্রাণ বলি চায় না—লক্ষ্মীর প্রসাদ চায়। আমি লক্ষ্মীর পূজা করি নাই—সুতরাং তাঁহার প্রসাদ কোথায় পাইব? সকল দেবতা ফেলিয়া অগ্রে তাহাদের পূজা করিয়াছি—একমাত্র পূজোপকরণ আত্ম-প্রাণ তাহাদের নিকট বলি দিয়াছি—সুতরাং অন্য দেবতার পূজা করিব কি দিয়া? এ কথা বলি-

লেও—এ কথায় বিশ্বাস হইলেও, তাহারা আমার দিকে কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করে না; আমাকে পদানত দাস বলিয়া ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে। বেশ্যালয়ে বেশ্যাচরণে উৎসর্গী-কৃত ধন-মান-প্রাণ বিল্বমঙ্গলের একদিন যে দশা ঘটিয়াছিল, এ সংসারে প্রেমিকের দশা প্রতি নিয়তই সেই-রূপ ঘটিতেছে। যে ভালবাসে, তাহাকে অতি অল্পলোকেই ভালবাসে। যে অগ্রেই ভালবাসার সামগ্রীর নিকট আত্মপ্রাণ বলি দেয়, তাহার আর গৌরব থাকে না। সে তখন দরিদ্রের ন্যায় ঘৃণার পাত্র—কারণ, তখন তাহার আর দিবার কিছুই থাকে না। এ সংসার নিরন্তর আশাচক্রে ঘুরিতেছে। যতক্ষণ আশা, ততক্ষণ সংসার পশ্চাদনুসরণ করিয়া থাকে; আশা নাই দেখিলেই—অমনি ফিরিয়া দাঁড়ায়।

এইজন্য দাতা অপেক্ষা কৃপণের আদর বড়। দাতা সমস্ত দান করিয়া ফেলিলে, তাঁহার নিকট আর ভিক্ষুক যায় না। পূর্ব্ব-দানের স্মৃতি শীঘ্রই বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন তাঁহাকে চোষিত ইক্ষুদণ্ডখণ্ডের ন্যায় মনে করিয়া, রস-লোলুপ-ব্যক্তিগণ পদদলিত করিতেও ঘৃণাবোধ করে! অপহৃত-মধু মধুচক্রের আদর কোন্ মধুকর করিয়া থাকে? কিন্তু বদ্ধমুখ মধুপূর্ণ মধু-কলসের চতুর্দ্দিকে ভ্রমরগণ উন্মত্ত হইয়া নিরন্তর পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। কিছু পাইতেছে না, পাইবার আশা নাই—অথচ সমস্ত দিন তাহারা সেই মধুপূর্ণ কুম্ভের চতুর্দ্দিকে গুন্‌গুন্-রবে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিবে। ধনর্থিগণ কৃপণের স্তুতিবাদ করিয়া সমস্ত দিন কাটাইয়া সায়াহ্নে ভগ্নাশ হইয়া প্রতিদিন গৃহে ফিরিবে, তথাপি ভক্তচূড়ামণি বিদুরের আলয়ে গিয়া তণ্ডুলকণা ভিক্ষা করিবে না। শিব-কৃষ্ণ না হইলে, দুর্য্যোধনের অনুপম আতিথ্য পরিত্যাগ করিয়া বিদুরের গৃহে আর কে খুদ খাইবে? সংসারাতীত না হইলে প্রাণের মূল্য আর কে বুঝিবে? সংসারী প্রাণ চায় না, ধন চাহে। সুতরাং আমি সংসারীর নিকট প্রাণের বিনিময়ে ঘৃণা, উপেক্ষা ও অনাদর ভিন্ন আর কিছুই আশা করিতে পারি না। ইউরোপীয় সভ্যতায় দীক্ষিত ব্যক্তি প্রাণ-বলি চাহে না,—ধন চাহে, অন্নবস্ত্র চাহে, বিলাসিতা চাহে। যে তাহার সেই সেই অভাব মোচন করিতে পারিবে, সে তাহার নিকট প্রাণ বাঁধা রাখিতে প্রস্তুত আছে। সে প্রাণ চাহে না, প্রেম চাহে না; চাহে—ধন ও ধনলভ্য অন্নবস্ত্র ও বিলাস-সামগ্রী। যদি সেই ধন উপার্জ্জন করিতে পার, ত সকলই তোমার। নতুবা সংসারে 'কেউ কারো নয়'। ধনহীন পুত্র—পিতামাতার নিকটেও অনাদৃত। ধনহীন স্বামী—রমণীর চক্ষুঃশূল। ধনহীন পিতামাতা—সন্তানের ঘৃণার পাত্র। প্রভু ধনহীন হইলে, দাসদাসী তাহাকে পরিহার করে—আত্মীয়স্বজন ক্রমে ক্রমে সকলেই তাহাকে ফেলিয়া পালায়। তাই বলিয়াছিলাম —সংসারে কেহ কাহারও নহে। এখন, ধনই জগতের একমাত্র নিয়ন্তা।

যদি তুমি সংসারে ভালবাসা চাও—খ্যাতি-প্রতিপত্তি চাও—তবে ঐকান্তিক-মনে কমলার উপাসনা কর। এখন সকল দেবতা কমলা দেবীকে সিংহাসন দিয়া, সরিয়া পড়িয়াছেন আমাদের সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া—সেই রাজ-রাজেশ্বরী বিশ্বমনোমোহিনীর চরণতলে সিংহাসনে আসীন হইয়া, ধরাধামের শাসন ও পালন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। কমলার মহিমা প্রচার করাই তাঁহার ও তদধীন কর্ম্মচারিগণের একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং মন! তুমি যদি এ রাজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চাও, ত 'যেন তেন প্রকারেণ' কমলার পূজা কর। কমলা প্রসন্না হইলে সকলেই তোমার আপনার হইবে—গৃহে ভালবাসা ও বাহিরে সম্মান পাইবে। আর যদি

তাহা না করিতে চাও, সংসার হইতে সরিয়া পড়—কারণ, এখানে ধন বিনা কেহ কাহারও নহে। নির্ধনের একমাত্র সখা—নিত্যনিরঞ্জন! যদি ধনোপার্জ্জনে স্পৃহা না থাকে, তবে সময় থাকিতে সেই নিত্যনিরঞ্জনের শরণাপন্ন হও—ত্রিতাপ হইতে মুক্ত হইবে, এবং এক ফলের পরিবর্ত্তে চতুর্ব্বর্গ ফল করতলে পাইবে। তোমার একমাত্র সম্বল প্রাণের বিনিময়ে তুমি মানব-দুর্লভ মুক্তিফল লাভ করিবে। ধর্ম্মার্থকামের বাসনা মিটাইয়া অন্তিমে বিদেহ-মুক্তি পাইবে। নিত্যনিরঞ্জনে বিলীন হইয়া সর্ব্বদুঃখের নিদান পুনঃপুনঃ আবর্ত্তনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। মন! এমন সুগম পথ থাকিতে তুমি কেন সংসারের স্বার্থ দূষিত হাটে প্রাণের ব্যাপার করিতে যাও? ফের—আর বিলম্ব করিও না—চল, নিত্যনিরঞ্জনের চরণে প্রাণ বলি দিয়া এ সাধের মানব-জন্ম সফল করি—আর যাহাতে এ ভবে না ফিরিতে হয়, তাহার উপায় করি। এস—আর বিলম্ব করিও না—বেলা গেল—জীবন-রবি অস্তমিতপ্রায়—এস, আর সংসারের হাটে ব্যাপারে কাজ নাই!

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

উপায়ন।

(কোন প্রিয়বন্ধুর নব-পরিণয়-উপলক্ষে লিখিত।)

(১)

বসন্তে বাসন্তী হাসে,
দিগবধূ আনন্দে ভাসে,
মঞ্জুল বঞ্জুল 'পরি নব কিশলয়;'
কোকিলের কুহরণে,
কুসুমিত উপবনে,
গানে আর পরিমলে ভাসিছে মলয়!

(২)

মনোমদ শশধরে,
কি মোহ কি সুধা ক্ষরে,
প্রেমিক চকোর উর্দ্ধে উড়িয়া বেড়ায়!
অনুরাগে প্রাণলীন,
বসন্ত-সোহাগের দিন,
হৃদয় মনের-মত হৃদয়েরে চায়।

(৩)

প্রণয়-প্রতিভা-মালা,
কোমল নলিনীবালা,
চতুর্দ্দশ বরষের মাধুর্য্যের রাণী!
উঘাটি সৌন্দর্য্য-স্তর,
লাবণ্যের মণিখর,
সরমে সখীরে কয় মরমের বাণী।

(৪)

দুটী অনুরাগময়,
পরাণের পরিণয়,
প্রণয়ের অপার্থিব স্বর্গীয় মিলন।
পরশের সৌদামিনী,
চাহনির বিকীকিনী,
চির-মন্দারের গন্ধ করুক বর্ষণ।

(৫)

প্রণয়ের মোহ ল'য়ে,
থাক সখা মত্ত হয়ে,
নলিনী তোমার হোক সাবিত্রীর ছবি।
উজল রসের গান,
গাও সখা খুলে প্রাণ,
আশীর্ব্বাদ করে আজ তব-প্রাণ কবি।

(৬)

বাসরের কুসুমিত,
সুখস্বপ্নে বিভাসিত,
পরিণয়ের আখ্যায়িকা থাকুক নূতন!
প্রেমের প্রথম দান—
কপোলের মধুপান,
করুক প্রাণের মাঝে স্বর্গ-বিরচন।

শ্রী[illegible] গোস্বামী।

সভামত।

কঙ্কাবতী।—উপন্যাস—শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। নায়ক-নায়িকার ভালবাসা না থাকিলে যেন উপন্যাসই হয় না—বাঙ্গালার অধিকাংশ উপন্যাস-লেখকের লেখায় এই ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং বালকবালিকার পড়িবার উপযোগী উপন্যাস বাঙ্গালায় বিরল। ইংরাজীতে যেমন 'রবিন্‌সন্ ক্রুশো', 'ডন্‌কুইক্‌ষ্টো' প্রভৃতির কাহিনী বালক-বালিকার কৌতূহল-উদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ, মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'কঙ্কাবতীকে' কতকটা সেই ছাঁচে গড়িয়াছেন। ইহাতে সরল সুন্দর ভাব আছে—অথচ ঠাকুরমা ঠাকুর-দাদার গল্প; পড়িতে কৌতুকপ্রদ, অথচ বুঝিলে বুঝিবারও জিনিস কম নহে। তবে আরও একটু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-শূন্য ও সহজবোধ্য হইলে, যেন আরও উপযোগী হইত; ভরসা করি, সংস্করণান্তরে তদ্বিষয় পরিলক্ষিত হইবে।

বুন্দেলাবালা।—উপন্যাস।—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত। এই উপন্যাসের গল্পটী কৌতূহলপ্রদ; স্থানে স্থানে বিশেষ লিপি-চাতুর্য্যও লক্ষিত হয়। তবে ভাষা ও বর্ণাশুদ্ধির প্রতি গ্রন্থকারের বিশেষ লক্ষ্য থাকা উচিত। পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার ১৩ ছত্রের মধ্যে প্রায় ১০টী বর্ণাশুদ্ধি আছে; এবং 'অন্ধময় দালান' প্রভৃতি বাক্য চালান হইয়াছে; বিরাম-ছেদের প্রতি লক্ষ্য প্রায়ই নাই। অম্বিকা বাবু 'আমাদের' একজন হিতৈষী ও লেখক; তাঁহার মত ব্যক্তির কেন এ উদাসীনভাব, বুঝিতে পারিলাম না।

ভারত-দর্পণ।—১ম খণ্ড।—শ্রীযুক্ত রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায়- সম্পাদিত। "মাননীয় ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্টের অনুমতি-অনুসারে এই গ্রন্থে বর্ণানুক্রমে ভারতবর্ষের দেশ, জনপদ, নগর, নদ, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতির প্রাচীন ও আধুনিক নাম ও তৎসমুদয়ের অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিবরণ, সার ডব্‌লিউ ডব্‌লিউ হণ্টার, থরণ্টন্, কনিংহাম ও অন্যান্য অনেক পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় গ্রন্থকারদিগের দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে।" সংক্ষেপতঃ ইহা—"Encyclopedia of India in Bengali"—বাঙ্গালাভাষায় ভারতবর্ষের 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া'। সুতরাং, সম্পূর্ণ হইলে, এ গ্রন্থের উপযোগিতার বিষয় আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। রাধিকারমণ বাবু উদ্যমশীল ও সদন্তঃকরণ-সম্পন্ন ব্যক্তি; তাঁহার হস্তে এরূপ গুরুতর কার্য্যের সম্পূর্ণ সফলতার আশা করা যায়। এক্ষেত্রে, তাঁহার এ শুভ অনুষ্ঠানে, সকলেরই সহায়তা করা কর্ত্তব্য।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আলোচনা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা।—বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলন জন্য যে চেষ্টা হইতেছে, বাঙ্গালী মাত্রেরই তাহাতে সহানুভূতি থাকা কর্ত্তব্য—সাহিত্য-সেবী আমাদের তো আছেই। 'বাঙ্গালার তেমন চিন্তাশীল পুস্তক নাই' বলিয়া যাঁহারা আপত্তি করেন, তাঁহাদের চক্ষুর উপর সেরূপ পুস্তক এখন

অনায়াসে ধরিয়া দেওয়া যাইতে পারে—বাঙ্গালা ভাষা ক্রমশঃ এতই উন্নতি-পদারূঢ়া। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের "নিভৃত-চিন্তা"—ভাষায় বলুন, ভাবে বলুন—সর্ব্ব-বিষয়েই প্রবেশিকার উপর-স্তরে নির্দ্দিষ্ট হইবার যোগ্য। কবিতা-বিষয়ে মাইকেলের 'মেঘনাদবধ', হেম বাবুর 'বৃত্রসংহার' প্রভৃতি অতুলনীয়। এতদ্ভিন্ন, বঙ্কিম বাবু, রজনী বাবু, শিবনাথ বাবু, বীরেশ্বর বাবু প্রভৃতির বিবিধ-বিষয়ক রচনা হইতে ও প্রাচীন কবিতা প্রভৃতি হইতেও ওরূপ গ্রন্থ বহুল সঙ্কলিত হইতে পারে। সুতরাং বিরুদ্ধবাদীর সে যুক্তি ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। তবে একটা যুক্তি অনেকটা সমীচিন—বাঙ্গালা ভাষা যখন সংস্কৃত ভাষার ভিত্তির উপর স্থাপিত, তখন সে মূলচ্ছেদের চেষ্টা করিয়া উপরে বার যত্ন করা ঠিক নহে। এজন্য কেহ কেহ বলেন,—"বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা ভাষার পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারিত হউক—অথবা উক্ত পরীক্ষায় অন্ততঃ একবেলা সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক হইতে প্রশ্ন হউক, আর একবেলা বাঙ্গালা রচনা ও অনুবাদের নিয়ম হউক; এবং বি-এ পরীক্ষায় পাশকোসে সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা ভাষার পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারিত হউক ও অনার কোসে সংস্কৃত ও বাঙ্গালার সহিত বাঙ্গালা রচনার নিয়ম হউক।" এ প্রস্তাব অসঙ্গত নহে। মূল সংস্কৃত একেবারে উঠাইয়া দিলে, ভিত্তি শিথিল হওয়ার সম্ভাবনা; সংস্কৃতের উপর যখন বাঙ্গালা সংগঠিত, তখন এরূপ একটা বন্দোবস্ত করাই কর্ত্তব্য। তবে যাঁহারা গণিত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি সকল বিষয়েই বাঙ্গালা ভাষা চালাইবার প্রস্তাব করেন ও কেবল সাহিত্য-হিসাবে ইংরাজীকে স্থান দিতে চাহেন, তাঁহাদের অন্তর ও অভিপ্রায় উচ্চ হইলেও, তাহার সময় এখনও বহুদূরে। রাজার প্রাধান্যে ভাষার প্রধান্য; মুসলমানরাজা উর্দ্দুর পক্ষপাতী ছিলেন, হিন্দু-রাজা সংস্কৃতের সমাদর করিতেন; সুতরাং ইংরাজীকে অবনমিত রাখিয়া, সে প্রাধান্য যে বাঙ্গালার উপর প্রদত্ত হইবে—এ আশা বৃথা। বিশেষ, দেশকাল-পাত্রক্রমে যখন ইংরাজী না শিখিলে চলে না, ব্যবসা-বাণিজ্য কথাবার্ত্তা সর্ব্বত্রই যখন ইংরাজীর আবশ্যক, তখন ইংরাজীকে স্থানভ্রষ্ট করিলে মন্দ ফলেরই সম্ভাবনা। কালের প্রভাব সহিতেই হইবে—বৃথা আকাশ-কুসুম ধরিতে গিয়া, শেষে এ পূজার কুসুমকেও হারাইতে না হয়—সর্ব্বদা ইহাই স্মরণ রাখা উচিত।

বাঙ্গালীর অভাব ও অবস্থা।—লেখক, তার্কিক, পণ্ডিত বা ধার্ম্মিক—ইঁহাদের মত ভিন্ন হইতে পারে; গভীর গবেষণা গুণে, বাঙ্গালী জাতির অভাব ও অবস্থার সুন্দর সুন্দর নানা তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়াও অসম্ভব নহে; কিন্তু, ক্ষুদ্রমস্তিষ্কসম্পন্ন আমাদিগকে যদি এ প্রশ্ন কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমরা তন্মুহূর্ত্তেই এক কথায় তাহার উত্তর দিতে পারি—বাঙ্গালীর আর কিছুরই অভাব নাই—যা' কিছু অভাব অন্নবস্ত্রের। এ উত্তর দিবার জন্য আমাদিগকে মস্তিষ্ক ঘামাইতেও হয় না, চিন্তা করিতেও হয় না; নিত্যপ্রত্যক্ষ যে ঘটনা, সহস্র সহস্র দিন ধরিয়া চিন্তা করিলেও, তুমি আর তার নূতন কি বলিবে ভাই? উদরে অন্ন নাই—পেটে-পিঠে এক হইতেছে; আমি আর বীরত্বের ছটা দেখাইব কোথা হইতে? গৃহে আমার পুত্র-পরিবার—অনশনে অস্থির প্রাণ; আমি স্বদেশ-উদ্ধারে যোগ দিই কোন্ প্রাণে? অভাবে-অনাটনে রাজ-ধর্ম্মে সমাজপীড়নে আমার গৃহধর্ম্ম অরক্ষিত; আমি আর ধার্ম্মিক হইব কোথা হইতে? সুতরাং অগ্রে আহার-আচ্ছাদন, পরে অন্য যা'-কিছু বল। পেট না পূরিত থাকিলে কিছুই কিছু

নয়। অভাবের সার অভাব—অন্ন-বস্ত্রের। বাঙ্গালীর সেই অভাবেই—আর সব অভাব। সুতরাং অভাব ও অবস্থার কথা পাড়িলে,আগেই নিজের উদরের দিকে নজর পড়ে। দেখ—আগে সেই অভাব কিসে যায়? দেশোদ্ধারের চেষ্টা, বৈদেশিক বাণিজ্যের চেষ্টা, সাহিত্যোন্নতির চেষ্টা—সব চেষ্টা হইবে ভাই, আগে এই চেষ্টা কর। ভাব—কি হইলে বা কি করিলে, নিজ প্রাণ-পরিজন রক্ষিত হইতে পারে?

যুদ্ধ-বিগ্রহ।

চীন-জাপানীয় যুদ্ধ।—গত ১২ই ডিসেম্বর 'আন্টং' নামক স্থানে জাপানীগণ চীনদিগকে আক্রমণ করে। তৎপর দিন উভয়ে ঘোরতর সংগ্রাম বাধে। সে যুদ্ধে চীনগণ জয়লাভ করে এবং জাপানীরা পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। তৎপরে, ১৪ই ডিসেম্বর, জাপানীরা 'ফুং চঙ্' আক্রমণ করে; প্রায় ৪ সহস্র চীন-সেনা সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল; কিন্তু যুদ্ধে চীনেরাই পরাজিত হয়। যুদ্ধে চীনদিগের ৪টী কামান জাপানীদের হস্তগত হইয়াছে; এবং জাপানীদিগের প্রায় ৫০ জন সৈন্য হত ও আহত হইয়াছে। ১৫ই তারিখের সংবাদ, জাপানীরা ক্ষতিপুরণ-স্বরূপ ৫ কোটী ডোলার (প্রায় ১০ কোটী টাকা) পাইলে এখনও যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে। পিকিন-রক্ষার জন্য চীন-গভর্ণমেণ্ট আর বিদেশীয় সৈন্যের উপর ভার দিবেন না,স্থির করিয়াছেন; এখন হইতে গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং পিকিন-রক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন এবং তজ্জন্য দায়ী থাকিবেন। ১৮ই তারিখের সংবাদ, একদল জাপানীসেনা পূর্ব্বদিক হইতে 'নিউচাং' সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছে এবং আর একদল দক্ষিণদিক হইতে অগ্রসর হইতেছে; ক্রমেই উহারা দলপুষ্টি করিতেছে। চীন-জাপানের যুদ্ধ-মীমাংসায়, মধ্যস্থকারিগণ পিকিনে বিদেশিক জাহাজ প্রবেশের ক্ষমতা প্রার্থনা করেন; কিন্তু চীন-যুবরাজ 'কং' তাহা অস্বীকার করিয়াছেন। ইহার পরে আরও দুইটী স্থান জাপানীদের অধিকারে আসার সংবাদ আসিয়াছে।

ফরাসী-মাদাগাস্কারের যুদ্ধ।—বিলাতের 'টাইমস'-পত্রে পারিসের সংবাদদাতা 'টেলিগ্রাফ' করিয়াছেন, মাদাগাস্কারের রাণী 'রাণাভালোনা' ফরাসীদিগের সকলরূপ সর্ত্তে সম্মত হইয়া সন্ধি-স্থাপনায় স্বীকৃত হইয়াছেন সংবাদদাতার আশঙ্কা, সন্ধি স্থির হওয়া পর্য্যন্ত, বোধ হয় 'আণ্টানানারিভোয়' ফরাসী-সেনার আধিপত্য-রক্ষার চেষ্টা হইবে। কল্যকার 'টেলিগ্রাফ' আবার—ঠিক বিপরীত; রাণী সর্ত্তে সম্মত হন নাই,এবং দেশবাসিগণ তাঁহার উৎসাহে পূর্ব্ববৎ সৈন্যদলের পুষ্টিসাধন করিতেছে।

ওয়াজিরি-ইংরাজে যুদ্ধ।—ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে 'মহুদ' প্রদেশে 'ওয়াজিরি' নামক পার্ব্বত্য-জাতির বাস। 'মোল্লা পাওইণ্ডা' ঐ দুর্দ্দান্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিনায়ক। অনেক দিন হইতে ঐ জাতি ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে নানারূপ অত্যাচার করিতেছিল, এবং মধ্যে মধ্যে দস্যুরূপে ইংরাজদিগের অনেক 'ছাউনী' লুট করিত। এ বিষয় উহাদিগকে জানাইয়া সাবধান হইতে বলা হয়; এবং তাহা না হইলে তাহাদিগকে দমন করা হইবে—এরূপ আভাস দেওয়া হয়। পার্ব্বত্য-জাতি কিন্তু ইহাতেও সঙ্কুচিত বা ভীত হয় নাই; বরং তাহাদের দলপতি, ইংরাজপক্ষের সেনাপতি স্যর উইলিয়াম্ লোকার্টকে স্বহস্তে এক পত্র লিখিয়াছে যে, 'ইংরাজ আগে যেন সংবাদ দেন, তাহারা যুদ্ধের

জন্য প্রস্তুত থাকিবে।' এরূপ উত্তরে, বড়লাট বাহাদুর অগত্যা সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছেন। এরূপ অত্যাচার—এরূপ দস্যু দমন জন্য, চারিদিক হইতে সৈন্যদল প্রেরিত হইতেছে। দুই এক স্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধও হইয়া গিয়াছে। দস্যুদলের ন্যায়, মধ্যে মধ্যে দুই এক স্থলের টেলিগ্রাফের তার তাহারা কাটিয়া দিতেছে, এবং অলক্ষিতে লুটপাট করিতেছে; সম্মুখে অতি অল্পই অগ্রসর।

তুরস্কের উপদ্রব।—আর্ম্মেনিয়া উপকূলে ইংরাজদিগের প্রতি তুরস্ক-সেনার দুর্ব্বহার হয়। এজন্য, তুরস্ক-সম্রাটের অভিমত মত গ্রেট ব্রিটেন, রুসিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যস্থতায় দোষাদোষ বিচার হইবে। আপোষের সম্ভাবনা।

শোক-তাপ।

সুহৃদ্-বিয়োগ।—গত পূর্ব্ব-শুক্রবার রাত্রিতে পরম-সুহৃদ (লাহিড়ী এণ্ড কোং হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়ের স্বত্বাধিকারী) ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার এই অকাল-মৃত্যুতে—কেবল আমরা নহি—দেশও একটী রত্ন-হারা হইল। তাঁহার বয়স মাত্র ৩৬ হইয়াছিল। নিজের সামান্য অবস্থা হইতে, ধীরে ধীরে, তিনি উন্নত-পদে আরোহণ করিতেছিলেন; ইতিমধ্যেই কঠোর কাল তাঁহাকে গ্রাস করিল। দেশের সকল সদনুষ্ঠানে, তিনি একজন অকপট অনুরাগী ছিলেন। হোমিওপ্যাথি—তাঁহারই চেষ্টায় এদেশে এতটা বিস্তৃত; কংগ্রেসে তাঁহার সমূহ সহানুভূতি; বাঙ্গালা ভাষা তাঁহার নিকট মাতৃরূপে পূজিত। তাঁহার এই অকাল-বিয়োগে অনেক আশা-ভরসার লোপ পাইতে চলিল।

অন্যতর।—ঐ দিনই, একই শ্মশানে, বঙ্গমাতার আর একটী সুসন্তান, বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল। ইনি অতি অমায়িক উচ্চঅন্তঃকরণের লোক ছিলেন। 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী' স্কুলের সেক্রেটারী, 'বেঙ্গলী'-পত্রের সম্পাদক, ঠাকুর-ষ্টেটের ম্যানেজার বলিয়া এবং বিবিধ সদনুষ্ঠানে ইনি খ্যাতাপন্ন। বয়স ৫৬ বৎসর হইয়াছিল।

বিবিধ।

কাপড়ের উপর কর-ধার্য্য।—বিলাতী কাপড়ের দর বাড়িতে চলিল। এত দিন ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিকদের নিকট হইতে কাপড়ের উপর কর লওয়া হইত না। 'অন্যান্য সব জিনিসের উপরই আমদানী-কর লওয়া হয়, উহার উপর না হয় কেন?'—কাহারও কাহারও এরূপ মর্ম্মবেদনা দেখিয়া,গবর্ণমেণ্ট তাহাও আর ছাড়িলেন না; আগামী জানুয়ারী মাস হইতে ঐ শুল্ক গৃহীত হইবে। বোম্বের কলওয়ালারাও তাহা হইতে অব্যাহতি পাইলেন না; তাঁহাদিগকেও ঐ হিসাবে কর দিতে হইবে। ফলতঃ, যে দিক হইতেই হউক, আমাদের উপর আর একটা নূতন কর বাড়িল।

সদ্ভাব স্থাপন।—রুসিয়ার নবসম্রাট এক্ষণে ব্রিটিশ-সম্রাজ্যের সহিত বিবিধপ্রকারে সদ্ভাবস্থাপনার জন্য চেষ্টা পাইতেছেন। জানি না, অন্তরের কি অভিসন্ধি।

গ্রাহকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"অনুসন্ধানের" অনেক গ্রাহক আজি পর্য্যন্তও "অনুসন্ধানের" মূল্যের টাকা পাঠান নাই। পত্রিকার উন্নতি ও স্থায়িত্ব যে গ্রাহক মহাশয়দিগের উপরই নির্ভর করে, এ কথা তাঁহারা অবশ্যই জানেন। তথাপি যে কেন এরূপ ঘটে—কেন যে তাঁহাদের এ শৈথিল্য; তাহা ভগবানই জানেন। যাহাহউক, এই বিজ্ঞাপন দ্বারা তাঁহাদিগকে স্মরণ করান যাইতেছে যে, তাঁহারা স্ব স্ব দেয় মূল্য সত্বর পাঠাইয়া দিয়া বাধিত ও অনুগৃহীত করিবেন, অকারণ আর আমরা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হই। গ্রাহকগণ সকলেই ভদ্রলোক; আর,সেই বিশ্বাসেই, অগ্রিম টাকা না পাই-য়াও, পত্রিকা যোগাইয়া থাকি; ভরসা করি, সামান্যের জন্য কেহই সে বিশ্বাসের ব্যতিক্রম ঘটাইবেন না—এই বিজ্ঞাপনটী দেখিয়াই সকলে স্বস্ব দেয় মূল্য পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

'অনুসন্ধান' কার্য্যালয় ১৮৯নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনদাতা

কয়েকজনের নিকট আমাদের ঐরূপ টাকা পাওনা আছে, এবং সে সম্বন্ধে তাঁহাদিগের দুরভিসন্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তাঁহাদিগকেও এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, শীঘ্র টাকা দিবার বন্দোবস্ত না করিলে, আমরা উপায়ান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইব এবং সাধারণে তাঁহাদিগের নাম প্রকাশ করিয়া দিব।

"অনুসন্ধানের" নিয়মাবলী।

১। গ্রাহক-নম্বর ব্যতীত, কি ঠিকানা-পরিবর্ত্তন, কি টাকা জমা, কোন কার্য্যই হয় না। প্রতিবারের কাগজের মোড়কে গ্রাহক-নম্বর থাকে।

২। "সাপ্তাহিক অনুসন্ধানের" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য, সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্রই, ৪৲ চারি টাকা। পশ্চাদ্দেয় হিসাবে ৫৲ পাঁচ টাকা।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে, তৎপর-সংখ্যা প্রাপ্তির পরই জানাইতে হইবে উপর্য্যুপরি দুই সংখ্যা না পাইলে, নিয়মিত সময়াস্তে, তৎক্ষণাৎ তাহা জ্ঞাতব্য। অধিক পরে জানাইলে, আমরা তাহার দায়ী হইব না। সে ক্ষেত্রে প্রতি সংখ্যার দাম ৵০ আনা।

৪। লেখকগণ ভিন্ন, পত্রোত্তর-প্রার্থী হইলে, রিপ্লাই কার্ডে বা টিকিট-সহ পত্র লিখিতে হয়।

৫। কোন প্রবন্ধ অমনোনীত হইলে, তাহার পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া হয় না।

'অনুসন্ধানে' বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

(ক) বিজ্ঞাপনের মূল্য—এক বৎসর কোন বিজ্ঞাপন চলিলে, প্রতিবার প্রতি ছত্র এক আনা প্রতি পৃষ্ঠা ৫৲ পাঁচ টাকা।

তদ্ভিন্ন, একবারের জন্য—প্রতি ছত্র ।০ চারি আনা; এক মাসের জন্য প্রতি ছত্র প্রত্যেক বার ৵০ আনা; তিন মাসের জন্য—প্রতিবার প্রত্যেক ছত্র ৵০ আনা; ছয় মাসের জন্য—প্রতিবার প্রতিছত্র ⁄১০ আনা।

কি বিজ্ঞাপনের টাকা, কি গ্রাহকগণের দেয় টাকা, 'অনুসন্ধান'-সংক্রান্ত সকল টাকাকড়ি সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রহণ করিবেন।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী,
কার্য্যাধ্যক্ষ
১৮৯ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এক ব্যক্তি অন্ধ ও এক প্রদীপের কথা।

এক অন্ধকার রজনীতে এক অন্ধ ব্যক্তি হস্তে একটী প্রদীপ ধারণ, ও স্কন্ধে একটা জালা, বহন করিয়া হট্টের ভিতর দিয়া গমন করিতেছিল। তাহাতে কোন এক ব্যক্তি তাহাকে আহ্বান করিয়া কহিল, "ওরে! মূঢ় ব্যক্তি! তোর চক্ষে দিবা ও রাত্রি সকলই সমান; সে জন্য তোর পক্ষে প্রদীপ ব্যবহারে কি উপকার দর্শাইবেক?" তাহাতে, ঐ অন্ধ ব্যক্তি, কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিল; "ও রে, মহা পামর! তুই কি এমন মনে করিস, যে, এই প্রদীপ হয় কেবল আমারই উপকারার্থে? তা নয়; ইহা হয় কেবলই তোরি কারণ; তুই যেন এই অন্ধকারের মধ্যে আমার জালাটা না ভাঙ্গিয়া ফেল।" এবং এই তিমিরাচ্ছন্ন রজনীতে, ঐ অন্ধ ব্যক্তির প্রদীপ যেমন অতি উজ্জ্বলরূপে প্রজ্বলিত হইয়াছিল; সেইরূপ যেন, তোমার জীবনের প্রদীপ, কায়িক স্বাস্থ্যের দ্বারা দীপ্তিমান করা হউক। এই দেহ হয় প্রদীপের স্বরূপ; এবং এই রুধির হয় প্রভার স্বরূপ। যদ্যপি ঐ রুধির প্রশস্ত থাকে, তাহা হইলে, জীবনের প্রভা উজ্জ্বলতার সহিত দীপ্যমান হইবেক। এক্ষণে, যেমন ঐ অন্ধ ব্যক্তির প্রদীপ ঐ ঝড়ময় সর্ব্বরীতে বায়ুর বিপক্ষে রক্ষা করা হইয়াছিল; সেইরূপ তুমি কি তোমার রুধিরকে এমন প্রকারে রক্ষা করিয়া থাক যে, তদ্দারা যেন ঐ রুধির, নানাবিধ ব্যাধি সকল, যাহারা উহাকে ভয় প্রদান করিয়া থাকে, তাহাদিগকে প্রতিরূপ করিতে পারে; আর কে যে উহাকে ভয় প্রদান করে, তাহা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিলে, তুমি আপনি আপনাকে এই নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলিন জিজ্ঞাসা কর। তোমার কি অন্তরদেশে মন্দবদ্ধ হইয়াছে? পার্শ্ব কিম্বা স্কন্ধদেশ সকলেতে কি মন্দমন্দ বেদনা বোধ হয়? বারম্বার কি বমনাক্ত শিরঃপীড়া হইয়া থাকে? সময়ে সময়ে দেহের চর্ম্ম কি উষ্ণ ও শুষ্ক হইয়া থাকে? মুখে কি কিছু বিস্বাদ জন্মিয়া থাকে? কখন কি শিরঃঘূর্ণা হইয়া থাকে? আহারের কি হ্রাস হইয়া গিয়াছে? শরীরের রুধির কি ঘোলা ও অপ্রবাহ হইয়া থাকে? চক্ষুঃদ্বয়ের শ্বেতবর্ণাংশ সকল কি পীতবর্ণে রঞ্জীন করা হইয়াছে? মূত্র কি স্বল্প মাত্র ও গাঢ় রঙ্গবিশিষ্ট হয়? পাকস্থলিতে কি মন্দ কোন বেদনা আছে, যে তদ্দারা এমন বোধ হয় যে, যেন তোমাদের [illegible] স্থাপিত আছে? সময়ে সময়ে কি চক্ষুঃ এমন অস্পষ্ট হইয়া থাকে, যেন উহাতে দৃশ্য বিন্দুবর্গ ভাসিতে লাগিতেছে? এক্ষণে, উপরোক্ত লক্ষণ সকল একেবারেই দেখা দেয় নাহি; কিন্তু যখন রুধির দোষক হয়, তখন ঐ লক্ষণ সকল সময়ক্রমে কালে কালে প্রকাশ পাইবেক; কিন্তু তুমি ইহা স্মরণ করিয়া রাখিবে যে, যদ্যপি ঐ লক্ষণ সকলের মধ্যে দুইটা বা তিনটা একেবারে দেখা দেয়; তাহা হইলে তোমার যে যকৃৎ ও রুধির দোষজ হইয়াছে; তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। উহার জন্য বিষণ্ণ হইও না; তোমার পক্ষে এ বিষয়ে এখন ভরসা আছে। আমি তোমাকে আহ্লাদের ও সুখের কথা আনিয়া দিব। সিগেল্স্ কউরেটিভ সিরপ্ নামক ঔষধীর দ্বারা তোমারা রোগ সম্পূর্ণ ও নিশ্চয়রূপে বিমোচন হইয়া যাইবেক। এই ঔষধী ব্যাধির মূলচ্ছেদনপূর্ব্বক উহাকে তোমার শরীর হইতে একেবারে শাখামূলে উৎপাটন করিয়া ফেলিবেক। ইহা স্মরণ করিয়া রাখ, যে, রীতিমত কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবার জন্য এবং শরীরের প্রত্যঙ্গে নিরাট ও বীর্য্যবান স্বাস্থ্য প্রদান করিবার জন্য, সকল ঔষধ অপেক্ষা ইহাই হয় সর্ব্বতোভাবে ফলদায়ক। এইরূপে তোমার দেহ ব্যাধির বিপক্ষে স্থিত হইয়া, ও তোমার জীবনের প্রদীপ প্রস্তরের উপর স্থাপিত হইয়া উজ্জ্বলরূপে প্রজ্বলিত হইতে থাকিবেক; মরুৎ উহাকে স্পর্শ ও করিতে পারিবেক নাহি; বোধ হইবেক যেন আকাশমণ্ডলই উহাকে রক্ষা করিতেছে; এবং ঐ প্রদীপ নির্ব্বাণ হইবার বিপদ হইতে বিমোচন পাইয়া প্রজ্বলিত হইতে থাকিবেক; এবং যেন তোমার দেহের দীপ প্রজ্বলিত হইতে থাকুক, ও তোমার মনের বাঞ্ছা পরিপূর্ণ হউক।

সিগেলস কিউরেটিভ্ সিরপ নামক ঔষধটী ভারতভূমের প্রধান প্রধান বাজার সকলেতে প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিম্বা অধিকারির ঠিক বরাবর নিকট হইতে প্রাপ্য হওয়া যাইবেক। তাহার ঠিকানা এ যে হোয়াইট্ লিমিটেড ৫ নম্বর, ফর্বিস্ ষ্ট্রীট্, বম্বে।

বোতল পিছু মূল্য ১ এক টকা; ২ দুই টকা ও ৪ চারি টকা। ঔষধ সেবন করিবার নিয়ম সকল বোতলের পাত্রের মোড়ক কাগজে দেখিতে পাওয়া যাইবেক। B. M.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতায় এই প্রথম!

COOKE'S CIRCUS.

কুক সাহেবের সার্কাস।

ঘোড়ার নাচ।

হাতির নাচ।

উষ্ট্রের নাচ।

বান্দরের নাচ।

এত বড় সম্প্রদায় এই নূতন।

প্রতিদিন রাত্রিতে,

মহাসমারোহে গড়ের মাঠে এই সার্কাস প্রদর্শিত হয়।

রাত্রি ৮টার সময় দরজা খোলা হয়; ৯টা ১৫ মিনিটের সময় আরম্ভ
১১টা ২০ মিনিটে বন্ধ হইলে, গাড়ি মিলিবে।

প্রবেশের মূল্য।

৫খানি চেয়ারের বক্স	২০৲	সাধারণ গ্যালারী	৷০
ড্রেস সার্কেল	৩৲	ইউনিফর্ম-পরা সৈন্যদের পক্ষে, ৷০ আনায়	
'রিজার্ভ' না-করা চেয়ার	২৲	গ্যালারী ভিন্ন, সর্ব্বত্র অর্দ্ধমূল্য।	
কার্পেট-মোড়া গ্যালারী	১৲	স্ত্রীলোকদিগের 'সিট'	৩৲

টি. ই. বিভান এণ্ড কোংর নিকট অন্যান্য বিষয় জ্ঞাতব্য।

দিবসে অভিনয়।

শনিবার দিন দুইবার—বৈকাল ৩।০টার সময়ও সার্কাস হয়।

২।০ টার সময় দরজা খোলা হইবে; ৫।০টার সময় ভাঙ্গিলে, গাড়ি মিলিবে।

দিবসের অভিনয়ে ১২ বৎসরের কম বয়স্ক বালকদের পক্ষে অর্দ্ধ মূল্য।

স্বত্বাধিকারী...	মিঃ এফ, কুক	Sole Owner ...	Mr. F. Cooke.
ম্যানেজার ...	মিঃ ডব্লিউ. এ. [illegible]	Manager ...	Mr. W. A. [illegible]

Printed and Published by Wooma Churn Chuckrabutty,
at the [illegible] Printing Works, [illegible] Street, Calcutta.

Terms. V. P. or Cash.

এস কে দাস এণ্ড কোম্পানী।

4, ESPLANADE ROAD, CALCTT.
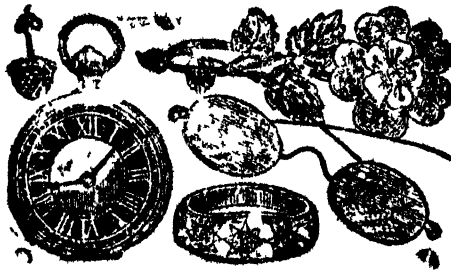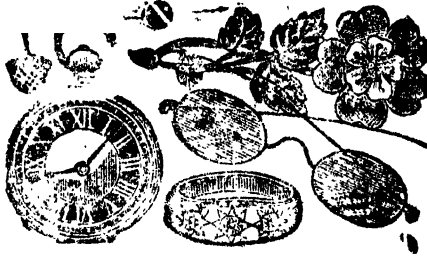
পেবলের চসমা অতি উৎকৃষ্ট ইস্পাত কামানী —৮৲

স্বর্ণ কামানী—৩৫৲

চক্ষু-রক্ষক হরকসম ৬—১৪৲ জোড়া।

নানারূপ ঘড়ি ও চেইন প্রস্তুত আছে।

সন্যাদানের ঘড়ি চেইন ৪০৲ হইতে উর্দ্ধে যত ইচ্ছা।

সবরূপ ঘড়ি প্রস্তুত।

ঘড়ি গ্যারাণ্টী করা হয়।

স্বর্ণ ঘড়ি ৫৮৲ মূল্য হইতে উর্দ্ধে যত ইচ্ছা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

রেলওয়ে রেগুলেটার ১৫৲ মূল্যে অতি উৎকৃষ্ট সময় নির্ণয় হয়।

রূপার খুব ভালঘড়ি ২৫৲ মূল্যে পাওয়া যায়।

সুপাঠ্য নূতন উপন্যাস।

'বঙ্গবাসী,' 'সঞ্জীবনী,' 'অনুসন্ধান' প্রভৃতি যাবতীয় পত্রে প্রশংসিত

শ্রীযুক্ত বাবু রোহিণীকুমার সেনগুপ্ত, জমীদার

মহাশয়ের প্রণীত

(১) কনকলতা—উপন্যাস, মূল্য ৷৷০ আনা, ডাঃ মাঃ ৵১০ আনা; (২) চিতোর উদ্ধার—উপন্যাস, মূল্য ১৲ টাকা, ডাঃ মাঃ ৴০ আনা; (৩) চণ্ডবিক্রম—উপন্যাস, মূল্য ১৷৷০ টাকা, ডাঃ মাঃ ৵০ আনা; (৪) প্রমোদবালা—উপন্যাস, মূল্য ৷৵০ আনা, ডাঃ মাঃ ৵১০ আনা; (৫) মায়াবিনী—উপন্যাস, মূল্য ৷৵০ আনা, ডাঃ মাঃ ৴০ আনা; (৬) কিরণসিংহ—উপন্যাস মূল্য ১৸০ টাকা, ডাঃ মাঃ ৵০ আনা। ভিঃ পিঃতে পাঠান যায়।

এই পুস্তকগুলির অধিক পরিচয় দেওয়া বাহুল্য। সুপ্রসিদ্ধ 'বঙ্গবাসী' সম্পাদক এই পুস্তকের সমালোচনায় লিখিয়াছিলেন,—"পুস্তক কয়খানি পাঠ করিয়া আমরা যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি।" সুপ্রসিদ্ধ 'সঞ্জীবনী পত্রও লিখিয়াছিলেন "পাঠ করিয়া আমরা যার-পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল এবং হৃদয়গ্রাহী; স্বভাব বর্ণনাগুলি অতিশয় মনোজ্ঞ।" ইহার অধিক আর কি বলিতে পারি?

পুস্তকগুলি স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ পাঠোপযোগী।

শ্রীশশিভূষণ সেন গুপ্ত, জমীদার বাড়ী, কীর্ত্তিপাশা পোঃ, বরিশাল জেলা

অষ্টম বর্ষ। | ৮ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩০[illegible]। | ৪৫শ সংখ্যা।

পাপ ও পুণ্য।

পাপ ও পুণ্য—এ বিভেদজ্ঞান কোথা হইতে আসিল? বাস্তবিক ইহা কি ও ইহার উৎপত্তির মূল কোথায়?

স্বতঃই কোন দ্রব্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব, কেহ ইহারও সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন। যদি বল, মানুষ ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা; তাহা হইলে এ পাপপুণ্য কৃত্রিম (Artificial); এবং ইহাতে কতদূর যায় আসে, তাহা পরে দেখা যাইতেছে। কিন্তু, যদি বল, ঈশ্বরই ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা—পাপ পুণ্য তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছেন ও কোন্‌টী হইতে পাপ ও কোন্‌টী হইতে পুণ্য হইবে, তাহার বিচারের জন্য বিবেকশক্তি দিয়াছেন। যদি এইরূপই হয়, তবে এ পাপপুণ্যের সৃষ্টি করিয়া ও আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা ও বিবেকশক্তি দিয়া, এ ভবঘোরে আবর্ত্তন করানর কি প্রয়োজন? আমরা ত তাঁহার পক্ষে কীটানুকীট—আমাদের লইয়া এ বৃহৎ ব্যাপার কেন? পাপমতি দিয়া অসৎ কার্য্যের অনুসরণ করানই বা কেন ও নরক ভোগই বা কেন? তবে এ সৃষ্টির কোন্ প্রয়োজন?

এ প্রশ্নের মীমাংসা করা বড়ই দুরূহ এবং [illegible] আলোচ্য [illegible] নহে। [illegible] দেখিতে পাই যে, পাপপুণ্য [illegible] ভেদে ভিন্ন প্রকার—যাহা [illegible] পাপ বলিয়া পরিগণিত, তাহাই আবার [illegible] জাতি ও সম্প্রদায়ে পুণ্য বলিয়া [illegible] মীমাংসা এস্থলে কর্ত্তব্য নহে। কেবল নাস্তিকতা ও আস্তিকতার মতে কি, তাহাই বিবেচ্য।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, আস্তিকের উত্তর দেয়। তাঁহারা বলেন যে, এ সৃষ্টি করিতে ঈশ্বরের অংশমাত্র [illegible] এই বিশ্ব তাঁহার অন্তর্গত; তাঁহার [illegible] এই বিশ্বের পরিমাণ ও অবধি আছে। [illegible] বিশ্বের জীব তাঁহা হইতেই উৎপন্ন ও তাঁহারই অনুকরণ করিতে সতত চেষ্টা করিতেছে—তাঁহার সম্পূর্ণতাকে প্রাপ্ত হইতে অবিরত তাঁহা-

রই দিকে ধাবিত হইতেছে ; কিন্তু সে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারিতেছে না।

এখন কথা হইতেছে যে, তিনি যদি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা দিয়া থাকেন এবং সৎ ও অসৎ কাজ কোন্‌টী, তাহারও বিচারশক্তি দিয়া থাকেন, তবেই আমরা পাপ ও পুণ্যের জন্য দায়ী—কারণ, সৎ কাজ করিলেই পুণ্য ও অসৎ কাজ করিলেই পাপ হয়। পাপ ও পুণ্য, অসৎ ও সৎএর এই সম্বন্ধ।

কিন্তু এই সৎ ও অসৎ কাজের সৃষ্টি হইল কোথা হইতে?

কেহ বলেন যে ঈশ্বরই একটী কাজকে সৎ ও অপরটীকে অসৎ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের মনে এরূপ বিশ্বাস হয় না—কেন না, তাহা হইলে ঈশ্বরকে যথেচ্ছাচারী করা হয়। তিনি একবার যে কাজকে সৎ করিয়াছেন, পুনরায় ইচ্ছা করিলে তাহাকেই অসৎ পারেন,—এরূপ সাধারণের বিশ্বাস

অতএব, কোন কাজ স্বতঃই সৎ বা অসৎ। এমন স্বীকৃত হইল যে, কোন কাজ স্বতঃই অসৎ, আমাদের সৎ অসৎ বিচার করিবার ছে ও সৎ কাজকে আশ্রয় ও অসৎ ত্যাগ করার স্বাধীন ইচ্ছাও আছে। আমরা পাপ ও পুণ্যের জন্য দায়ী। সে বা কেন আমরা এই দায়িত্ব পূরণ থাকি?

...ক বলেন, আমাদের আত্মা অবিনশ্বর আছে। ইহজন্মে আমরা যে ... পরজন্মে তাহার বিচার হইবে; ও ... কৃ-অনুসারে ঈশ্বর কাহাকেও নরকে কাহাকেও বা স্বর্গে প্রেরণ করিবেন। অতএব, এই দণ্ডভয়ে আমরা সৎকাজ করি ও অসৎকাজ পরিত্যাগ করি।

এখন দেখা যাউক, নাস্তিক হইতে কি উত্তর পাওয়া যায়? কিন্তু নাস্তিকের পাপ পুণ্য, অসৎ সৎ আস্তিকের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁহার মতে ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই, এই বিশ্বের উৎপত্তি ঘটনাক্রমে হইয়াছে আবার ঘটনাক্রমে লয় হইতে পারে। তিনি কোন বস্তুরই কারণ দেখিতে পান না। আস্তিকের বিবেকশক্তি তাঁহার নাই, মন তাঁহার মতে অনুভূতির সমষ্টি-মাত্র।

তাঁহার মতে পাপপুণ্য মনুষ্যজাতির সমাজ হইতে উৎপন্ন। তিনি বলেন, সমাজ বা শৃঙ্খলাবদ্ধ গবর্ণমেণ্টের উৎপত্তি এইরূপে হইয়াছে, প্রথমতঃ সকল মনুষ্যই অন্যের উপার্জ্জিত দ্রব্য ভোগ করিতে চাহিত ও তজ্জন্য কলহ ও যুদ্ধাদি হইত। যখন দেখিল, ইহাতে শান্তি নাই, তখন যাহাতে শান্তিতে বাস করিতে পারে, তজ্জন্য কতকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া একজনকে সমাজপতি নির্ব্বাচিত করিল এবং যে এই লিপিবদ্ধ নিয়মের অন্যথা করিবে, তাহাকেই তিনি ঐ লিপি-অনুযায়ী দণ্ড দিবেন, এই শক্তি প্রদান করিল।

সমাজের এই নিয়মভঙ্গ করাই অসৎকাজ—সুতরাং পাপকাজ ; এবং এই নিয়মে চলাই সৎকাজ—সুতরাং পুণ্য কাজ।

তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, সমাজ-নিয়ম ভঙ্গ করায় মহৎ অনিষ্ট আছে—যেমন কোন অঙ্গে বেদনা হইলে বা আঘাত লাগিলে সমস্ত শরীর অসুস্থ হয়, সমাজেরও কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে সেইরূপ অনিষ্ট হয়।

এখন দেখা আবশ্যক যে, সমাজের নিয়মানুসারে আমরা কখন্ চলিতে বাধ্য ও কখন্ ইহার অন্যথা করিলে অব্যাহতি পাইতে পারি। সমাজ আমাদের বহির্দ্দৃষ্ট কাজ দেখিয়া পুরস্কার ও দণ্ডবিধান করেন ; অন্তরস্থ বা মনের মধ্যে যে

সকল ইচ্ছার উৎপত্তি হয়, তাহার কোনই কিছু করিতে পারেন না। অতএব, যখন আমরা দেখি যে, অমুক কাজ করিলে সমাজকে ফাঁকি দিতে পারিব, তখনই ফাঁকি দিলাম; মনে অসৎ ইচ্ছা হইলে সমাজ আমার কিছু করিতে পারে না, সুতরাং অনায়াসেই পাপ-ইচ্ছা করিতে পারি। কিম্বা সুযোগ হইলে বা সমাজকে ফাঁকি দিতে পারিলে কেন পাপ কাজ করি না? এ বিষয় নাস্তিক বলেন, যখন সমাজ-নিয়ম ভঙ্গ হইল না, তখন তাহা পাপ কাজই নয়।

কিন্তু যেই তুমি পাপ-ইচ্ছা করিলে, অমনি ঈশ্বর-প্রদত্ত আস্তিকের বিবেকশক্তি তোমাকে তীক্ষ্ণশূলবৎ বিদ্ধ করিবে, তুমি তৎক্ষণাৎ সেই পাপ-ইচ্ছা বা কাজ তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিবে; এ ছাড়া, পরজন্মের দণ্ডভয়েও অসৎ কাজ ত্যাগ করিবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত।

কবিকঙ্কণ ও চণ্ডীকাব্য।

ইতিপূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, কবির স্বহস্তলিখিত পুস্তকখানি দেখিলে, আজি-কালিকার মুদ্রিত কি বটতলার পুস্তক, কি বাবু অক্ষয়চরণ সরকারের প্রকাশিত পুস্তক, উভয়-বিধ মুদ্রিত পুস্তককেই বিভিন্ন ব্যক্তির লিখিত বলিয়া ভ্রম জন্মে। দুঃখের বিষয় এই যে, গ্রন্থ-কারের স্বহস্তলিখিত যে পুস্তকখানি এখনও তাঁহার বংশধরদিগের নিকট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সমুদয় অংশ নাই। যাহা আছে, তাহা সমস্ত গ্রন্থের এক-তৃতীয়াংশও নহে। ঐ গ্রন্থখানি এখন পবিত্র-জ্ঞানে কবিকঙ্কণের প্রোক্ত সিংহবাহিনী দেবীমূর্ত্তির সহিত পূজিত হইয়া থাকে। আমরা আর একখানি হস্তলিখিত পুস্তক পাইয়াছি; তাহার সহিত কবির স্বহস্ত-লিখিত পুস্তকখানির পাঠ মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, প্রথমোক্ত পবিত্র পুস্তকে 'চণ্ডীকাব্যের' যতদূর আছে, তাহার সহিত উহার সর্ব্বাংশে মিল আছে। সুতরাং এই গ্রন্থখানির মৌলিকতা-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। সমুদায় 'চণ্ডীকাব্যের' পাঠান্তর প্রদর্শন কালে আমরা এই গ্রন্থখানিকেই মূল-স্বরূপ গণ্য করিব। এস্থলে আমরা একটী অত্যাবশ্যক কথা বলিয়া রাখি যে, এই পুস্তক-খানির শেষে 'শকে রস রসবেদ' ইত্যাদি গ্রন্থ-রচনার সময়-সূচক কবিতাটী নাই; কিন্তু ইহার শেষাংশে "গ্রন্থোৎপত্তির কারণ" শীর্ষক প্রবন্ধটী দৃষ্টিগোচর হয়। পশ্চাৎ তাহা উদ্ধৃত হইতেছে। এক্ষণে 'চণ্ডীকাব্য' এবং প্রচলিত কিম্বদন্তী অবলম্বন করিয়া কবির জীবনী এবং এদেশের তাৎকালিক সামাজিক অবস্থা-সম্বন্ধে যতদূর অবগত হইতে পারা যায়, তাহা পাঠক-বর্গের গোচর করিতেছি।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে, মুকুন্দরাম ভট্টাচার্য্য, তদানীন্তন বর্দ্ধমান-চাকলার অন্তর্গত (অধুনাতন জেলা বর্দ্ধমানের অধীন রায়না থানার দক্ষিণ-প্রান্তবর্ত্তী) 'দামুন্যা' গ্রামে জন্ম-গ্রহণ করেন। আজিকালি দামুন্যা গ্রাম বর্দ্ধ-মান জেলার শেষ। দামুন্যার দক্ষিণ-দিকবর্ত্তী

"তালা"-গ্রাম হুগলী-জেলার জাহানাবাদ থানার অধীন। দামুন্যা তৎকালে একটী গণ্ড গ্রামের মধ্যে গণ্য ছিল। পূর্ব্বকালে যে গ্রামে ধনী, শ্রোত্রিয়, রাজা, নদী ও বৈদ্য থাকিতেন, সেই গ্রামই শ্রেষ্ঠ হইত।* তাঁহাদিগের অভাবে গ্রাম বাসোপযোগী বলিয়া গণ্য হইত না। দামুন্যায় 'রত্নাকু'-নামে নদী ছিল, হরিনন্দী বৃষকেত্ত প্রভৃতি ধনী ছিল, সে দিন ব্রাহ্মণ ছিলেন, বৈদ্য ছিলেন; রাজা কিছু সকল গ্রামে থাকা সম্ভব নয়, তবে প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী অনেক লোক ছিল। সুতরাং দামুন্যা যে একটী ভাল গ্রাম ছিল, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। এই গ্রামে কবির পূর্ব্বপুরুষেরা বাস করিতেন। তাঁহাদিগের সাত পুরুষের নাম যদিও মুদ্রিত পুস্তকে নাই, কিন্তু তাঁহার হস্তলিখিত পুস্তক হইতে আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি।†

বঙ্গদেশে বালকের বাল্যকাল যেরূপ ধূলাখেলায় কাটিয়া যায় মুকুন্দরামেরও তাহাই ঘটিয়াছিল; অন্যান্য বালকের ন্যায়, তিনিও সকালে-সন্ধ্যায় বৃদ্ধা মাতামহী-পিতামহী প্রভৃতি আত্মীয়গণের নিকট ভূত-প্রেতের গল্প, বিমাতার ষড়যন্ত্রে রাজা কর্তৃক রাজপুত্রের শিরশ্ছেদের আজ্ঞাকাহিনী, বিহঙ্গম-বিহঙ্গমীর কথা শুনিয়া, বাঙ্গালীর প্রকৃতিগত সাহস-সংস্কারে অভ্যাসলাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর, যথারীতি গ্রাম্য গুরুর নিকট বঙ্গীয় বর্ণমালা ও যৎকিঞ্চিৎ গণিত শিক্ষা করিয়া, সংস্কৃত ব্যাকরণাদি শাস্ত্রাধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। তৎকালে এতদঞ্চলে ভাঙ্গামোড়া ও খানাকুল-কৃষ্ণনগর সংস্কৃত ন্যায় ও স্মৃতি-শাস্ত্রের আলোচনার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। এই দুইটী স্থানে বহুল অধ্যাপক, দূরাগত বিদ্যার্থীদিগকে অন্নদান দ্বারা, ব্যাকরণ, স্মৃতি, ন্যায় ও কাব্যাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। মুকুন্দরাম, এতদুভয় স্থলেই ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতিশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া কৃতবিদ্য হইলে, আপন গ্রামে চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন।

মুকুন্দরাম স্বভাব-কবি ছিলেন। কবিত্ব তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি ছিল। অভাবে পড়িয়া অথবা সখের বশবর্ত্তী হইয়া, যেমন আজিকালিকার অধিকাংশ কবি কষ্টকল্পনা দ্বারা কবিত্বের উদ্বোধন-প্রয়াসী, মুকুন্দরাম সেরূপ কবি ছিলেন না। তাঁহার কবিত্ব বাল্যকাল হইতেই স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। সেকথা তিনি চণ্ডীকাব্যের প্রথমেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন,—

"গঙ্গাসম সুনির্ম্মল, তোমার চরণ জল,
পান কৈনু শিশুকাল হৈতে।
সেই ত পুণ্যের ফলে, কবি হই শিশুকালে,
রচিলাম তোমার সঙ্গীতে।"

ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, তিনি অল্প বয়স হইতেই কবিতা রচনা করিতেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার শৈশব-রচিত "শিব-সংকীর্ত্তন" নাম্নী কবিতাটী কোথাও দেখিতে পাই না।

কৃষিকার্য্য তাঁহার পুরুষানুক্রমিক জীবিকা। তিনি কেন, সেকালে পল্লীগ্রামস্থ গৃহস্থমাত্রেরই কৃষি প্রধান উপজীব্য ছিল। যে গৃহস্থের চাস না থাকিত, তাহারই দারিদ্র্য সূচিত হইত। যাহার গৃহে ধান্যধনের সংস্থান না থাকিত, সে নগণ্যের মধ্যে পরিগণিত হইত। কবির কৃষিপ্রিয়তা ও সেকালের কৃষিপ্রাধান্য নিম্নোক্ত কবিতা পাঠেই উপলব্ধি হইবে।

"ধন্য অগ্রহায়ণ মাস, ধন্য অগ্রহায়ণ মাস।
বিফল জনম তার নাহি যার চাস॥"

* ধনিনঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যশ্চ পঞ্চমঃ।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ॥

† 'অনুসন্ধান', ৩১০ পৃষ্ঠা, ১২৯৯ সালের ২০এ মাঘ।

বাস্তবিক সেকালে কৃষিকার্য্যের এতই আদর ছিল। মধ্যে, পল্লীগ্রামের অনেক স্থানে যদিও দুই এক জন ইংরেজ-সেবক 'চাকুরে বাবুর' নিকট কৃষি 'চাসার ব্যবসায়' বলিয়া উপেক্ষিত হইত; কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে তণ্ডুলের দুর্ম্মূল্যতাপ্রযুক্ত এখন আবার তাঁহা-দিগকেই কৃষিকার্য্যে অধিকতর অভিনিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

কবি যৌবনে চাসের ধানে সংসার পরি-পোষণ করিতেন, অকাতরে ছাত্রগণকে অন্নদান করিতেন, সকালে-সন্ধ্যায় ছাত্রগণকে লইয়া শাস্ত্রালোচনায় সময়ক্ষেপ এবং অঋণী-অপ্রবাসী হইয়া অতুল সুখানুভব করিতেন। ইহাই সেকালের বাঙ্গালীর বাঞ্ছনীয় জীবন। এই নিরাপদ ও নিরুপদ্রবে কালক্ষেপ করিতে পারি-লেই, বাঙ্গালী আপন জীবনের সার্থকতা জ্ঞান করিতেন।

তবে মুসলমান-রাজত্বে ধনপ্রাণ লইয়া লোককে সময় সময় সশঙ্ক থাকিতে হইত। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণের অধীনস্থ কর্ম্মচারি-গণই রাজধানীর দূরস্থ স্থানে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। শাসনকর্ত্তা শান্ত সুধীর হইলেও, তাঁহাদিগের উৎপাতে নানা বিভীষিকা উৎপাদন করিত। পাঠান-রাজত্বে বঙ্গদেশ সুখশান্তিতে পরিপূর্ণ ছিল, মোগল-রাজত্বে দেশের নানা স্থানে নানা প্রকার অত্যাচারের সূত্রপাত হয়। জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ বঙ্গদেশের শাসন-কর্ত্তৃত্ব লাভ করিলে, তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণও তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া বঙ্গবাসীকে এরূপ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, আমাদিগের শান্তিপ্রিয় রাজ-সংস্রব-বিহীন কবি পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া আপ-নাকে নিরুপায় জ্ঞান করেন; এবং তাঁহার প্রতিকারের কোন পথ না পাইয়া, অগত্যা প্রবাস-প্রস্থানে কৃতসংকল্প হন। পলায়নকালে তিনি যে যে নদনদী পার হইয়া, যে যে গ্রাম দিয়া, যেরূপে যেস্থানে অবস্থান-পূর্ব্বক, মেদিনী-পুরের অন্তর্গত চন্দ্রকোণার নিকটবর্ত্তী 'আরড়া-ব্রাহ্মণভূমির' রাজা রঘুনাথের আশ্রয় লাভ করেন, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে সেই সকল বিষয়ের পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

ব্রাহ্মণভূমির রাজার নিকট মুকুন্দরাম বিলক্ষণ সম্মান-লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির সহিত তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া, রাজা রঘু-নাথ তাঁহাকে "কবিকঙ্কণ" উপাধি প্রদান করেন, এবং তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন। এইরূপ রাজ-সম্মানে সম্মানিত হইয়া এবং সংসারযাত্রা-লাভের সুবিধা পাইয়া, কবিকঙ্কণ কিয়দ্দিন ব্রাহ্মণ-ভূমিতে অবস্থিতি করেন বটে; কিন্তু তিনি কিছুতেই জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা ভুলিতে পারিলেন না; এদিকে জন্মভূমিস্থ বন্ধুগণও তাঁহাকে দেশে আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে ছিলেন। দামুন্যায় বহুদিনের বাস, পূর্ব্বপুরুষের পরিচয়, সেখানকার সম্পত্তি, পৈতৃক দেবকীর্ত্তি, বাল্যবন্ধুগণের আনুগত্য, ক্রমেই তাঁহার মনে জাগরূক হইতে লাগিল। কালধর্ম্মে তিনি মুসলমানের অত্যাচার বিস্মৃত হইতে লাগিলেন, ক্রমে জন্মভূমি পুনর্দর্শনের জন্য তাঁহার ইচ্ছা বড়ই বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি দামুন্যা-দর্শনে আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিলে, রাজা তাঁহাকে বিদায় দিতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু প্রার্থনারপর প্রার্থনায় এবং মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণ-ভূমিতে আসিয়া অবস্থিতি করিবার স্বীকার করিলে, তিনি প্রত্যাগমনের অনুমতি পাইলেন। তিনি সপরিবারে দেশে আসিলেন; কিন্তু যত-দিন জীবিত ছিলেন, মধ্যে মধ্যে প্রতিশ্রুতি-

পালনের জন্য ব্রাহ্মণভূমিতে যাতায়াত করিতেন।

এই সময় দেশের মান্যগণ্য লোকে, তাঁহার অসাধারণ কবিত্বের পরিচয় পাইয়া, নিরুদ্বেগে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের সংস্থান জন্য, তদানীন্তন সমুন্নান-ডিহিদারকে অনুরোধ করিলেন। দামুন্যার অনতিদূরবর্ত্তী কোটসিমুল গ্রামে তৎকালে বাংনারা খাঁর পুত্র ডিহিদারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন; তিনি, কবিকঙ্কণের বাসোপযোগী ১৬ বিঘা ভূমি, তদুপযুক্ত ধান-জমি এবং তৎসহ দুইটী পরগণার সভাপণ্ডিতের অধিকার দান করিয়া তাঁহার পূর্ব্বক্ষতির পূরণ করিয়া দেন। এতদ্দ্বারা তাঁহার শেষ-জীবন সুখে-সচ্ছন্দে অতিবাহিত হইবার উপায়-বিধান হইয়াছিল; তিনি বার্দ্ধক্যে প্রিয়ভূমি দামুন্যায় অবস্থিতি করিতে পাইয়া, পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সন-তারিখ কেহই বলিতে পারেন না; তবে এই পর্য্যন্ত জানিতে পারা গিয়াছে যে, অশীতি বর্ষাধিককাল জীবিত থাকিয়া পরলোক-ধাম আশ্রয় করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ উহা পলাশী-যুদ্ধের একশত বিংশ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল।

তিনি যে বঙ্গভাষার একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন, তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততদিন কবিকঙ্কণকে কেহ ভুলিতে পারিবেন না। বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি যে কীর্ত্তি-স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা, ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত, প্রবল প্লাবন, ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাতাদি যাবতীয় অত্যাপাত উপেক্ষা করিয়া, চিরদিন অচল-অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকিবে। অশিক্ষিত গায়ক-সম্প্রদায় ও অর্দ্ধশিক্ষিত লিপিকরদিগের হস্তে তাঁহার কাব্যের যতই অঙ্গবিকৃতি ও অসৌষ্ঠব সংঘটিত হউক, তাঁহার অসাধারণ সৌন্দর্য্যরাশির সহস্রাংশের একাংশও বিলুপ্ত হইবে না। প্রায় তিনশত বৎসর-মধ্যে লিপিকর-রূপ রাহুগ্রাসেও যখন তাঁহার প্রতিভা লোপ পায় নাই, তখন আর ভয় নাই।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

বিপ্লব।

(উপন্যাস।)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মৃণালবালার চক্ষে নিদ্রা নাই। সমস্ত রাত্রি কেবল হরগোবিন্দের অমঙ্গল-আশঙ্কা করিয়াছেন; এবং যখনই নিদ্রা আসিয়াছে, বিভীষিকাময়ী স্বপ্ন আসিয়া তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে। অতি প্রত্যূষে তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া ঘাটে যাইবার ছলে দীঘির ধারে যাইয়া হরগোবিন্দকে খুঁজিয়া আসিয়াছেন। যেখানে তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেই স্থানটীর প্রতি অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়াছেন; এবং শেষে হতাশ্বাস হইয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, শয্যায় শয়ন করিয়াছেন।

এই সময় কিরণমালা, অপর কয়েকটী বয়স্যার সহিত আসিয়া, মৃণালের শিয়রে দাঁড়াইলেন;

এবং কহিলেন,—"ওলো ওঠ, ফুল তুল্‌তে যাবি-নে ?"

"না।"

"তোর কোন অসুখ হয়েছে নাকি ?"

"না।"

"তবে যাবি-নে কেন ? শিবপুজো কর্‌বি-নে ? এরপর গেলে কি ফুল পাবি ? কালী ভট্‌চায্‌ সব তুলে নিয়ে যাবে যে।"

এই সময় ত্রিগুণাসুন্দরী গৃহে আসায়,কিরণমালা কহিল,—"মাসী-মা, স'য়ের কি কোন অসুখ হয়েছে ? ওকে যা বল্‌ছি, 'না' বল্‌ছে কেন ?"

ত্রিগুণা কহিলেন,—"ওর অসুখ হয়েছে। চোখে জল-ভার হওয়ায়, টস্‌টস্‌ করে জল পড়্‌ছে; চোখ-দুটা রাঙা হ'য়েছে। আর পেটের অসুখ করেছে। তোমরা চারটি চারটি ভাগ দিয়ে যেও; আজ আর ও ফুল তুলতে যাবে না।"

বালিকাগণ চলিয়া যাইবার অব্যবহিত পরে, দেওয়ানজী মহাশয় নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন। ত্রিগুণা, তাঁহাকে যত্ন করিয়া বসাইয়া, 'হরগোবিন্দের কোন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে কি না' জিজ্ঞাসা করিলেন। দেওয়ানজী, কহিলেন,—"এক প্রকার পাওয়া গিয়াছে; সে কলিকাতায় গিয়াছে।"

ত্রিগুণাকে গ্রামের লোকে যেমন আপনার ন্যায় ভাবিত, ত্রিগুণারও তেম্‌নি একটী মহৎগুণ ছিল—পরোপকার করা। কাহারও পুত্র-বিয়োগে বাটীর সকলে শোকাভিভূত হইলে, ত্রিগুণা সকলের মুখে জল দিতেন, সান্ত্বনা করিতেন; তৎপরে স্বয়ং রন্ধনাদি করিয়া তাহাদিগকে আহার করাইয়া, তবে বাটী আসিতেন। কোন বাড়ীর গৃহদেবতা লোকাভাবে সেবা পাইতেছেন না দেখিলে, স্বয়ং যাইয়া পুষ্প ও নৈবেদ্যাদি দিয়া পূজা দিয়া আসিতেন। আজ দেওয়ানজী সেই সাহসে কহিলেন,—"মাসী-মা, আমি বড় বিপদে পড়েছি।"

"কি বাবা!"

"হরগোবিন্দ বাড়ী থেকে যাওয়া পর্য্যন্ত, মা বিছানা হইতে উঠিতেছেন না। এক্ষণে আপনাকে পূজায় কয়েক দিন ওবাড়ীতে থাকিয়া পূজার আয়োজন করিয়া দিতে হইবে।"

"আমার যা'বার কোন বাধা নেই; কিন্তু কাল থেকে মৃণালের বড় অসুখ হ'য়েছে।"

"তাতে ভয় কি ? মৃণাল উপরের ঘরে সুখদার কাছে শুয়ে থাক্‌বে।"

"আচ্ছা, দেখি; পারি ত একটু পরেই যাইব।"

এই বলিয়া, দেওয়ানজীকে বিদায় দিলেন, এবং মৃণালবালার নিকট যাইয়া কহিলেন,—"হ্যাঁ মৃণাল, তুই যাবি ?"

"না।"

"তবে আমার যাওয়া হ'ল না। তোকে একলা রেখে যাব কেমন করে ?" মৃণালবালা কহিল,—"যাও না! সইটই আছে; আমার জন্যে ভাব্‌না কি ?" মনে মনে ভাবিল,—"মাকে পাঠাইতে পারিলে, তালপুকুরের পাড়গুলো ভাল করিয়া খুঁজিব।"

ত্রিগুণাসুন্দরী চলিয়া যাইবার কিছু পরে, তারামণি আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং মৃণালকে কহিল,—"তুই এখনও শুয়ে যে! তোর মা কোথায় ?"

মৃণাল, তারামণিকে দেখিয়া শশব্যস্তে উঠিল এবং তাহার হস্ত ধরিয়া বসাইল। তৎপরে ক্রোড়ে ঠেস্‌ দিয়া কহিল,—"তারা দিদি, আমার বড় অসুখ হয়েছে।"

তারামণি জাতিতে কায়স্থ। গ্রামের সকলে তাহাকে 'তারাপিশি' বলিয়া ডাকিত।

ত্রিগুণাসুন্দরীও 'পিশি' বলিয়া ডাকিতেন; সুতরাং মৃণালবালা ঠানদিদির স্থলে 'দিদি' বলিয়া ডাকিল। হরগোবিন্দও তারাকে ঠান্‌দিদির স্থলে 'দিদি' বলিয়া ডাকিতেন।

তারামণি বিধবা ও প্রাচীনা। তাহার ব্যবসা ছিল—গ্রামস্থ লোকের নিজ নিজ পুত্র-কন্যাকে সন্দেশ প্রভৃতি পাঠাইয়া তত্ত্ব লইবার সময় তারামণি বহন করিয়া লইয়া যাইত। তারা দশবাড়ীর তত্ত্ব একত্র করিয়া গহণার নৌকায় উঠিয়া ত্রিবেণী, হুগলী, হালিসহর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে বিলি করিতে করিতে, কলিকাতা পর্য্যন্ত যাইত। তারাকে এই সূত্রে নবদম্পতিদিগের বিস্তর গোপনীয় পত্র বহন করিতে হইত। তাহাতে তাহার যথেষ্ট দুই পয়সা উপরি-লাভ ছিল, এবং যুবক যুবতীদিগের নিকট প্রভুত্বও ছিল তারা উপার্জ্জিত অর্থে অনেক সৎকার্য্য করিত। শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত বেড়াইয়া আসিয়াছে। বাড়ীতে ৬ মাস কথকথা দিয়াছে। এমন ব্রত নাই, যাহা তারামণি করে নাই। সম্প্রতি বনমালী মুখুয্যেকে ভিক্ষাপুত্র লইয়াছে। তারামণি ইহা ব্যতীত বিবাহের ঘটকালী করিত; তাহাতেও তাহার দু'পয়সা আয় ছিল। মৃণাল কহিল,—"তারা দিদি, আমার বড় অসুখ হয়েছে।"

তারামণি, কিরণবালার নিকট, হরগোবিন্দ ও মৃণালে যে অত্যন্ত প্রণয় হইয়াছে শুনিয়াছিল। সুতরাং কহিল,—"আহা! মরে যাই। আমি কল্‌কাতা যাচ্ছি; তোর জন্যে বেনে পুঁতুল আন্‌বো।"

"সে বয়েস গিয়েছে।"

"তবে কি আন্‌বো?"

"আমার রোগের ওষুধ!"

"তোর কি রোগ হয়েছে?"

"মন খারাপ।"

"কার জন্যে?"

"মন জানে।"

"আমি তবে যাই।" এই বলিয়া, তারামণি গাত্রোত্থান করিল। মৃণালবালা "হে তারাদিদি, আর একটু বস।"—বলিয়া বসাইয়া কহিলেন,—"দেওয়ানজীর ভা'য়ের কোন সংবাদ পেয়েছ?"

"তার জন্মে তোমার মাথা ব্যথা কেন?"

"তাঁর মা-বোন বড্ড কাঁদ্‌ছেন, তাই বল্‌ছি।"

"কল্‌কাতায় যাচ্ছি, সন্ধান নেব। তাকে কিছু বল্‌তে হবে কি?"

"আমার জন্মে আবার তাঁকে কি বল্‌বে?"

"তবু?"

"কিছু না।"

"একখানা পত্র দেবে?"

"আমি কেন তাঁকে পত্র দেব? আচ্ছা, তারা দিদি, তার তো কোন অমঙ্গল হয় নি?"

তাঁর অমঙ্গল হবে কেন? তুমি একখানি পত্র লিখে দেও।"

"দিই—না—"

"তবে থাক, আমি চল্লাম।"

এই বলিয়া, তারামণি দ্বারের নিকট পর্য্যন্ত যাইলে, মৃণালবালা সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া কহিল,—"তারা দিদি, কেউ টের পাবে না ত?"

"কেউ না, আমি পেট-কোঁচলে ক'রে নিয়ে যাব।"

"তবে আয়, একখানা চিঠিই লিখে দিইগে।"—এই বলিয়া, মৃণাল তারামণিকে ফিরাইয়া আনিল, এবং কাগজ-কলম লইয়া লিখিতে বসিল। কয়েক ছত্র লিখিয়া, পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিল।

"ছিঁড়্‌লি কেন?"

"লাইনগুলো বেঁকে গেল।" বলিয়া,

আবার একখানা আরম্ভ করিয়া, আবার ছিঁড়িল।

"আবার ছিঁড়্‌লি কেন?"

"এক দেব্‌ড়া কালী পড়্‌লো।"

"তুই ব'সে ব'সে ঐ কর্‌; আমি চল্লাম।" —এই বলিয়া, তারামণি গাত্রোত্থান করিল।

"হে তারা দিদি, বার বার এইবার! তোর পায়ে পড়ি, ব'স্‌।" এই বলিয়া, মৃণাল আবার লিখিতে আরম্ভ করিল। এবার আর তারামণির ভয়ে ছিঁড়িল না। বলিল,—"তারা দিদি, এখানি ফেলে দিয়ে আর একখানা ভাল ক'রে লিখে দেব?"

"ওখানার কি হয়েছে?"

"বড্ডো বানান-ভুল হয়েছে।"

"সে আবার কি?"

"বানান ভুল।"

"যা ভুল হয়েছে, আর দু'এক ছত্র লিখে দে-না; পত্রখানা ছিঁড়্‌বি কেন?"

মৃণালবালা অগত্যা পত্রে "ইতি" দিয়া শেষ করিয়া, তারামণিকে দিল। তারামণি, পত্রখানি লইয়া, পরিধেয়-বস্ত্রের খুঁটে বাঁধিয়া মাভিকুণ্ডের নিকট খুঁজিয়া প্রস্থান করিল।

মৃণালবালা সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া, অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

মহান্ত বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। যে সমস্ত লোক দেওয়ানজীর নিকট মহান্তের নিন্দা করিয়াছিল, তাহারাই আবার মহান্তের নিকট আসিয়া দেওয়ানজীর নিন্দা আরম্ভ করিল। প্রত্যেক পল্লীগ্রামে এরূপ লোকের অসদ্ভাব নাই। দেওয়ানজীর নিকট তাঁহার অনেকগুলি কথা বলিয়া বার্ষিক লইয়াছে; পূজার কয়েকদিন আহারাদিরও বেশ বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছে। অদ্য আবার মহান্তের নিকট আসিয়া, প্রাত্যহিক জলখাবার গোবিন্দজীর ভোগের লুচির বন্দোবস্ত করিতে আসিয়াছে।"

একজন কহিল,—"গ্রামস্থ সকলেই দেওয়ানজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল আপনি না যাওয়ায়, তিনি অত্যন্ত রাগ করিয়াছেন।"

—"আমার কি অসুখ-বিসুখ হইতে নাই? তিনিই বা কোন বাবাকে প্রণাম করিতে আসিলেন? আমি গরীব ব্রাহ্মণ, তিনি ধনী, এজন্য আমাকে আপমান করিতে পারেন; কিন্তু ব'লে ত কোন অপরাধ করেন নাই।"

"তা সত্য। কিন্তু তিনি আপনার উপর অত্যন্ত রাগ করিয়াছেন; বলেন—ফৌজদারকে লিখিয়া আপনাকে গদিচ্যুত করিবেন।"

"ফৌজদার ওঁয়ার হাত ধরা কি না! আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে!"

অপর একব্যক্তি কহিল—"ও সব কথা ছেড়ে দেন। ওর মত পাপিষ্ঠ জগতে নেই; নচেৎ, সহোদর ভাইকে বাড়ী থেকে তাড়াবে কেন?"

মহান্ত কহিলেন,—"সে কাজটা কিন্তু মন্দ করে-নি! তাতে আমি নিন্দে কর্‌তে পারি নে। আমার অমন ভাই থাক্‌লে, জুতো মেরে তাড়াতাম!"

"কেন?"

"আরে—সে পাষণ্ড ভয়ানক লোক! দুঃখের কথা বল্‌বো কি, প্রত্যহ দুটী বেলা কতকগুলো লোক এনে আমার বাগান খুঁড়্‌তো। জিজ্ঞাসা কর্‌লে, বল্‌তো—'যক্ষ দিয়েছে কি না, দেখছি!' আরে মলো যা!—আমার বাগান, আমার টাকা,

আমি যা খুসী তা করি, তোর সে খোঁজে দরকার কি?"

"লোকে বল্‌ছে—মরে গেছে।"

"সে ছেলে মর্‌বার নয়—দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ। আমি দেওয়ান-ফেওয়ান কারুকে ভয় করি-নে; আমার ভয় কেবল—সেই ছোঁড়াটাকে। ছোঁড়া যেন অসুর-অবতার! একশ' লেঠে! ওর সামনে দিয়ে দেখেছি, ওর কিছুই করতে পারে-নি। বেটা বোধ হয় বিষ খেয়েও মরে না! ভীম! ভীম!"

"দেওয়ানজী—আপনাকে লম্পট, মাতাল কত কি বল্‌লেন। আবার বল্‌লেন—হুগলির ফৌজদার তাঁহার মনিব নবাবের কে হয়। নবাবের কাছ থেকে ফৌজদারের নামে অনুরোধ-পত্র আনিয়ে, আপ্‌নাকে গদিচ্যুত করবেন।"

মহান্ত কিয়ৎকাল বিমর্ষ থাকিয়া কহিলেন,—"তাঁ হ'তে আমার যদি কোন অনিষ্ট হয়—তো 'ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়'—আমিত নাগা-সন্ন্যাসী, আর আমার বংশ-নাশেরও ভয় নেই; কিন্তু আগে তাঁর সপরিবারকে কুচিয়ে নির্ব্বংশ ক'রে, তার পর না হয় নবাবের শূলে উঠ্‌বো।"

দশম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গার ধারে ডুমুরদ' নামক একটা গ্রাম আছে। গ্রামটী বেস্ বৃহৎ, অনেক ভদ্রলোকের বাস। গঙ্গার ধারেই ডুমুরদার বাজার। বাজারে বিস্তর দোকান-পাট আছে।

একটী দোকানে, বেলা ৩।৪টার সময়, একজন যুবা আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবার কাঁধে গামছা; হাতে একখানা ২।৩ হাত লম্বা নিরেট বাঁশের লাঠি, তাহা আবার আছোলা! বাম-হস্তে আর একখানা কি একটা গামছায় জড়ান। ট্যাঁকে আন্দাজ দশ-বার আনা পয়সা। যুবা দোকান-ঘরে আসিয়া, দোকানের বেড়ায় বাঁশ-গাছটা ঠেশ দিয়া রাখিলেন; এবং তক্তাপোশের উপর হাতের পোঁট্‌লাটা ধপ্ করিয়া ফেলিয়া, উপবেশন করিলেন। ঐ পোঁট্‌লার শব্দটা দোকানীর কাণে যাওয়ায়, দোকানী সেই দিকে চাহিল; এবং ট্যাঁকের পয়সার প্রতি ঘন ঘন চাহিতে লাগিল। মনে মনে ভাবিল, "আজ শুভক্ষণে রাত্রি পোহাইয়াছে। শেষ বেলায় এক কাতলা পড়িল। আজ বেস্-কিছু বক্‌রা পাওয়ার সম্ভাবনা।"

আগন্তুক হরগোবিন্দ রায়। হরগোবিন্দ কহিলেন,—"মুদি ভাই, এখানে আহারাদি হইতে পারে? সমস্ত দিন অনাহারে আছি।"

মুদি কহিল,—"গ্রামের ভিতর যান। তথায় অনেকেরই বাড়ীতে অতিথি-সেবা হইয়া থাকে রজনীতে শয়নের স্থান পর্য্যন্ত পাবেন।"

হরগোবিন্দ কহিলেন,—"বেস্ বেস্। আমি ঐ প্রকার স্থানই চাই। কিন্তু আমি ভাই বিদেশী, গ্রামের কিছুই চিনি-নে যে!"

"চলুন; আমি আপনাকে দেখাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া, অগ্রে অগ্রে মুদি ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাঁশ-হাতে হরগোবিন্দ চলিলেন। যাইবার সময় গামছায় বাঁধা পোঁট্‌লাটীও হস্তে করিয়া লইলেন। পোঁট্‌লায় বাঁধা ছিল—একটী শালগ্রাম শিলা। এই শিলা ইঁহাকে একজন সন্ন্যাসী দিয়াছেন এবং বলিয়া দিয়াছেন,—"ঠাকুরটী সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিবে। ইনি সঙ্গে থাকলে, তোমার কোন বিপদ হ'বে না। যদি হয়, উদ্ধার পাইবে।" হরগোবিন্দ যখন বাড়ী হইতে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন, ঠাকুরটী ফেলিয়া আসেন নাই।

মুদি; হরগোবিন্দকে অতিথিশালা দেখাইয়া দিয়া, প্রস্থান করিল। অতিথিশালার লোকের

তাঁহাকে পাইয়া বেশ্ সমাদর করিলেন; এবং 'হারাণকে' সঙ্গে দিয়া রন্ধনশালায় পাঠাইলেন।

হরগোবিন্দ বাটীর মধ্যে যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে অত্যন্ত ভীত হইলেন। দেখিলেন, বিস্তর লাঠি, সোঁটা, তীর, সড়্কী এবং ২০।২৫টী বন্দুকও রহিয়াছে।

হারাণ কহিল,—"তুই এখানে কেন ?"

"এরা কারা ?"

"এরা।"

"তুমি কে ?"

"হারাণ !"

"তোমার বাড়ী কোথায় ?"

"না জানে !"

"তোমরা কি জাতি ?"

"না জানে।"

"তোমার বাপের নাম কি ?"

"না জানে।"

"আমাকে বাঁচাতে পার ?"

"ভাত দেবে না।"

"আমি ভাত দেব, আমাকে বাঁচাতে পার ?"

"না পারে।"

হরগোবিন্দ বুঝিলেন,—"ইহার মধ্যে কিছু রহস্য আছে—এ বালক প্রকৃত ডাকাত নহে।" মনে মনে স্থির করিলেন,—"যদি পলাইতে পারি, ইহাকেও সঙ্গে করিয়া লইতে হইবে। আপাততঃ চারটি আহারের উদ্যোগ করি। শরীরে বল করিয়া লওয়া আবশ্যক।"

হরগোবিন্দ আহারাদি করিতে লাগিলেন। ওদিকে বাহির-বাটীতে কথোপকথন আরম্ভ হইল। একজন কহিল,—"বেটা যেন অসুর-অবতার !" আর একজন কহিল,—"আমরা অনেক লোক আছি; সপ্তরথীতে ঘিরে বেটাকে 'অভিমন্যু-বধ' কর্‌বো।" তৃতীয় ব্যক্তি কহিল,—"একটাকে যাল কর্‌তে আমাদেরও অন্ততঃ দু'একটাও তো যা'বে। তার চেয়ে, ঘুমুলে, গলাটা কেটে ফেলা যা'বে।"

আহারান্তে হরগোবিন্দ অস্ত্রাগার হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া একটী 'বাইফেল বন্দুক' পাইলেন; সেটী নারায়ণের সহিত একত্রে বাঁধিয়া, দ্বিতীয় গামছা দিয়া কোমরে বেশ করিয়া বাঁধিয়া রাখিলেন। তৎপরে বহির্বাটীতে যাইলেন, মনে কোন ভয় হইয়াছে বা ইহারা যে ডাকাত তাহা টের পাইয়াছেন—কিছুই প্রকাশ করিলেন না। দস্যুদিগের সহিত বসিয়া নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ করিতে লাগিলেন।

রজনীতে ডাকাতেরা হরগোবিন্দকে জল খাইতে উপরোধ করিল। কিন্তু তিনি 'ক্ষুধা নাই' বলিয়া অস্বীকার করিলেন। তাহারা বারংবার অনুরোধ করিয়া একবাটী দুগ্ধ খাওয়াইল। দুগ্ধে আফিং মিশ্রিত ছিল, কিছু পরে তাঁহার নেশা হইল, নেশায় অঘোর হইয়া পড়িলেন, সেই সময় তাঁহার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া একটী অন্ধকার ঘরে অবরুদ্ধ করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভাগীরথী-তীরে মহান্তের আবাস-ভবনের নিকট গোবিন্দজীর একটী বাঁধা ঘাট আছে। ঐ ঘাটকে 'গোবিন্দজীর ঘাট' কহে। ঐ ঘাটে গ্রামস্থ প্রায় অধিকাংশ স্ত্রী পুরুষ স্নান করিত। অদ্য মহাষ্টমী এজন্য অপরাপর দিন অপেক্ষা বেশী লোক স্নান করিতেছিল। প্রাচীনা স্ত্রীলোকেরা চক্ষু বুজিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। কুলবধূরা ঘোমটা দিয়া এবং গলদেশে অঞ্চলের বেড় দিয়া পূজা করিতেছিলেন। বালক-বালিকারা পূজার ফুল কুড়াইতেছিল; জলে সাঁতার দিতেছিল। অপর দিকে পুরুষেরা

বসিয়া পূজা করিতেছিলেন। গঙ্গায় আশ্বিন মাসে জল কানায় কানায় উঠিয়াছে। জল রক্তবর্ণ; কলকল শব্দে মড়ার অর্দ্ধ-দগ্ধ কাঠ, কয়লা, বৃক্ষের শিকড় এবং নানাপ্রকার লতা পাতা লইয়া স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। ঢেউগুলো ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দে তীরে লাগিতেছে। স্ত্রীলোকদিগের মৃত্তিকার শিবকে উল্টাইয়া ফেলিয়া পুষ্পাদি লইয়া পলাইতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ ফিরাইয়া দিতেছে। দেওয়ানজীও স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি, ঘোলা-জলে বস্ত্র ময়লা হইবে বলিয়া, একখানি গেরুয়া-বসন পরিধান করিয়া ছিলেন।

এই সময় একখানি প্রকাণ্ড পান্সী দূরে দেখা যাইল। গুণের মাঝিরা গুণ ঘাড়ে করিয়া ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল। দেওয়ানজী তাহাদিগকে বারংবার গুণ গুটাইতে বলায়, তাহারা সে কথায় কর্ণপাত করিল না। অধিকন্তু, তাঁহার উপর দিয়া গুণ টানিয়া চলিল। তখন দেওয়ানজী 'গুণ' কাটিয়া মাঝিদিগকে প্রহার করিতে হুকুম দিলেন। হুকুম-মাত্র, নৌকার 'গুণ' কাটিয়া দিয়া, ঘাটের ছেলে বুড়ো আদি করিয়া প্রায় সকলে, মাঝিদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। 'গুণ' কাটামাত্র পান্সীখান ১০।১২ হাত হটিয়া গিয়া 'বোঁ' 'বোঁ' শব্দে ঘুরিতে লাগিল। কিন্তু হালের মাঝি শক্ত থাকায়, নৌকাখানি রক্ষা পাইল।

নৌকাখানি ফৌজের নৌকা। ইহাতে ৩০। ৪০ জন সিপাহী ছিল এবং একজন সাহেবও ছিলেন। পান্সী কাশীমবাজার কুঠী হইতে কলিকাতায় যাইতেছিল। পান্সী রক্ষা পাইলে, সাহেব তরী তীরে লাগাইতে কহিলেন; এবং কয়েকজন সিপাহীকে হুকুম দিলেন,—'সব্ কোই কো পাক্‌ড়-লে-আও।"

যখন সিপাহিগণ পান্সী হইতে তীরে নামে, দেওয়ানজী দেখিয়া ভয় পাইল; এবং 'কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হইয়াছে' দেখিয়া, ঘাটে যত লোক ছিল, সকলকে পলাইয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। আপনিও, মহান্তের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, অপর দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। মেয়ে-পুরুষ-বালক-বালিকা যে যেখানে পারিল, পলায়ন করিল। পলাইবার সময়, অনেকে জলের ঘড়া, পুষ্পপাত্র ও শুষ্ক কাপড় ফেলিয়া পলাইল। সিপাহিগণ ঘাটে আসিয়া কহিল,—"মাঝি, কে তোদের গুণ কাটিল এবং প্রহার করিতে হুকুম দিল?"

মাঝিরা কহিল,—' একব্যক্তি গেরুয়া-বসন-পরা।"

"সে কোথায় যাইল?"

মাঝিরা কহিল,—"সে এই বাড়ীর মধ্যে পালিয়েছে।" এই বলিয়া, তাহারা মহান্তের বাড়ী দেখাইয়া দিল। এই সময়, মহান্ত বিস্তর লোক কেন ঘাট হইতে পলাইয়া যাইতেছিল—তাহার কারণ জানিবার জন্য, বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। মাঝিরা তাঁহাকেই দেখাইয়া কহিল,—"ঐ ব্যক্তি।"

তখন, সিপাহিগণ ক্রোধে অধীর হইয়া, সবলে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। অনেক ঝাড় লণ্ঠন ভাঙ্গিল, বিস্তর দ্রব্যাদিও নষ্ট করিয়া অবশেষে মহান্তকে প্রহার করিতে করিতে কহিল,—"হারাম-জাদা, সুয়ারকি বাচ্ছা! এ কা'র নৌকো জানিস্-নে!" এই বলিয়া, মহান্তকে বন্ধন করিয়া, তাহারা নৌকাভিমুখে লইয়া চলিল।

যাইবার সময় তাহারা দেখিতে পাইল—একটী প্রাচীনা স্ত্রীলোক, সাম্‌নে একখানি চেঙারীর উপর কতকগুলো হাড়ি, হাঁড়ির মুখ ময়দা দিয়া আঁটা—মহান্তের দুর্দ্দশা দেখিতেছে।

একজন সিপাহী কহিল,—"তুই কে?"

"আমি তারামণি।

"চল্।"

"কোথায় যাব?"

"কলিকাতায়।"

"চল, আমিও কলিকাতায় যা'বার জন্য গহণার নৌকার অপেক্ষা করিতেছি।"

"তোকে সাক্ষ্য দিতে হইবে।"

"সাক্ষ্য ফাক্ষ্য কোথায় পাব? দু'আনা ক'রে পয়সা দিও, তাই নিয়ে নামিয়ে দিতে হ'বে।"

"এখন চল।"

"আমার বোঝাটা মাথায় তুলে দেও।"

সিপাহী, বোঝাটা মাথায় তুলিয়া দিলে, তারামণিও, মহান্তের সঙ্গে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া, ইংরাজের নৌকায় উঠিল।

শ্রীদুর্গাচরণ রায়

নৈদাঘ-নিশীথ স্বপ্ন।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—বনমধ্যে বিনোদ, বিপিন, মানদা ও প্রমদা নিদ্রিত।

ত্রিতারা ও ভুতোর প্রবেশ; সঙ্গে বেলফুল, বক-ফুল, বকুলফুল ও বেগুনফুল প্রভৃতি পরী-গণ; তৎপশ্চাতে অলক্ষ্যে অনঙ্গ

ত্রিতারা।—এস নাথ, ব'স এই কুসুম-আসনে,
চুমিব বয়ান চারু—বড় সাধ মনে।
সাজাইয়া সুগন্ধি-গোলাপে কেশদাম,
হেরিব নয়ন ভরি, মুরতি সুঠাম।

ভুতো।—বেলফুল, কোথায়—কই?

বেলফুল।—হুজুরে হাজির এই!

ভুতো।—এস, তোমায় মাথায় গুঁজে রাখি!
কৈ, বকফুল মশায়!—আপনি কোথায়?

বকফুল।—আজ্ঞে এই যে হাজির!

ভুতো।—আচ্ছা, তুমি যাও—তৈরি থাক্-গে; বিশ্‌কর্ম্মা পুজোর দিন কচুপাতে ক'রে তুলে আন্‌বো—হাজির থেকো। কৈ, বকুল ফুল মশায়—আপনি গেলেন কোথায়?

বকুলফুল।—দাসী আজ্ঞাধীনা সদা!
কি আদেশ পালিব এখনি।

ভুতো।—অত সঙ্কোচে আর কাজ কি!
এস তোমায়, মাথায় তুলে রাখি!

ত্রিতারা।—
প্রাণনাথ, শুনিবে কি—সঙ্গীত মধুর!

ভুতো।—গাওনায় আমি খুব বাহাদুর!
দলের মধ্যে 'সেরা' একটর!

বাজনাও আমি যেমন বুঝি, তেমন আর কেউ নয়। কি বল ভাই!—বাজনার মধ্যে যদি বল তো ঢাক!—কি মধুর ঠাণ্ডা বাদ্যি ভাই! আমি বড় ভালবাসি ঢাকের বাদ্যি!—ভাল নয় কি ভাই?

ত্রিতারা।—
কিবা দ্রব্য খাইতে বাসনা প্রিয়তম!

ভুতো।—
রাঙা রাঙা ভাত, শুট্‌কী মাছের ঝোল,
পুঁই-ডাঁটার চর্‌চরি!
আহা-হা! আমরি!

ত্রিতারা।—দধি দুগ্ধ ক্ষীর সব নবনী মাখন।
কিবা অভিমত নাথ, করি আয়োজন।

ভূতো।—গুড় আর মুড়ি, একটা পাকাকলা!
আহা! যেন সক্‌সক্ কর্‌ছে এ নোলা!
পার্‌তো করগে যোগাড় গপাগপ্ খাবো!
ঘুম্ আস্‌ছে আমার এখন আমি ঘুমবো।
একটুখানি সরে যাও, মিনতি তোমায়।
মানা ক'রে দিও সবে, যেন না জাগায়।

ত্রিতারা।—
নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে কর শ্রান্তি দূর;
এ কর-পল্লবে দাসী, করিবে ব্যজন।
পরীগণ! যাও এবে নিজ নিজ স্থানে।

[পরীদের প্রস্থান।

অনুরাগে ফুলময়ী মাধবীবল্লরী,
ভুজপাশে তমালে বেড়িয়া রহে সদা;
ফুল্লফুলে শোভাময়ী কতই লতিকা—
পাদপের ঊষর কণ্টক দেহ'পরে—
ঘিরে রহে হীরক-অঙ্গুরী সম ছাঁদে;
প্রাণনাথ-পাশে দাসী রহিবে তেমতি।

[উভয়ের নিদ্রা।

(পঙ্কুর প্রবেশ।)

অনঙ্গ।—(অগ্রসর হইয়া)
এস পঙ্কু, দেখেছ কি অদ্ভুত কৌতুক?
ক্ষোভ হয়, দেখে হেন বিহ্বল প্রণয়!
বনান্তে সেদিন যবে দেখা মোর সনে;
বাধিল উভয়ে দ্বন্দ্ব; তিরস্কার কত
করিলাম তায়—ঘৃণিত পশুর পিছে
প্রেম-অন্বেষণ-হেতু! আশ্চর্য্য পতন!-
কি কৌতুক!—সুবাসিত ফুলের মুকুটে
সাজাইয়া দেয় রাণী রাসভের শির!
নিশির শিশির শোভে গোলাপ-মুকুলে
সুচিকন মুক্তাবিন্দু প্রায়; এবে হায়,
নয়ন-পল্লবে বসি' অশ্রুরূপে যেন,
বিলাপিছে আপনার অসম্মান হেরি!
ইচ্ছামত তিরস্কার করিলাম কত;
শীলতায় শান্তি-ভিক্ষা মাগিল তখন।
চাহিলাম বালকে আবার; বিনা-বাক্যে
করিল অর্পণ—নিজ সহচরী সহ,
পাঠাইলা পরীরাজ্যে নিকুঞ্জে আমার
করগত আজি সে কুমার; যাই এবে
দৃষ্টির বিভ্রম তা'র করি গিয়ে দূর।
নিদ্রামগ্ন বৈজয়ন্তবাসী সূত্রধর;
দেও পঙ্কু, খুলে দেও মুখোস তাহার;
নিদ্রাভঙ্গে—জাগরণে, সবাকার সনে—
ফিরে যাহে যেতে পারে বৈজয়ন্তপুরে।
অমূলক স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছু যেন,
মনে কেহ নাহি ক'রে রাত্রির ঘটনা।
যাই আমি, রাণীর বিভ্রম করি দূর।

[চক্ষে ফুলের রস দিতে দিতে।

'যেমন ছিলে, তেম্নি হও,
যেমন দেখ্‌তে, তেম্নি চাও,
মদন-শরে, ফুলের রসে,
পাও সে বল, উঠহ হেসে।'
প্রাণের ত্রিতারা! উঠ পরীরাণী!

ত্রিতারা।—
নাথ! নাথ! একি দেখি অদ্ভুত দর্শন!
গর্দ্দভের প্রেমে মুগ্ধ ছিনু এতক্ষণ!

অনঙ্গ।—
ভালবাসা তায় প্রতি পড়েছে তোমার।

ত্রিতারা।—
কেমনে ঘটল হেন অদ্ভুত ব্যাপার!
কি ঘৃণা! লজ্জার কথা! হা ধিক আমার!

অনঙ্গ।—
বৃথা অনুতাপে আর কিবা প্রয়োজন?
পঙ্কু, এখন মুখোসটা ওর মাথা থেকে সরিয়ে ফেল। প্রিয়ে ত্রিতারা! তুমি গান গাও।

[ত্রিতারার গান।]

মধুর সঙ্গীতে মুগ্ধপ্রাণ। এস প্রিয়ে,
ভ্রমি ধীরে নিদ্রালুদিগের দিকে গিয়ে।
কপোত-কাপোতী সম আমরা দু'জন—
বদ্ধ পুনঃ হইলাম নব অনুরাগে।
প্রমোদিনী নিশিথিনী কালি সুরপুরে—
পরিণয়-উৎসবে প্রমত্ত হ'বে সবে;
সুরেশ্বর মিলিবেন হেমলতা সনে—
আনন্দ-লহরী চির-বিজলী খেলিবে।
সে আনন্দ দ্বিগুণিত করিবারে প্রিয়ে,
নৃত্যগীতে সুরেশ্বরে তুষিব আমরা।

পক্ব।—পরীরাজ! আজি কি আনন্দ অনুপম!
প্রভাতী-কাকলী-গীতি গায় মনোরম।

অনঙ্গ।—হের প্রিয়ে, নীরবে নিশীথ চলি যায়;
আমরাও ধরি এস, পদাঙ্ক তাহার।
চঞ্চল চরণে চাঁদ চলে কক্ষপথে,
পশ্চাতে তাহারে ফেলে চল গৃহে যাই।

ত্রিতারা।—এস নাথ যাই তবে আপন আলয়ে।
যাত্রাকালে ব'লো মোরে রাত্রির ঘটনা;
কি হেতু নরের সহ, ভূমির উপরে,
নিদ্রিত ছিলাম আমি, আপনা ভুলিয়া!

[উভয়ের প্রস্থান।

শ্রীমোহিতগোপাল লাহিড়ী।*

* বড় গুরুভার মস্তকে লওয়া হইয়াছে—যখন "বৈশাখ-নিশীথ-স্বপ্নের" পরিসমাপ্তির ভার গ্রহণ করিয়াছি। একে মহাকবি সেক্সপীয়রের প্রণীত নাটকের (A midsummer night's Dream) বিদেশীয়-ভাব-মূলক গভীরভাপূর্ণ ভাষার অনুবাদ, তাহাতে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের চিন্তাশীল মস্তিষ্কের অনুসরণ—বড় অসম্ভাবনীয় কঠিন কার্য্য। বিদেশের রীতি-পদ্ধতি—এদেশীয়ে সমীকরণ, একে তো তাহাই দুরায়াসসাধ্য; তাহার উপর আবার কবিবরের আরম্ভের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া—তাঁহার মনোভাব দূর হইতে ধারণা করিয়া লওয়া—আরও শক্ত কথা। সুতরাং এই কঠিন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া আমি যে হাস্যাস্পদ হইব, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে সে বিষয়ে এই আমার একমাত্র ভরসা—এই দায়িত্বের গুরুত্ব বুঝিয়া, সহৃদয়মাত্রেই আমার এ ত্রুটি মার্জ্জনা করিতে পারিবেন আর, সেই সাহসেই এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি—নচেৎ কৃতকার্য্যের আশা যে অল্প, তাহা জানি।

——লেখক।

বিষস্য বিষমৌষধম্।

একণে আবার জগদ্বন্ধু বাবুর বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া আরও দুই চারিটি কথা সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে। তিনি তাঁহার প্রবন্ধের যে স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া "বিষস্য বিষমৌষধম্ রচনাংশের সহিত হোমিওপ্যাথির সম্পর্কহীনতা" দেখাইতে চেষ্টা করিবেন বলিয়া, লিখিতে লিখিতে প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন; সেই অংশটুকুতে "অনধিকার চর্চ্চা (তাঁহার কথাতেই আমিও বলি) করিতে গিয়া" তিনি নিজেও "অনধিকার-চর্চ্চা-মূলক কথা লইয়া বাড়াবাড়ি করিয়া কেন যে ভ্রমের ছড়াছড়ি করিলেন" আমিও "তাহা বুঝিতে পারিলাম না।"

ভ্রম ঘটিয়াছে—নানা প্রকারে। প্রথমতঃ ভাষায়, দ্বিতীয়তঃ অসাবধানতায়, তৃতীয়তঃ অনুসন্ধান-হীনতায়, চতুর্থতঃ বুঝিবার ক্রটিতে। নিম্নে একে একে দেখান যাইতেছে।

প্রথমতঃ—ভাষার ভ্রম এই যে, "উদ্ভেদিক" এবং "উদ্ভিজ্জজাত"—ইহা ব্যাকরণ-গত ভুল। এরূপ ভুল 'কম্পোজের' দোষেও হইতে পারে, অনবধানতায়ও ঘটিতে পারে; এটি বক্তব্যও নয়। কিন্তু জগদ্বন্ধু বাবু লিখিতেছেন,—"চক্রদত্ত-মতে এই সকল বিষের প্রতিষেধক (Antidote) যে সকল আছে ইত্যাদি।" জগদ্বন্ধু বাবু "প্রতিষেধক" শব্দটীর ইংরেজী প্রতিশব্দ "Antidote" লিখিয়াছেন; এখানে পরিভাষা-গত ভুল হইয়াছে। বিষ বা কোন দ্রব্যের ক্রিয়া যাহা জীব-শরীরে প্রকাশ পায়, তাহার বিনাশ-সাধন (Neutdralization) নিমিত্ত যাহা ব্যবহৃত হয়, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পরিভাষায় তাহার নামই 'Antidote'। যথা,—

"Agents which alter the nature of poisons and either render them completely inert or greatly diminish their activity are denominated antidotes."

Vol. I. Pereira's Materia Medica

কিন্তু 'প্রতিষেধক' তাহা নহে। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ কোন রোগ চিকিৎসার জন্য যে সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার শীর্ষস্থানে রোগের নাম দিয়া "প্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ" এইরূপ লিখিয়াছেন। যথা:—বৃন্দ বাগ্‌ভটে:—"নাসারোগ-প্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ"; "জ্বররোগ-প্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ", "মুখরোগ-প্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ", ইত্যাদি। চরক-সংহিতার ঐরূপ স্থলে "চিকিৎসিতং" এইরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ইংরেজী চিকিৎসা-গ্রন্থে ঐরূপ স্থলে "antidote" শব্দ ব্যবহার করা হয় না; "treatment শব্দ" লিখিত হয়। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, "প্রতিষেধ" শব্দের প্রতিশব্দ "Antidote" নহে, বরং "treatment" হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ।—অসাবধানতা এই যে, 'চক্রদত্ত' হইতে বিষচিকিৎসার ঔষধাবলীর তালিকা করিয়া জগদ্বন্ধু বাবু আমাদিগকে দেখাইতেছেন যে, চক্রদত্তে বিষের ঔষধ ৫৭টী মাত্র আছে। এইখানে তাঁহার দুটী ভ্রম। তিনি যে তালিকা করিয়াছেন, তদৃষ্টেই দেখা যায় যে, ঔষধাবলীর সংখ্যা ৫৭ না হইয়া ৬৩ হওয়া উচিত কারণ, পঞ্চলবণ একটী দ্রব্য নহে; ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটী দ্রব্য—প্রত্যেকটিই ভিন্নগুণবিশিষ্ট। ত্রিকটুও তিনটী পদার্থ। যাউক, এ ভ্রমও যৎসামান্য মনে করিতে পারি। কিন্তু যে অধ্যায় হইতে তিনি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই অধ্যায়ের মধ্যেই বিষ-চিকিৎসার প্রায় আরও চল্লিশটী ঔষধ তাঁহার তালিকায় উদ্ধৃত করা হয় নাই; কিন্তু হওয়া উচিত ছিল। কেবল চক্রদত্তকৃত সংগ্রহেই যে বিষ-চিকিৎসার কত ঔষধ আছে, উহা দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইত। চক্রদত্তের বিষ-চিকিৎসার শেষভাগে "মৃতসঞ্জীবনোগেদ" নামক যে ঔষধটী আছে, তন্মধ্যে অনেক ঔষধ অতি প্রয়োজনীয়; তাহা উদ্ধৃত না করায়, অসতর্কতা-নিবন্ধন তালিকাটীতে গুরুতর ভ্রম ঘটিয়াছে।

তৃতীয়তঃ।—অনুসন্ধানের অভাব জন্য যে ভ্রম ঘটিয়াছে, জগদ্বন্ধু বাবু নিজেই যখন একরূপ বুঝিয়াছেন, তখন সে সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই ভাল ছিল। কিন্তু বিষয়টী আবশ্যকীয়; সুতরাং সে সম্বন্ধেও দুই একটী কথা বলা প্রয়োজন হইতেছে।

এই প্রবন্ধে জগদ্বন্ধু বাবু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রমসংকুল—এই সমালোচ্য অংশ; সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার ধৃষ্টতা প্রকাশও এইখানেই হইয়াছে।

একমাত্র "চক্রদত্তের" বিষ-চিকিৎসার ঔষধাবলীর একটী নিতান্ত অসম্পূর্ণ তালিকা গ্রহণ করিয়া এবং আয়ুর্ব্বেদের অন্যান্য গ্রন্থের কোন মর্ম্ম না বুঝিয়াই, জগদ্বন্ধু বাবু 'বিষস্য বিষমৌষধম্ কথাটী একবারেই আয়ুর্ব্বেদ সম্মত নহে বলিয়া, দম্ভের সহিত সর্ব্বজন-সমাদৃত একখানি পত্রিকায় এরূপ একটী কথাকে অনায়াসে জনসমাজে প্রচার করিতে সাহসী হইলেন—বড়ই আশ্চর্য্য। চরক যে স্পষ্টতঃই বলিতেছেন,—

"জঙ্গমস্যাদধোভাগমূর্দ্ধভাগস্তমূলজং,
তস্মাদ্রংষ্ট্রি বিষং মৌলং হন্তি মৌলংচ দ্রংষ্টিজং।"

চিকিৎসিত স্থানম্ চরকে।

ইহা বৈজ্ঞানিক কি না, জানি না; কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে আছে। ইহাতে স্পষ্টতঃই কি দেখা যাইতেছে না যে—জঙ্গম বিষ উদ্ভিজ্জ মৌল বিষকে হনন (Neutralise) করে এবং উদ্ভিজ্জ মৌল বিষ জঙ্গম বিষের বিনাশ সাধন করে! ইহা হইতে আরও স্পষ্টতর কথার আবশ্যক আছে কি? আয়ুর্ব্বেদে তাহাও আছে: যথা,—

"বিষং বিষঘ্নমুক্ত যত্তৎ প্রভাব প্রভাবতঃ।

বোধ হয়, এতৎ সম্বন্ধে ইহাই প্রচুর প্রমাণ।

তার পর, জগদ্বন্ধু বাবু লিখিতেছেন, কালিদাসের 'বিষস্য বিষমৌষধং' কথার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। কিন্তু "বিষস্য বিষমৌষধম্" কথাটি যে খুব বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে স্থাপিত, তাহা ১৮৭২ সালের "Report of British Association for the advancement of Science" নামক পুস্তকে অন্তর্নিবিষ্ট "Thos. R. Fraser, M. D.' লিখিত "Report on the antagonism betueen the action of the active substances" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেই জগদ্বন্ধু বাবুর এই ভ্রমাত্মিকা ধারণা অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইবে।

এখন বিষ-চিকিৎসা-সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা লিখিলেই, প্রস্তাব উপসংহার করা যাইতে পারে।

বিষ যখন মানুষের দেহে প্রবিষ্ট হয়, তখন বিবিধ উপায়েই তাহার চিকিৎসা করা হইয়া থাকে। 'বেলাডনা' একটী বিষ, 'ওপিয়ামও' একটী বিষ; অথচ উভয়েই উভয়ের 'Antidote' বা বিষঘ্ন। তাই বলিয়া 'ওপিয়াম' দ্বারা বিষাক্ত হইলে সেই বিষের ক্রিয়া বিলোপ-সাধন করিতে যে পরিমাণে 'বেলাডনার' আবশ্যক, তাহা কখনই ব্যবহৃত হয় না; তজ্জন্য অন্যান্য উপায়ও অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু দৈহিক-যন্ত্রনিচয় তদবস্থায় যে পরিমাণে 'বেলাডনার' বেগ সহ্য করিতে পারে, যুক্তি পূর্ব্বক সেই. সেইটুকুই প্রয়োজ্য। তজ্জন্যই আয়ুর্ব্বেদে লিখিত আছে,—

"বিষং প্রাণহরং তচ্চ যুক্তি যুক্তং রসায়নং।"

বুঝিবার ত্রুটিতে জগদ্বন্ধু বাবু যে ভ্রম করিয়াছেন, তাহাও এখন বুঝা যাইবে। 'বিষস্য বিষমৌষধম্' কথাটী যে একবারে যুক্তিবিহীন নয় (হোমিওপ্যাথির সহিত কোন সম্বন্ধের কথা এখানে বলা হইতেছে না), জগদ্বন্ধু বাবু একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিতেন।

আয়ুর্ব্বেদে যে সমস্ত বিষ-চিকিৎসা আছে, তাহার অনেক স্থলেই যে বিষের ঔষধ বিষ, তাহা বিষ-চিকিৎসা-প্রণালী দেখিলেই প্রতীয়মান হয়। শুদ্ধ বিষের দ্বারাই যে বিষের চিকিৎসা করিতে হইবে, ইহা আয়ুর্ব্বেদের অভিপ্রায় নহে। পীত-বিষ অর্থাৎ আমাশয়ে প্রবিষ্ট বিষের চিকিৎসায় বমিকারক ঔষধের ব্যবস্থা চক্রপাণি দত্ত ও করিয়া রাখিয়াছেন। যথা,—

"পীতো বিষস্যাৎ বমনঞ্চ তৎগন্ধে,
প্রদেহ সেকাদি সুশীতলঞ্চ।

চরকও বমনের ব্যবস্থাই দিতেছেন,—

"আদৌ বামাশয়গে বমনং ত্বগ্‌স্থে স্বেকাদি।"

ইনিই সর্পকাট ও গরবিষ শান্তির জন্য লিখিতেছেন,—

"নাগদন্তী ত্রিবৃদ্দন্তী প্রকুপরঃ ফটৈঃ
সাধিতং মাহিষং সর্পিঃ সগোমূত্রাঙ্কংহিতং।"

ইহাতে ঘৃত ও গোমূত্র ভিন্ন যে কয়েকটী দ্রব্য আছে, উহারা ভেদ ও বমনকারক।

গরবিষ শান্তির জন্য বাগ্‌ভটও বমনের ব্যবস্থাই করিয়াছেন। যথা,—

"গরার্ত্তো বান্তবান্ ভুক্ত্বা তৎপশ্চাৎ পান-ভোজনম্"

সর্পবিষ চিকিৎসায় বাগ্‌ভট অনেক প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া, একস্থানে ঐ বমনবিধিই প্রদান করিয়াছেন। যথা,—

"বমনৈর্বিষহৃদভিশ্চ নৈবং ব্যাপ্নোতি তৎনমুঃ।"

কফাধিক্য-বিষেও বমনকারক ঔষধের ব্যবস্থা,-

"যষ্ট্যাহ্ব মদনা ক্ষৌদ্র জালিনী সিন্ধুবারিকা,
কফে শ্লেষ্মান্বুনা পীত্বা বিষমাশু সমুদ্বমেৎ।"

কুক্কুর-বিষে বমনকারক ঔষধের ব্যবস্থা।

"কোষাতক্যাঃ শুকাখ্যায়াঃ ফলং জীমূতকস্য চ,
মদনস্য চ সঞ্চূর্ণ্য দধ্না পীত্বা বিষং বমেৎ।"

"বিষদোষে স্তন্যরোগে মন্দেহগ্নৌশ্লীপদে-হৃদ্রোগে।"

ফলতঃ আয়ুর্ব্বেদ হইতে এইরূপ বহুতর প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, বিষ-চিকিৎসায় বমিকারক ঔষধের ভূয়ো ভূয়ো ব্যবস্থা রহিয়াছে।

'এলোপ্যাথি' মতেও বিষ-চিকিৎসা প্রণালীটী কিয়ৎপরিমাণে এইরূপ। সুবিখ্যাত মেটেরিয়া মেডিকাকার "Jonathon Pereera, M. D. F. R. S" তদীয় মেটেরিয়া মেডিকার প্রথম খণ্ডে লিখিয়াছেন;—

"The most important is the removal of the poison from the part to which it has been applied. From the stomach it is removed by the stomach pump, by the use of emetics, by promoting vomiting, by diluents and demulcents.

(As for the emetics) m ore effective emetics are one or two scruples of sulphate of zinc or 5 to 15 grains of sulphate of copper."

(2) "In poisoning by caustic or acrid substances, considerable relief is generally obtained by the use of diluents, oily, mucilagenous and other demulcent liquids and fine impalhable powders. These substanuees lessen the injurious action of poisons by diluting and enveloping them by sheathing the mucous surface of the stomach and intestines and by obstructing absorption. Hence I have termed them mechanical antidotes."*

এলোপ্যাথিক বিষ-চিকিৎসায় যে বমনের বিধি আছে, জগবন্ধু বাবুও তাহা জ্ঞাত আছেন। আয়ুর্ব্বেদে বিষ-চিকিৎসার অধিকাংশ স্থলেই যে বমনের বিধি আছে, তাহা উদ্ধৃত বচনগুলিতেই প্রমাণ করিয়া দিতেছে। বমনকারক ঔষধগুলি যে প্রায়শঃই বিষাক্ত, জগদ্বন্ধু বাবু যখন চিকিৎসা-শাস্ত্র কিছু কিছু দেখিয়াছেন, অবশ্যই তাহা বুঝিতে পারেন। বিষ-চিকিৎ-

* সম্ভবতঃ এই কারণেই আয়ুর্ব্বেদের স্থানে স্থানে বিষ-চিকিৎসায় ঘৃতাদি ব্যবহারেরও বিধি আছে। বাগ্‌ভট্ বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বেষু সর্ব্বাবস্থেষু বিষেষু ন ঘৃতোপমম্,
বিদ্যতে ভেষজং কিঞ্চিদ্বিশেষাৎ প্রবলেঽনিলে॥"

ঘৃত বিষ না হইলেও Meachanieal Antidote হইয়া কার্য্য করে।

সায় ব্যবহৃত ঔষধাবলীর মধ্যে উদ্ভিজ্জ ও খনিজ বিষ অনেক আছে। যথা,-

নাগদন্তী, করবী, কর্কোটক, করঞ্জ, গুঞ্জী, ইন্দ্রবারুণী, শ্বেতকরবীর মূল, তাম্রচূর্ণ, রসাঞ্জন (Antimony)। মে মদন ফল বমিকারকরূপে পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে, উহার অপর নাম বিষফল। এই সমুদয় পদার্থের একটু মাত্রাধিক্য হইলেই ভেদ ও বমি হইয়া বিষক্রিয়া প্রকাশ করে; অথচ, ইহারা এবং এতাদৃশ বহুবিধ ঔষধ বিষ-চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়াছে; অর্থাৎ বিষ-চিকিৎসার বিষও ব্যবহৃত হইয়াছে। বিষের ঔষধ যে বিষ, তাহা এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইল কি না, জগদ্বন্ধু বাবু এখন একবার বেশ ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিতে পারেন।

উপসংহার করার পূর্ব্বে দুটী কথা বলিয়া রাখার আবশ্যক।—

১ম। ঔষধ শব্দ দ্বারা যে কেবল (Chemical antidote) বুঝিতে হইবে (যেরূপ জগদ্বন্ধু বাবু বুঝিয়াছেন), তাহা নহে। চরক বলেন,—

'ভেষজ নাম তদ্ যদুপকরণায়োপ কল্পতে-
ভিষজোঃ

ধাতু সাম্যাভি নির্বৃত্তৌ প্রযতমানস্য
বিশেষতশ্চোপায়াস্তেভ্যঃ।"

বিমানস্থানং, চরক-সংহিতা।

অর্থাৎ,—চিকিৎসক ধাতু-সাম্যের জন্য প্রবৃত্ত হইলে যে যে বস্তু উপকরণরূপে কল্পিত হয়, তাহার নাম ঔষধ।

২য়তঃ। "বিষের ঔষধ বিষ" এই কথায় বিষের ঔষধ বিষ ভিন্ন যে আর কিছুই নহে, এমন অর্থই বা জগদ্বন্ধু বাবু কেন করেন? 'ফলের দ্বারা ক্ষুধা নিবারিত হয়' এই কথায় এমন অর্থ কি হইতে পারে যে, ফলভিন্ন অন্য কিছুতেই ক্ষুধা নিবারিত হইতে পারে না? এইরূপ বাক্যে এমন বাধকত্ব কি আছে যে, একের গুণ প্রকাশ করিতে অন্যের গুণ-সম্বন্ধে বাধা পড়ে?

যাহা হউক, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বিবিধ বিষ-প্রতিকারে অন্যান্য ঔষধ ব্যবহারের ন্যায় বিষাক্ত ঔষধের যথেষ্ট ব্যবহার আছে। শ্বেত করবী, আর্সেনিক, রসাঞ্জন (Antimony) প্রভৃতি তো আছেই; অধিকাংশ স্থলেই বমনকারক ঔষধের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বমনকারক ঔষধ বিষাক্ত। বিশেষতঃ,—

"১। সমপীতেন তেনৈব সমদ্যোনোপশম্যতি
"২। তস্মাদ্ দংষ্ট্রি বিষং মৌলং হন্তি
মৌল চ দংষ্ট্রিজং।"
"৩। বিষং বিষঘ্নমুক্তং যস্তং প্রভাবপ্রভাবিতং।"

ইত্যাদি বচন দ্বারা প্রতিপন্ন হইল 'বিষস্য বিষমৌষধম্' শ্লোকাংশ নিশ্চয়ই আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত। তদ্ব্যতীত, ডাক্তার সার্পের বক্তৃতা হইতে যেটুকু উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ন্যায় সুবিখ্যাত ও সুবিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের গ্রন্থের ১৯ ও ২১ পৃষ্ঠায় "বিষস্য বিষমৌষধম্" বাক্যের সহিত হোমিওপ্যাথির যে সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে যথেষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, আলোচ্য শ্লোকাংশের সহিত হোমিওপ্যাথির সম্বন্ধ আছে।

উপসংহারে একটী কথা বলা আবশ্যক। জগদ্বন্ধু বাবু একজন অসামান্য প্রতিভাশালী ব্যক্তি, সাহিত্য-সংসারে উচ্চ-পদবীতে অধিষ্ঠিত। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির কোন কথায়, লোকের ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। সুতরাং তাঁহার সামান্য ত্রুটিও উপেক্ষা করা অনুচিত। করিলে, অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। সুতরাং প্রতিবাদস্থলে কোন রূঢ় কথা বলা হইয়া থাকিলে, উদ্দেশ্যের উপযোগিতা বুঝিয়া, তিনি মার্জ্জনা করিবেন—ভরসা করি।

শ্রীরসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।

কবি-কুটীর।

অভিযোগ।

তোর কাছে এত সুধা
এত শান্তি আছে—
না বুঝিয়া গিয়াছিনু
মানুষের কাছে!

'ওমা' মাগিতে 'ও মা' যাচিতে,
'সুধা দেও দেও' বলি মাগিতে,
'মন দেও দেও' বলি কাঁদিতে।

তারা বড়ই কাঙাল, কোথায় পাবে!
তারা প্রেম যে কি ধন, নাহিক ভাবে!

কেমন ক'রে আমায় তবে,
দেবে প্রেমের ভাগ!
নাহিক তাদের ব্যথা-বোধ-
নাহিক অনুরাগ!

শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী

রসিকা।

(ধানশ্রী)।

সখি! রসিক নিরখি পীরিতি কিয়ব,
শ্যাম সে রসিকরাজ।
রস-বৃন্দাবনে বসতি কিয়ব অনদেশে নাহি কায॥
রসের বসনে দেহ আবরব চলব রসের বাট।
রসের বাজারে রসের সওদা কিয়ব রসের হাট॥
পীরিতি-রসের রসনে উজলি ভূষণ পিঁধব গায়।
রসের সরসে সিনান কিয়ব রসের সরোজ বায়॥
রসের বাতাসে নিঃশাস তেজব
নাহিব রসের ঘাটে।
রসের বালিশে আলিস রাখব
শুতব রসের খাটে॥
রসের বাগানে কুসুম তুলব ভরিয়া রসের ডালা।
রসেভরা ফুলে বঁধুর লাগিয়া গাঁথব মোহনমালা॥
রসের তিলকে অলকা তিলকা
রসকলি দিব নাকে।
রসের কাজলে উজলব আঁখি
রসের পরাগ মুখে॥
রসের মন্দিরে বিরাজ কিয়ব রসের আগর দ্বারে।
বিরস বদন দেখিলে সখির খেদাইয়া দিব দূরে॥
রসের অঞ্জন রসের মঞ্জন রসের তাম্বুল মুখে।
রসিক রঞ্জনে পরম যতনে হার কিয়ব বুকে॥
রসিক নিরখি নাগর কিয়ব গাহিব রসের গাথা।
রসিক মিলিলে বিরলে বৈঠই কহব রসের কথা॥
রসিক ভ্রমর যে ফুলে বিরাজে
সে ফুলে গাঁথব মালা।
রসিক দেখিলে পরম আদরে
সাজাব তাহার গলা॥
রসিক পাইলে চরণ পাকড়ি শুনব রসের কথা।
রসিক নাগর যে দেশে যায়ব পলাইয়া যাব তথা॥
রসের বাজারে রসিক বিরাজে
রসের হিল্লোল তায়।
রসিক পাইলে তাহারে কহিলে
মরমের দুঃখ যায়॥
রসিক সুজন সহিত মিলন মণি-কাঞ্চনের যোগ।
রসিকের সহ রসিকা-মিলনে মাহেন্দ্র-লগন-ভোগ॥
রসিক মলয় রসিকা যমুনা রসের হিল্লোল তায়।
রসরাজ ভণে রসের কদম্ব তলায় রসিক রায়॥

শ্রীরসিকলাল দত্ত।

শ্রীমতীর ঝগড়া।

জ্বালাতন !—জ্বালাতন !—জ্বালাতন ! লোকের কাছে আর মুখ দেখান যায় না! বল দেখি তোমরা সবাই—এখন হ'তে গেল কলির বিংশ-শতাব্দী—এতদিন যা' সয়েছি সয়েছি—এ কালেও কি আর ওসব স'য়া যায় ? বলি, মেয়েমানুষ-আমাদের নিয়েই তো তোমাদের মান!—কেমন গা ? —কি বল পুরুষ-ম'শায়রা !—কথাটা স্বীকার কর কি না ? কিন্তু, সেই আমাদের প্রতিই এতটা অপমান ! কথায় কথায় অপমান !

বলি, আরও কি খুলে বল্‌তে হবে ? বলি—এই আপনাদের—এই তোমাদের—এই তোমাদের জাতভাইদের—এই কবিদের—হতচ্ছাড়া হাড়হাবাতে পোড়ারমুখো 'অথরদের'—জ্বালায় জ্বালাতন হলাম যে! কেন ?—এত বিদ্রূপ—এত হেনেস্থা কেন ? কেন ?—হয়েছে কি ?—আমরা কি সত্যি-সত্যিই "থপ্‌ থপ্‌" করে পা ফেলি ?—সত্যিই কি আমাদের পায়ে জল ভার গোদ হয়েছে ? দেখ দেখি আস্পর্দ্ধাটা একবার! আমরা হলেম কি না—"গজেন্দ্র-গামিনী !" অর্থাৎ, গজ কিনা 'হস্তী'—হাতী ! আর, আমাদের পা-দুখানা হলো কিনা—হাতীর পায়ের মত—বড় বড় গাছের গুঁড়ির মত—গেঁজ-বেড়োনো গোদের মত! আর, আমরা চলি কিনা—আস্তে, আস্তে, আস্তে—থপ্‌, থপ্‌, থপ্‌ ! আ-মরণ মিন্সেরা, একেবারে চোখের মাথা খেয়ে বসেছিস্‌ নাকি ?

আহা! আমাদের কেমন সরু সরু গোল-গাল পা-দুখানি ! বিশেষ, আজকালকের তো কথাই নেই ! এত ক'রে চেপে চেপে সরু সরু জুতোগুলো পায়ে দিয়ে, (যাকে 'লেডিজ সু' বলে গো—লেডিজ 'সু') কেমন নিটেলেটি গোলগালটি দাঁড় করান গিয়েছে! তারেই কি না বলে—হাতীর পায়ের মত থপ্‌থপে পা ? সেকালে বল্‌লেও বরং খাট্‌তো কতকটা—কারণ, তখনকার কতকগুলো অসভ্য 'বার্ব্বারাস্‌' মাগীরা—'নেকেড্‌' পায়ে থাক্‌তো। কিন্তু এখন আর তা নেই গো—তা নেই! এখন খট—খট্‌—খট্‌!

আমাদের পা হাতীর পা! বল্‌তে একটু লজ্জা করে না ? বলি, তা হ'লে কি আর এই পায়ের তলায় এত গড়াগড়ি যেতে ? দ্বাপরের শেষে সেই কেষ্ট-ঠাকুরটি থেকে, আর তুমি-তিনিটী পর্য্যন্ত, বল দেখি দিব্বি ক'রে, এই পায়েই দিনের মধ্যে ধর ক'বার ক'রে ? তবু—সুবিধে পেলে, এত বিদ্রূপ!—এত অপমান! পোড়ারমুখো কবিরা—হতচ্ছাড়া 'অথরা' ! —আর কি উপমার যায়গা পাওনি ? তাই পায়ে ধ'রে অপমান করা ?

শুধুই কি তাই ? শুধু কি ঐ ব'লেই খালাস ? আরও ব'লে কি না—আমরা তাদের গায়ে-পড়া—তাদের না জড়িয়ে ধরলে আমাদের আশ্রয় নেই—আমরা "তমালে জড়িতা লতা !" কেন ?—মরতে লতা হ'তে যাব কেন ? আ-মর পোড়ার-মুখোরা ! আমরা লতা, না তোরা লতা ? তোরাই আমাদের জড়িয়ে থাকিস্‌, না আমরা ? আমরা আশ্রয় না থাক্‌লে, তোরা দাঁড়াতিস্‌ কোথায় বল্‌ দেখি ! আপিসে সাহেবদের তাড়া খেয়ে

এসে,কা'র কোলে মাথা রেখে জিরুতে পারতিস? আমাদের অঞ্চল না ধর্‌লে, কোন্ কাজ্‌টা তোরা কর্‌তে পারিস—বল দেখি। তবু আমরা হ'লাম লতা, তোদের জড়িয়ে ধরে তবে দাঁড়াতে পারি। সেকালে বল্‌লেও বা খাট্‌তে পার্‌তো কতকটা। কিন্তু এখন সব 'সাম্য স্বাধীনতা মৈত্রীর' রাজ্য—এখন সব 'সেম্ সেম্'—এখন আর ও কজ্‌রকী খাটে না। এখন স্ত্রী পুরুষ সম্প্রদান। কিন্তু পারে না কি তবু। এই অপমান করা।

ভাল, দেশে কি লোক নেই একজনও? শুনতে পেলাম দিনদিন বঙ্গগৌরব বংশের মত দেশে শত শত নারীহিতৈষী নবরত্নের জন্ম হচ্ছে; কিন্তু, আমাদের প্রতি পুরুষজাতির এই অপমান—এর প্রতিকার কেউ কর্‌তে পারে না? আর পোড়া-কোম্পানীও নিতি্য নতুন কত আইন কর্‌ছে; তারাও কি এর একটা কোন বিহিত কর্‌তে পারে না? আইনে সত্যি কথা বল্‌বার যো নেই—চোরকে চোর বল্‌লে চোর-ম'শায়ের মানহানি করার অপরাধে ৫০০ ধারায় জেলে যেতে হয়, আর এই মিথ্যে গ্লানিগুলো—বিশেষ এই অবলা সবলা মহিলা কুলবালার উপর—এর কি একটা প্রতিকার হয় না?

শ্রীমতী অবলাবালা

মতামত।

পুস্তক।

অষ্টাদশ-বিদ্যা।—পণ্ডিত গোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদ-বারিধি প্রণীত। ১ম ও ২য় খণ্ড।

গভীর গবেষণাপূর্ণ এই একখানি পুস্তক "অষ্টাদশ বিদ্যা"। পুস্তকখানি যেই আবশ্যকীয় না পড়িলে শাস্ত্র-সম্বন্ধে মোটামুটি একটা "আক্কেল" জন্মাইতে পারে। হিন্দুর কয়খানি ধর্ম্মশাস্ত্র, তাহাদের কি কি বিভাগ, সে বিভাগের এক-একখানিতে আবার কি কি জিনিস আছে, অষ্টাদশ বিদ্যা'পাঠে সেই সকল তত্ত্ব সম্যক অবগত হওয়া যায়। এক কথায়, ইহা যেন—শাস্ত্রসমূহের একখানি সংক্ষিপ্তসার বা অষ্টাদশবিদ্যার প্রথম সূত্র। শাস্ত্রানুসন্ধিৎসুগণ, শাস্ত্রানুশীলনের সূচনায় এ পুস্তকের সাহায্যে সমূহ উপকার পাইতে পারিবেন। অধিকন্তু শাস্ত্রপাঠ শেষ করিয়া, ইহাকে স্মারক-শাস্ত্র-রূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যে অশেষ শ্রম ও শাস্ত্র-চর্চ্চা করিয়া অষ্টাদশ-বিদ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। এ পুস্তক সকলেরই আদরণীয় হইবে, সন্দেহ নাই।

স্বাস্থ্য-সোপান।—প্রথম ভাগ।—ঋষি-প্রণীত বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থোক্ত স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ। শ্রীঅমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

নিদ্রা, আহার, ব্যায়াম, পানীয় প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিদিগের কিরূপ ব্যবস্থা ছিল, এই পুস্তকে সরল ভাষায় তাহাই সংগৃহীত

হইয়াছে। হিন্দুভাব-প্রণোদিত একপ শ্রেণীর পুস্তকের প্রচারে আমরা সন্তুষ্ট আছি। অমৃত বাবুর এ সাধু উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ দিই।

পিণ্ডদান পদ্ধতি।—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন কর্ত্তৃক সংশোধিত এবং গয়া'সু-ভযাত্রি-নিবাসের' অধ্যক্ষ ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

গয়ায় গিয়া কি নিয়মে পিতৃকার্য্যাদি সম্পাদন করিতে হয় এবং গয়ার মাহাত্ম্য ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রভৃতি এই পুস্তকে আছে। প্রসন্নকুমার বাবু গয়ায় যাত্রি-নিবাস খুলিয়া, যাত্রিদের সুবিধা করিয়া, অনেকের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই ক্ষুদ্র পুস্তকেও উহার উদ্দেশ্য-সাধনের অনেকটা সহায়তা করিবে। তাহার উদ্দেশ্য ও উদ্যমে প্রশংসা করি।

সাময়িক পত্র।

জন্মভূমি।—৫ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা। ফাল্গুন মাসের। বঙ্গবাসী-ষ্টীম-মেসিন প্রেসে শ্রীকেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

জন্মভূমির একটী প্রধান গুণ দেখিলাম, ইহাতে কতকগুলি নূতন লেখক-সৃষ্টির চেষ্টা হইতেছে। এই সংখ্যায় একটীও "সুপ্রসিদ্ধ" লেখকের নাম নাই, অথচ পত্রিকাখানি অনুল্লেখ-যোগ্য হয় নাই।

১১টী বিষয় আছে। ৩টী পদ্য, ২টী গল্প, একটী উচ্ছ্বাস, একটী সমালোচনা, একটী 'উদ্ভ্রান্ত-কাহিনী' একটী ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। 'রণজিৎ সিংহের দরবার'—জ্ঞাতব্য, চিত্তাকর্ষক। 'উপন্যাস নহে'—কিন্তু কৌতুকপ্রদ। 'মেসার ফর মেসার'—সেক্সপীয়রের নাটকের গল্প। 'প্রেম'—মন্দ নহে। 'পুরাণ কথা'—সুতরাং নূতনত্বহীন। 'সুখ ও শান্তি'—দুষ্প্রাপ্য। সমালোচনা'—মুক্তকণ্ঠে' করা হইয়াছে।

জ্যোৎস্না-চাঁদ।—মাসিক পত্র ও সমালোচনা।—চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত।

মাঘ মাসের প্রথম সংখ্যা। সূচনায় লিখিত হইয়াছে,—"সূর্য্যালোক-সমুদ্ভাসিত দিবাভাগে জ্যোৎস্নার প্রয়োজন হয় না বটে, কিন্তু অন্ধকার রজনীতে যখন সূর্য্যালোক থাকে না, তখন যে জ্যোৎস্নার বিশেষ সমাদর হইয়া থাকে, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।" এ কথা অবশ্য আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু এখনও অন্ধকার হয় নাই. এবং অন্ধকারেও 'জ্যোৎস্না' টিকিতে পারে না। প্রবন্ধের মধ্যে "বৈজ্ঞানিক বৃষ্টিতত্ত্ব" উল্লেখযোগ্য।

আভা।—মাসিক পত্র।—শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

"আভা"—প্রথম সংখ্যা। সূচনা প্রায় একরূপ। ছোট ছোট অনেকগুলি বিষয় আছে। কিন্তু তেমন ভাল নহে।

রঞ্জন তৈল
'কেশরঞ্জন তৈল'— অদ্বিতীয়।